চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 75 Thursday, 15 February, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ৭৫ সংখ্যা ✻ ২ ফাল্গুন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

বাংলার নাট্যদলগুলির উপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'গুণকীর্তন করা নাটক চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নাট্যকার ব্রাত্য বসু। সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করলেন, ব্রাত্য 'তথ্য' ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। ... বিস্তারিত পাতা ৩

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর শুরু হচ্ছে সতেরো ও আঠারো ফেব্রুয়ারি থেকে। সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু প্রশাসনিক বৈঠক সিউড়ি সহ বোলপুরে। পরে বাউল বিতানে সম্ভাবনা রাত্রিবাসের রয়েছে।.... বিস্তারিত পাতা ৫

ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে! এবার সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে ভালো একটা সময় কিন্তু বের করা যাবে। আবার ফেব্রুয়ারির শেষেও লম্বা একটা সাপ্তাহিক ছুটি বের করে নিতেই পারি।.... বিস্তারিত পাতা ৬

এলসিটি সিজন ২-তে নিউইয়র্ক স্ট্রাইকার্সের ক্যাপ্টেন ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। তাঁর টিমে রয়েছেন বাবর আজম, রশিদ খান, কায়রন পোলার্ড, ইমাম উল হক, নাসিম শাহের মতো তারকা ক্রিকেটাররা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শক্তি নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শক্তি, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার আন্তর্জাতিক এনার্জি এজেন্সির মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমরা প্রতিটি মিশনে দক্ষতা, গতি, গুণমান নিয়ে আসি। আমি নিশ্চিত ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) তখনই উপকৃত হবে, যখন ভারত এতে বড় ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আসুন বিদ্যমান অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে এবং নতুনের গঠনের জন্য এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করি। আসুন আমরা একটি পরিষ্কার, সবুজ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়ে তুলি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিশ্ব জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ ভারত।। আমরা বিশ্বের কিছু বৃহত্তম শক্তি অ্যাক্সেস উদ্যোগ চালাচ্ছি, তবুও আমাদের কার্বন নির্গমন বিশ্বব্যাপী মোটের মাত্র ৪ শতাংশ। তবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমরা দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাঁচ বছর আগে আজকের দিনেই সেনাদের রক্তে ভিজেছিল কাশ্মীর। পাক জঙ্গিদের নাশকতার বলি হয়েছিলেন ভারতের ৪০ জওয়ান। পুলওয়ামাতে ভয়াবহ হামলার পাঁচ বছর কেটে গেলেও দেশবাসীর মনে এখনও দগদগে সেই স্মৃতি। সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবু ধাবির প্রথম হিন্দু মন্দির উদ্বোধন করতে এখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার সেখান থেকেই পুলওয়ামা হামলার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ বার্তা দেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, পুলওয়ামাতে যে বীর জওয়ানরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য রইল। দেশের জন্য তাঁদের সেবা ও আত্মত্যাগ সর্বদা মনে রাখব আমরা সকলে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া এদিন বিশেষ বার্তা দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। উল্লেখ্য, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে ভয়াবহ হামলা হয় ভারতীয় সেনার উপর। আড়াই হাজার সিআরপিএফ জওয়ানকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সেনার কনভয়ে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এক কাশ্মিরী তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারান ৪০ সিআরপিএফ জওয়ান। পরে ওই হামলার দায় স্বীকার করেছিল পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। মাস দুয়েক আগে ফের সেই মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি উসকে যায় কাশ্মীরে। জঙ্গি নিধনে এনকাউন্টারের মধ্যেই সেনার দুটি ট্রাক লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। আহত জওয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করে আহত জওয়ানদের কাছে অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছনো হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। তিন সেনাকর্মীর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয় ভারতীয় সেনার তরফে।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া মিটিয়েই পাঞ্জাব সফরে মুখ্যমন্ত্রী

স্বর্ণমন্দিরে পুজো দেবেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মিটিয়েই পাঞ্জাব উড়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো দেবেন স্বর্ণমন্দিরে। দেখা করার কথা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের সঙ্গেও। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বারবার সরব হয়েছে বাংলার তৃণমূল সরকার। দীর্ঘদিন ধরে আটকে ১০০ দিনের কাজের অর্থ। তবে চলতি মাসে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরনা মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাজ্যই বকেয়া টাকা দেবে। সেই মতোই আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের পাওনা অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্য বাজেটে যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩৭০০ কোটি টাকা। সেই অর্থ শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পরই পাঞ্জাব যাবেন মমতা। সেদিনই স্বর্ণমন্দিরে পুজো দেবেন। আসন্ন লোকসভা ভোটে একলা চলোর বার্তা দিয়েছেন মমতা। জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও বাংলায় একাই লড়বে তৃণমূল। পাশাপাশি এও জানান হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে ভোট আলোচনার কোনও অগ্রগতি হয়নি। একইভাবে পাঞ্জাবের আপ সরকারও কংগ্রেসকে ছাড়াই সে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে লড়ার কথা জানিয়েছে। যাতে চাপ বাড়ে হাতশিবিরে। এমন পরিস্থিতিতে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জানা গিয়েছে, ভগবন্ত মানের পাশাপাশি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গেও বৈঠক করতে পারেন মমতা। কীভাবে দিল্লি ও পাঞ্জাব সীমানায় কিষান আন্দোলনকে আরও জোরদার করা যায় এবং ইন্ডিয়া জোটে শামিল হয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তৃণমূল এবং আম আদমি পার্টির কী স্ট্র্যাটেজি হতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা বৈঠকে। মোট কথা সামনের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে কুপকাত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন বৈঠক তিনি করতে চলেছে।

২৭ বছর পর রাজ্যের উদ্যোগে খুলছে গৌরীপুর জুট মিল, খুশির হাওয়া শ্রমিক পরিবারে

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ জুট মিলের ইতিহাসে এটা একটা নজির বলা যেতেই পারে। টানা ২৭ বছর বন্ধ থাকার পর খুলছে নৈহাটির প্রাচীন গৌরীপুর জুট মিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বন্ধ কারখানা খোলার উদ্যোগ নেয় শ্রম দপ্তর। বিশেষ সূত্রে এই সংবাদ জানা গিয়েছে। চত্বরে আগাছা গজিয়ে ওঠা একটি জুট মিলকে আইনি ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে খোলার তৎপরতাও শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারই শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ও সেচমন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে সমঝোতা চুক্তি সই হল গৌরীপুরের পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন ও নতুন সংস্থার মধ্যে। এভাবে বন্ধ কারখানার দরজা খোলা অর্থা শিল্পের ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিরে আসার নজির দেশে বিরলই বটে। চুক্তি অনুসারে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে মিলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে। এক মাসের মধ্যে মিলের উপাদন প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে চালু হবে। চুক্তি অনুসারে কর্মক্ষম ও ইচ্ছুক শ্রমিকদের, সন্তানদের এবং এলাকার ইচ্ছুক যুবকদের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাম জমানায় যে মিলগুলি বন্ধ করে অন্ধকার ঘনিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিল্পাঞ্চলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সেখানেই আলো জ্বলছে। হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বস্তুত ১৯৯৭ সালের শেষ দিকে বন্ধ হয়ে যায় নৈহাটি-গরিফা এলাকার গৌরীপুর জুট মিল। কাজ হারান হাজারও মানুষ। আশপাশের হুকুমচাঁদ খোলা থাকলেও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল শিল্পাঞ্চল। সেই সময় যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের কিছুজন তকালীন বিহার-ওড়িশা বা উত্তরপ্রদেশে ফিরে গিয়েছেন। এদিনের চুক্তিতে বাম সংগঠনও সায় দিয়েছে। ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন, নতুন প্রোমোটার আশ্রয় ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্থানীয় পুরনো শ্রমিক বা শ্রমিক পরিবারের মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া। বকেয়া টাকা কীভাবে ফিরে পাবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তাঁরা। এদিনের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ছিলেন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জুট ইউনিটের রাজ্য সভাপতি সোমনাথ শ্যাম, বিসিএমইউর সুব্রত সেনগুপ্ত, আইএনটিইউসির নিজাম মাস্টার, বিএমএস-এর বিনোদ সিং, এআইসিসিটিইউ-এর নবেন্দু দাশগুপ্ত, শেখ সামাদ-সহ অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত-সহ শ্রম ও শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের আধিকারিকরা।

কেজরিওয়ালকে ষষ্ঠ সমন ইডির

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এবার ষষ্ঠ সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এবার কেজরিওয়ালকে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি হাজিরার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় বুধবার কেজরিওয়ালকে নতুন করে সমন পাঠিয়েছে ইডি। এর আগে কেজরিওয়ালকে পাঁচবার ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি, কিন্তু একবারও তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দেননি। উল্টে ইডি-এ পাঠানো সমনকে বেআইনি আখ্যা দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে বুধবার কেজরিও য়ালকে ষষ্ঠ সমন পাঠাল ইডি। এই বিষয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল অথবা তাঁর দলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে দিল্লির একটিও লোকসভা আসনে লড়ার যোগ্যতা নেই কংগ্রেসের বলে মন্তব্য করলেনআপ সাংসদ। কিন্তু জোটের ধর্ম মেনে তাদের একটা আসন দেওয়া যেতে পারে। ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে আসন রফা নিয়ে আপ-কংগ্রেস চূড়ান্ত অশান্তির মধ্যেই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন আপ সাংসদ সংদীপ পাঠক।

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যসভায় মনোয়ন জমা দিলেন সোনিয়া গান্ধী। বুধবার রাজস্থানের জয়পুরে গিয়ে নিজের মনোনয়ন জমা দেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী। সঙ্গে ছিলেন পুত্র রাহুল এবং কন্যা প্রিয়াঙ্কাও। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিকেও। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশের ১৫টি রাজ্যের ৫৬টি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন। এর মধ্যে ৯-১০টি আসনে জয়ের মতো জায়গায় রয়েছে কংগ্রেস। তার মধ্যে কংগ্রেসের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ দুটি রাজ্য হল তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটক। রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশেও একটি করা আসন জেতার জায়গায় রয়েছে হাত শিবির। সেই জন্যই দলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রাজ্যসভাতেই মনোনয়ন দেওয়া হবে সোনিয়াকে। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ তিনি। লোকসভা নির্বাচনের ধকল নেওয়া আর সম্ভব নয়। বুধবার সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জয়পুরে পৌঁছন সোনিয়া গান্ধী। দুপুর বারোটা নাগাদ নিজের মনোয়নপত্র জমা দেন। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং কংগ্রেস নেতা গোবিন্দ সিং দোতাস্রা। অন্যদিকে কংগ্রেস সূত্রে খবর, বিহার থেকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন পেয়েছেন অখিলেশ প্রসাদ সিং। মহারাষ্ট্র থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে চন্দ্রকান্ত হান্দোরকে। আইনজীবী নেতা অভিষেক মনু সিংভিও রাজ্যসভা নির্বাচনে লড়বেন হিমাচল প্রদেশ থেকে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

আচমকা কলকাতায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকতায় আসছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কেন তিনি আসছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান করা যাচ্ছে তিনি আসছেন তিনটি কারণে। সরস্বতী পুজোর দিন

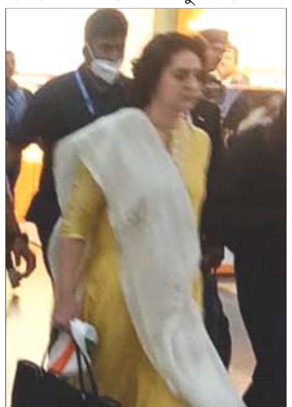

দুপুরে আচমকা শহরে আসেনকংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বুধবার দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ শহরে আসেন প্রিয়াঙ্কার। গত বেশ কয়েকদিন প্রিয়াঙ্কাকে তেমন সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি। বলা ভালো, দীর্ঘদিন অন্তরালে ছিলেন। এমনকী, রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাতেও দেখা যায়নি তাঁকে। দাদা রাহুলের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছিল। তবে সেসব জল্পনা উড়িয়ে বুধবারই সোনিয়া গান্ধীর রাজ্যসভার মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় জয়পুরে উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর থেকেই সরাসরি কলকাতায় আসেন তিনি। কিন্তু কেন হঠাৎ প্রিয়াঙ্কার রাজ্যে আগমন? প্রদেশ নেতারাও কিছুই জানেন না। সূত্রের খবর, প্রিয়াঙ্কার শহরে আসার তিনটি কারণ রয়েছে। এক রাজ্যে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। হাওড়া, আসনসোল এবং কলকাতায় প্রিয়াঙ্কার বেশ কয়েকজন আত্মীয় রয়েছেন। তাদের কারও পরিবারে বিয়ের অনুষ্ঠান হতে পারে। তবে প্রদেশ কংগ্রেসের সূত্র সেটা নিশ্চিত করতে পারেনি। এর বাইরে প্রিয়াঙ্কার রাজ্যে আগমনের নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে। রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোট ভেঙে গিয়েছে। লোকসভায় কীভাবে লড়াই করা হবে, সেটা নিয়েও ধন্দে রয়েছেন প্রদেশ নেতারা। এই অবস্থায় প্রিয়াঙ্কা এসে তাদের পেপটকও দিতে পারেন। আরও একটা সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। প্রিয়াঙ্কা হঠাৎ সেখানেও যেতে পারেন। কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী হঠাৎ সন্দেশখালি চলে গেলে, সেটা রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতিতে চমকপ্রদ হতে পারে। এবার প্রথম লোকসভায় লড়বেন গান্ধী পরিবারের সদস্যা। তার আগে কলকাতায় কালীঘাটে পুজো দিতেও আসতে পারেন প্রিয়াঙ্কা। কংগ্রেস নেতারা তাঁর এই সফরের বিষয়ে না জানলেও অপেক্ষায় রয়েছেন।

হৃদরোগীর প্রাণ রক্ষার নতুন নজির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের টেলিমেডিসিন প্রকল্প স্বাস্থ্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার এক হাজার হৃদরোগীর প্রাণ রক্ষার নতুন নজির তৈরি হল। ২০২২ সালে এপ্রিলে স্বাস্থ্য ইঙ্গিত কর্মসূচির আওতায় টেলিমেডিসিনের সাহায্যে স্ট্রোকের চিকিসা বা টেলিস্ট্রোক চালু হয। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর তার মাধ্যমে সোমবার পর্যন্ত হাজারতম রোগীকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিযে. আনা গেছে। টেলিস্ট্রোক পরিষেবার প্রধান কেঃদ্র কলকাতার বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস। এর সঙ্গে ৩৮টি জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালকে যুক্ত করা হযেছে। শীঘ্রই আরো কিছু হাসপাতালকে এই নেটওযার্কের যুক্ত করা হবে বলে জানা গিযেছে।

বাগ দেবীর আরাধনায় দুরন্তবার্তা ও সুচিকিৎসা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতি বছরের মতো এবছরও দেবী সরস্বতীর আরাধনায় মগ্ন ছিল 'দুরন্ত বার্তা' এবং 'সুচিকিৎসা'র সকল স্তরের কর্মীরা। 'দুরন্ত বার্তা' ২৯ বছর পদার্পণ করলো আর মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা 'সুচিকিৎসা' ২৬ বছরে পা রাখলো। এই দীর্ঘ বছর ধরে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'দুরন্তবার্তা'কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা সহজ কাজ নয়। দেবী সরস্বতীর সাধনা ব্যতিত এই কঠিন কাজকে বাস্তবায়িত করা একেবারে অসম্ভব ছিল। বেশ কঠিন কাজ বলা যেতে পারে। করোনার সময়ে এই কাগজ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়নি বা কোনও কর্মীকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়নি। কারোর মাইন পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয়নি। এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে 'দুরন্ত বার্তা' এবং 'সুচিকিৎসা' দেবী সরস্বতীর আর্শীবাদ লাভ করে যথারীতি প্রকাশ লাভ করতে থাকে। সরস্বতী দেবী শুধু মাত্র বিদ্যা দানের দেবী নন, তিনি আবার বিদ্যাস্থানের রক্ষা দেবীও বটেই। তিনি তাঁর সেই অসীম শক্তি দিয়ে বিদ্যাস্থানের অস্তিত্বকে আরও প্রসারিত করতে এবং সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলার চেষ্টায় মগ্ন থাকেন সেই কথা আমরা ক'জনই বা জানি। সারস্বত সাধনায় যাঁরা মগ্ন থেকেছেন তাঁদের কাছ থেকে লক্ষনী দেবীও সরে থাকেননি। তিনি এবং তাঁর বোন সরস্বতী এগিয়ে এসেছেন যে কোনও সারস্বত সাধনার মগ্ন প্রতিষ্ঠানকে জীবন দান করতে। আজও 'দুরন্তবার্তা' এবং 'সুচিকিৎসা'র কর্মী থেকে শুরু করে তার শুভানুধ্যায়ীরা সকলেই দেবী সরস্বতীর আর্শীবাদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠান আরও সামনের দিকে প্রসারিত হতে থাকবে। এগিয়ে চলতে থাকবে। দুটি পত্রিকার আজও আর্থিক সঙ্কট এবং রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে অবস্থান করেও সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। যে 'দুরন্তবার্তা' দৈনিক পত্রিকা আগে ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আজকে সেই পত্রিকাটি বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের যেসব স্থানে বাঙালি বসতি রয়েছে সেখানেও গিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে কটি স্বাস্থ্য পত্রিকা রয়েছে তার মধ্যে 'সুচিকিৎসা' এই পত্রিকাটি অন্যতম বলা যেতে পারে। এই সব কিছু পরিশালিত রূপে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছিল দেবী সরস্বতীর কৃপায়। দেবীর আর্শীবাদ লাভ থেকে 'দুরন্তবার্তা' এবং 'সুচিকিৎসা' কোনও কালে বঞ্চিত হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে বঞ্চিত হবে না। পত্রিকার অফিস গৃহে দেবীর শুভ আগমনে আমরা নিজেদেরকে ধন্য করতে সক্ষম হয়েছি। আসুন আমরা সকলেই ভালো এবং সুস্থ থাকি এবং আগামী ভবিষ্যত পানের দিকে প্রসারিত হয়ে এক উজ্জ্বল জগত নির্মাণ করি।

ক্ষমতার এই জঘন্য অপব্যবহারের নিন্দা জানাই, মন্তব্য শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মর্মান্তিক এবং দুর্ভাগ্যজনক। সুকান্ত মজুমদারের অসুস্থ হয়ে পড়া সম্পর্কে বুধবার মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবুর কথায়, ক্ষমতার এই জঘন্য অপব্যবহারের নিন্দা জানাই। শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার পুলিশের লাঠি চালনার সময় আহত হয়েছেন। পুলিশ বিজেপির কর্মকর্তাদের সন্দেশখালীতে পৌঁছাতে বাধা দিতে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। ডাঃ মজুমদার একজন মাননীয় সংসদ সদস্য। তাঁকে মমতা পুলিশের মারধরের জন্য লজ্জায় মাথা নত হওয়া উচিত। ক্ষমতার এই জঘন্য অপব্যবহারের নিন্দা জানাই। আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে যতক্ষণ না শেষ বিজেপি কার্যকর্তা নিঃশ্বাস নিচ্ছে, লড়াই চলবে।

বিলকিস মামলা, নতুন করে সেই আবেদন করল গুজরাট

আমেদাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিলকিস বানো মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 'কু মন্তব্য করা হয়েছে। তার বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হল গুজরাট। উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, অবিলম্বে জেলে ফিরতে হবে বিলকিসের ধর্ষকদের। সেই মামলার রায় সংশোধন করতে চেয়েই আদালতের দ্বারস্থ গুজরাট সরকার। বিলকিস বানোকে ধর্ষণের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় ১১ জনকে। তার পর ২০১৯ সালে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় বিলকিসের ধর্ষকদের একজন। রাধেশ্যাম ভগবানদাস শাহের আবেদন ছিল, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যেন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। শীর্ষ আদালতের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় যে গুজরাট সরকার চাইলে মুক্তি দিতে পারে বিলকিসের ধর্ষকদের। সেই রায়ের ভিত্তিতেই ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট মুক্তি পায় ১১ ধর্ষক। গুজরাট সরকারের এই সিদ্ধান্তে তুমুল প্রতিবাদ শুরু হয় দেশজুড়ে। নিজের রায় খতিয়ে দেখুক সুপ্রিম কোর্ট, এই মর্মে আবেদন করা হয়। শেষ পর্যন্ত চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া সংক্রান্ত নির্দেশের অপব্যবহার হয়েছে। নিজের রায় খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। সাফ জানিয়ে দেয়, ১৪ দিনের মধ্যেই ফের জেলে ফিরে আসতে হবে ১১ জন অপরাধীকে। পাশাপাশি মামলার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে গুজরাট সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালত। বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপব্যবহার করেছে গুজরাট। জালিয়াতি উপায়ে, তথ্য গোপন করে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার এক মাস পরে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল গুজরাট সরকার। তাদের আবেদন, রায় দেওয়ার সময়ে গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক খারাপ মন্তব্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অপরাধীদের সঙ্গে যোজসাজশ রেখেছিল সরকার। তথ্য গোপন ও নির্দেশের অপব্যবহারের মতো অভিযোগও আনা হয়েছে গুজরাটের বিরুদ্ধে। কিন্তু গুজরাট সরকার সমস্ত তথ্যই তুলে দিয়েছিল মহারাষ্ট্রের হাতে,কারণ অপরাধীদের মুক্তি দেওয়ার এক্তিয়ার কেবল তাদের হাতেই ছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে গুজরাট সংক্রান্ত নেতিবাচক মন্তব্য যেন সরিয়ে নেওয়া হয়, নতুন করে সেই আবেদন করল সেরাজ্যের সরকার।

নতুন করে সন্দেশখালিতে জারি ১৪৪ ধারা

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট,১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি করল প্রশাসন। গতকালই হাইকোর্ট ১৪৪ ধারাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপি নেতৃত্ব যাওয়ার আগেই ফের সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারিকরা হল। সন্দেশখালির মোট ১৯ টি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করল প্রশাসন। জারি থাকবে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অশান্তির আশঙ্কায় এই সিদ্ধান্ত বলেই খবর। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা খারিজ করে কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষেণ ছিল, রাজ্য এমন কোনও নথি রাজ্য দেখাতে পারেনি যার জেরে মানতে হবে গোটা থানা এলাকায় ১৪৪ ধারার প্রয়োগ জরুরি ছিল। ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার হওয়ায় বুধবার সংেদশখালি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সুকান্ত মজুমদার। তবে তার আগেই নতুন করে সংঃদশখালিতে জারি হল ১১ ধারা। মঙ্গলবার রাত ২ টো নাগাদ নতুন করে নির্দেশিকা জারি করে প্রশাসন। সংেদশখালি থানা এলাকার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ জায়গায় জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। যদিও চালু রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। সকাল থেকে মাইকিং চলছে এলাকায়।প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিজেপির সন্দেশখালি অভিযানকে কেন্দ্র করে নতুন করে অশান্তি ছড়াতে পারে এলাকায়। সেই আশঙ্কা থেকেই ফের ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিজেপির এসপি অফিস ঘেরাও অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বসিরহাট। কর্মীদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে এসপি

অফিসের সামনে ধরনায় বসেন খোদ রাজ্য বিজেপি সভাপতি। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রীতিমতো বলপ্রয়োগ করে সরানো হয় তাঁদের। আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় স্টেডিয়ামে। পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয় সকলকেই। রাতে টাকিতেই ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। আজ অর্থা বুধবার তিনি সংঃদশখালিতে যান। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে টাকিতেই অসুস্থ সুকান্ত মজুমদার। পুলিশের গাড়ির বনেটে উঠে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তিনি। প্রবল ঝাঁকুনিতে গাড়ি থেকে পড়ে যান। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তিনি। বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। সেখানেই চিকিসাধীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।বুধবার সকালে টাকির হোটেলে গিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে বিষয়টি জানান পুলিশ আধিকারিকরা। কর্মসূচি বাতিলের আর্জি জানান। কিন্তু তা মানতে রাজি হননি বিজেপি নেতা। এর পরই হোটেলের গেটে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। প্রথমে প্রতিমা হাতে হোটেল থেকে বেরনোর চেষ্টা করেন ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ বিজেপির নেতারা। তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। শুরু হয় বচসা। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এসবের মাঝে কার্যত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হোটেলের অন্য গেট দিয়ে সরস্বতী প্রতিমা হাতে বের হন সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। ইছামতীর পাড়ে প্রতিমা রেখে শুরু হয় পুজো। তবে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করে। পুলিশের গাড়ির বনেটের উপর উঠে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। গাড়িও এগোতে পিছতে শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। প্রবল ঝাঁকুনিতে মাটিতে পড়ে যান সুকান্ত। যদিও বিজেপির দাবি, পুলিশই ফেলে দেয় তাঁকে।

বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছে আপামর বাঙালি, স্কুল ও শিক্ষাঙ্গনেও চলল পুষ্পাঞ্জলি

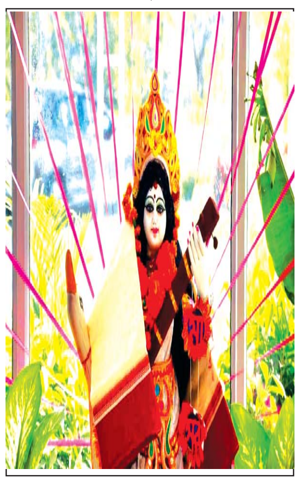

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছে আপামর বাঙালি। বসন্ত পঞ্চমীতে রাজ্যজুড়ে অনন্য উৎসবের আমেজ, বসন্ত পঞ্চমী মানেই বাঙালির নিজস্ব ভালোবাসার দিন। সরস্বতী পুজোয় দুর্গাপুজোর মতো জাঁকজমক না থাকলেও, এ দিন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পুজো হয়। বাগদেবীর আরাধনা হয় স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেও। বাণী বন্দনাকে সামনে রেখে এদিন বাঙালির ভ্যালেন্টাইনস ডে-ও বটে।বুধবার সকাল থেকেই বাসন্তী শাড়ি আর পাঞ্জাবিতে সেজে উঠতে দেখা গিয়েছে তরুণ-তরুণীদের। ঘরে ঘরে চলে বাগদেবীর আরাধনা। স্কুল-কলেজে বাণী বন্দনার আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো, পুজোর আনন্দে সামিল হয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। বাড়ির পাশাপাশি স্কুল ও শিক্ষাঙ্গনেও চলে পুষ্পাঞ্জলি। এদিকে, সমস্ত দেশবাসীকে বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, আহত অন্তত ৪৫ জন যাত্রী

পূর্ব বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস। মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নতুনগ্রামে। বাসটির গতি এতটাই বেশি ছিল যে, ডিভিসির একটি ২০ ফুটের সেচখাল টপকে গিয়ে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৪৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা-কান্দি-বহরমপুর রুটের বেসরকারি বাসটি বাদশাহি রোড ধরে কান্দি অভিমুখে যাচ্ছিল। নতুনগ্রাম পেট্রোল পাম্পের সামনে ডিভিসির সেচখালের উপর নির্মিত একটি সেতুর কাছে বাসটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং রাস্তার ধারের একটি বিদ্যুৎ খুঁটিতে ধাক্কা মারে। এর পর বাসটি সেচখাল পেরিয়ে উল্টে যায়। রাত ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পরেই বাসের যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাতার থানার পুলিশ। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভাতার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ে। জানা গিয়েছে, বাসযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদে।

সামনেই পরীক্ষা মন ভালো নেই পরীক্ষার্থীদের

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃপরীক্ষার মধ্যেই সরস্বতী পুজো। আবার সরস্বতী পুজোর দিনই, ভ্যালেন্টাইন ডে। সব মিলিয়ে, যে কারণে মনখারাপ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও সরস্বতী পুজোর পরপরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় উৎসবে-আয়োজনে পড়ুয়াদের যোগ দেওয়ায় ঘাটতি দেখা গেল। তবে, মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের মন এখন ফুরফুরে।উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে শুক্রবার। পরীক্ষা প্রস্তুতির জেরে মাথা থেকে সরে গিয়েছে সরস্বতী পুজো কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডে-র ভাবনা। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কারণ, বিদ্যার দেবী মণ্ডপে আসার আগেই তাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অনেকেই আক্ষেপ করে বলেছে - পরীক্ষা শুরুর দু'দিন আগেই সরস্বতী পুজো, যে কারণে এবারের পুরো আনন্দই মাটি হয়ে গিয়েছে।

রেললাইনে অযথা চলাচল করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ফেব্রুয়ারী ১৪, ২০২৪ ' শিশু কোলে নিয়ে রেললাইন পারাপারের সময় মর্মান্তিক মৃত্যু ' কিংবা ' রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক পরিণতি ' - এধরণের হৃদয়বিদারক খবর আপনারা প্রায়ই পাে থাকেন। কিছুক্ষন শোকের আবহাওয়ার পরে সেটা ভুলেও যান। কিন্তু এধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেয়া যায় কি ? অনেকেরই সংসারের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ঘরে ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা পথ চেয়ে বসে আছে কখন ফিরবে বলে। তাাহুাে করে রেল লাইন পেরোতে গিয়ে ক্ষনিকের ভুলে দুর্ঘটনা কিছুতেই মেনে নেয়া যায়না। রেল লাইনে চলতে চলতে মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকা কিংবা বন্ধ রেল গেট পার হওয়ার চেষ্টা অথবা স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার না করে রেল লাইন ধরে পারাপার করার চেষ্টা - এসব হামেশাই দেখা যায়, যার পরিণতিতে যেকোনো সময়ে যেকোনো ধরণের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এতে শুধু আপনারই নয়, আপনার পারিপার্শ্বিক লোকজনেরও বিপদ ঘটতে পারে এবং আপনার কোনোকিছু ঘটে গেলে প্রিয়জনের হাহাকার তো আছেই। রেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় জনসচেতনামূলক প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালিয়ে থাকে। মনে রাখা দরকার, রেল লাইনে চলাচলের চেষ্টা বা বন্ধ রেল গেট পেরিয়ে চলাচল করা শুধুমাত্র সুরক্ষাবিধির উলঙ্ঘনই নয়, এটি বেআইনিও বটে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, পূর্ব রেলের অধিক্ষেত্রে ২০২২-২৩ সালে রেলে কাটা পরে মোট ১৭৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এবং ২০২৩-২৪ সালে এপর্যন্ত অর্থা এপ্রিল ২০২৩ থেকে জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৪৮৫ জন রেল লাইনে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এই অনভিপ্রেত ঘটনার আর বৃদ্ধি না ঘটানোই ভালো। শ্রী কৌশিক মিত্র , পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এব্যাপারে বলেন, পূর্ব রেল আশা করে, জনগণ রেলপথে অযথা চলাচল করবেন না , অসাবধনতার সাথে তো নয়ই। ক্ষণিকের অসাবধনতা যেন নিকটজনের বিয়োগের কারণ না হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত সরস্বতী জট!বহিরাগতরা পুজো করতে পারবেন না যাদবপুরে, মামলা হাই কোর্টে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো নিয়ে জট অব্যাহত। এবার পুজো বিতর্ক গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জ্যোতির্ময় সেনের করা মামলায় উঠে এল পুজোর নামে বহিরাগত তত্ত্বও।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর কর্মী-সমর্থকেরা এ বছর দু'টি সরস্বতী পুজো করছেন। টিএমসিপি যাদবপুরে তেমন শক্তিশালী নয়। তার পরেও তাদের এই দলাদলিতে বিস্মিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলে। ক্যাম্পাসের সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে আয়োজিত পুজোর আয়োজক টিএমসিপি নেতা সঞ্জীব প্রামাণিক। গান্ধী ভবনে আয়োজিত পুজোর উদ্যোক্তা টিএমসিপি ইউনিটের রাজন্যা হালদার। এ বিষয়ে সঞ্জীব বলেন, কোনও বহিরাগত ছাত্র বা ছাত্রী আমাদের সংগঠনের নাম নিয়ে, পোস্টার চুরি করে কোথাও যদি পুজো করেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের টিএমসিপি সেই দাযিত্ব নেবে না।'' তিনি এ-ও বলেন, ' পুজোকে কেন্দ্র করে কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে, সেই দাযিত্বও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসিপি নেবে না।'' অন্য দিকে রাজন্যা বলেন, ' প্রাক্তন ছাত্রী হয়ে গেলেও দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এখনও যাদবপুরের টিএমসিপি ইউনিটের সভানেত্রী আছি। দলের সুপ্রিমোর নির্দেশেই এই পুজো করতে উদ্যোগী হযেছি।''এই দুই পুজোর অনুমতি কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু রবিবার জানান, এ বছর সরস্বতী পুজো যাঁরা করছেন, তাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-ও পুজো করার অনুমতি চেয়েছে।এর পরেই মঙ্গলবার হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন জ্যোতির্ময় সেন নামে বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক ছাত্র। দুপুরেই বিচারপতি বিশ্বজি বসুর এজলাসে ওঠে মামলাটি। শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, বহিরাগতদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে পুজো করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অনুদানও দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে উপস্থিত আইনজীবী এই দাবির বিরোধিতা করে কোর্টে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী এবং কর্মীদের পুজো করার অনুমতি দেয়। বহিরাগত কাউকে পুজো করার অনুমতি দেওয়া হয় না। বেশ খানিক ক্ষণ শুনানি চলার পর বিচারপতি বসু নির্দেশ দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন এমন কোনও ব্যক্তিকে ক্যাম্পাসে পুজোর অনুমতি দেওয়া যাবে না। যাদবপুর কর্তৃপক্ষকেও কঠোর ভাবে তাদের নিয়ম পালন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অসমে আর কোনও বিরোধী নেই, যাঁরা আছেন তাঁদের দেহ কংগ্রেসে থাকলেও মন বিজেপিতে, দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ অসমে আর কোনও বিরোধী নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের দেহ কংগ্রেসে থাকলেও মন পড়ে রয়েছে বিজেপিতে। এই দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার। মূলত, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র কার্যনির্বাহী সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে আজ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষা করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে নিঃশর্তে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করার পর এই মন্তব্য করেছেন তিনি। কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের সঙ্গে একইভাবে মঙ্গলদৈয়ের কংগ্রেস বিধায়ক বসন্ত দাসও আজ দলে থেকে বিজেপি সরকারকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এদিকে কয়েকদিন আগে কংগ্রেসের আরও দুই নেতা রাজ্যের প্রাক্তন পরিষদীয় মন্ত্রী দক্ষিণ অসমের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ এবং রহার শশীকান্ত দাসও হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বসন্ত দাস, সিদ্দেক আহমেদদের সামনে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও বিধায়ক রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আর নেই। রাহুল গান্ধীর যাত্রাটি ভারত জোড়ো নয়, কংগ্রেস তোাে ছিল, কটাক্ষ হিমন্তবিশ্বের। তিনি বলেন, রাজীব ভবনে তাঁর বহু মানুষ আছেন। তাঁরাও বিজেপিতে যোগদান করবেন। কংগ্রেসের দুই শক্তিশালী বিধায়কের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা আমাদের কাছে সুখবর। কংগ্রেসের দুই বিধায়ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সম্মান জানিয়েছেন। তাঁরা অসম সরকার এবং ভারত সরকারের কাজকর্মকে সমর্থন জানাবেন। এর আগে বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ এবং শশীকান্ত দাসও সমর্থন জানিয়েছিলেন বিজেপি সরকারকে। এখন মোট চারজন কংগ্রেস বিধায়ক নিঃশর্তে সরকারকে সমর্থন জানাবেন। তাঁদের আগমনে রাজ্য সরকারকে আরও শক্তিশালী করবে। তাঁরা এখন বিজেপির পরিষদীয় দলের জায়গায় বসবেন, যোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের নতুন নিয়ম, তাদের কোনও বিধায়ক মন্ত্রী কিংবা সরকারি অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন না। এ কেমন কথা? এলাকার উন্নয়নমূলক কোনও সরকারি কার্যক্রমে গেলে কংগ্রেসি বিধায়কদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাহুল গান্ধী কংগ্রেস বিধায়কদের হুমকি দিয়েছিলেন, বিধানসভার কার্যক্রম ব্যাহত না করলে তাঁদের বহিষ্কার করা হবে। তাঁর এই ঘোষণার পর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিধয়করা স্থির থাকতে পারেননি। তিনি বলেন, ' আগে রাহুল গান্ধী যখন অসমে এসেছিলেন, তখন বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে অকংগ্রেসি জনৈক বিধায়ক রাহুল গান্ধীকে বলেছিলেন, কংগ্রেসের কোনও বিধায়ক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। এর পর অসম ছাড়ার সময় রাহুল গান্ধী রাজ্যের সমস্ত কংগ্রেস বিধায়ককে তাঁর যাত্রা-বাসে ডেকে হুমকি দিয়েছিলেন, অসম বিধানসভাকে যেন কোনও অবস্থায় কাজ করতে দেওয়া না হয়। যদি তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দা করতে না পারেন তবে তাঁদের সবাইকে কমপক্ষে ১৫ বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই হুমকির পর কোনও স্বাভিমানী নেতা কংগ্রেসে থাকতে পারেন না।'তিনি বলেন, আরও বহু বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর। বিজেপিতে যোগদানের বিষয় নির্বাচনের আগে ভাবা হবে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি তথা দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব।এদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অসমে বিজেপির কয়টি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিকিট দেওয়ার পর বলা যাবে সাড়ে এগারো না-বারোটি। তবে ১২টিই যে পাবেন, সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নন। ১৩ এবং ১৪টি বিজেপি পাবে না। অবশ্য ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ১০০টি আসনে বিজেপি জয়ী হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইডি দেখেই মোবাইল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ব্যবসায়ী,এ যেন আরেক জীবনকৃষ্ণ!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃরেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে গত মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের ' মোড়ে' কেন্দ্রীয়ীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি (ED)। সল্টলেক, বাগুইআটি, কৈখালি, নিউ আলিপুর-সহ কলকাতার একাধিক জায়গায় দলে দলে ভাগ হয়ে ফ্ল্যাট, বাড়ি, অফিসে তল্লাশি চলছে। রেশন দুর্নীতিতে এখনও পর্যন্ত ধৃতদের জেরা করে যাঁদের নাম উঠে এসেছে, তাঁরাই এই মুহূর্তে ইডির নজরে। গোটা দুর্নীতি কাণ্ডের জট খুলতে ইডির এই অভিযান।কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকরিকরা হানা দেওয়ার খবর পেয়েই নিজের দু'টি মোবাইল পাশের বাড়ির ছাদে ছুড়ে দেন ওই ব্যবসায়ী। পরে পাশের বাড়ি থেকে সেই মোবাইল দু'টি উদ্ধার করেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা।গ্তাত বছরের এপ্রিলে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসুস্থতার কথা বলে বাড়ির বাইরে বেরোতে চান জীবনকৃষ্ণ। বাড়ির পিছনের শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে পাঁচিল টপকে নিজের দু'টি মোবাইল পুকুরে ছুড়ে আসেন বিধায়ক। তাঁর এই কাণ্ডে হকচকিয়ে যান তদন্তকারীরাও। বিধায়কের মোবাইল থেকে নিয়োগ দুর্নীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া থাকতে পারে মনে করে তখনই মোবাইল দু'টি উদ্ধারে নেমে পড়ে সিবিআই। স্থানীয় কৃষকদের সহযোগিতায় সেই মোবাইল দু'টি উদ্ধারও করা হয়েছিল। মোবাইল থেকে অনেক তথ্যও তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে উঠে আসে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।গত মঙ্গলবার সকালে খানিকটা একই রকম দৃশ্য দেখা গেল কৈখালিতেও। পুকুরের জলে না ফেললেও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা ওই ব্যবসায়ীর আবাসনে প্রবেশ করার পর তিনি তাঁর ফোন দু'টি জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেন। সঙ্গে ছুড়ে দেন একটি পাঁচশো টাকার নোটও। ফোন দু'টি পাশের বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ে। তবে পরে ফোন দু'টি উদ্ধার করে ইডি।তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, কৈখালির ওই ব্যবসায়ীর দু'টি ফোনে ' দুর্নীতি' সংক্রান্ত অনেক তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে। আর সেই কারণেই তড়িঘড়ি সেগুলি লোপাটের চেষ্টা করা হয়। ফোন দু'টি বাজেয়াপ্ত করে সেই ফোনের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ইডি সূত্রে খবর।গত মঙ্গলবার সকালে থেকে ফের সক্রিয় হল ইডি। গত মঙ্গলবার সকাল ৭টা নাগাদ প্রথমে সল্টলেকের আইবি ব্লকের একটি বাড়িতে হানা দেন ইডির তদন্তকারীরা। পরে জানা যায়, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ইডি আধিকারিকেরা নিউ আলিপুর, পার্ক স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, বাগুইহাটি, কৈখালি এলাকার আরও পাঁচটি জায়গায় হানা দিয়েছেন। তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও।ন্ডসোমবার আইবি ব্লকের একটি বাড়ির দরজায় কড়া নাড়েন ইডি আধিকারিকেরা। এক মহিলা দরজা খুললে তদন্তকারীদের তরফে বিশ্বজি দাস নামের এক ব্যবসায়ীর বিষয়ে খোঁজখবর করা হয়। সেই ব্যক্তি বাড়ি নেই জেনে, ফোনেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ইডি আধিকারিকেরা। পরে ' ওয়ারেন্ট' দেখিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢোকেন ইডি আধিকারিকেরা। তল্লাশির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ।ন্ডইডি সূত্রের খবর, রেশন মামলার তদন্তে যে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছিল, সেই টাকা কোথায় এবং কী ভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে, তা জানতেই এই তল্লাশি অভিযান চলছে। বাংলায় রেশন সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করছে ইডি। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই তারা গ্রেফতার করেছে রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। জ্যোতিপ্রিয়ের সূত্র ধরেই এই মামলায় বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্করের নাম পায় ইডি। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ব্যবসায়ী তথা চাল-গমের মিল মালিক বাকিবুর রহমান এবং বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্করেরও। রেশনকাণ্ডে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা, সন্দেশখালির শাহজাহান শেখকেও খুঁজছে ইডি।

দেশের স্বার্থে পুলওয়ামা-শহীদদের সেবা ও ত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেঃপ্রধানমন্ত্রী

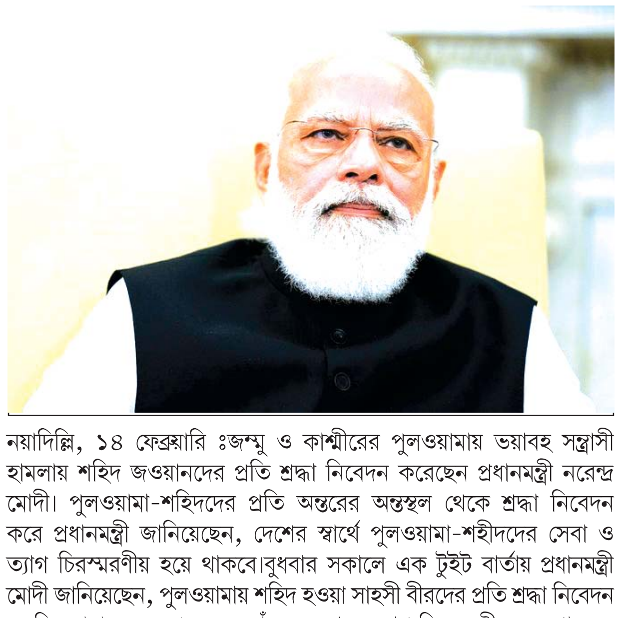

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুলওয়ামা-শহিদদের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের স্বার্থে পুলওয়ামা-শহীদদের সেবা ও ত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।বুধবার সকালে এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, পুলওয়ামায় শহিদ হওয়া সাহসী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমাদের দেশের জন্য তাঁদের সেবা ও ত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কৃষকদের মিছিলকে ঘিরে সতর্ক পুলিশ, রাজধানী দিল্লির সমস্ত সীমানায় নিরাপত্তা জোরদার

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষকদের মিছিল নিয়ে সতর্ক দিল্লি। দিল্লির সমস্ত সীমানা এলাকায় জায়গায় জায়গায় কংক্রিটের দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। বসানো হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া এবং পেরেক গাঁথা পাটাতন। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। কৃষকদের কর্মসূচির আগে দিল্লিতে এক মাসের জন্য জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। ১২ মার্চ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকবে রাজধানীতে।কৃষকদের আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে, বুধবার সকালে হরিয়ানার আম্বালায় শম্ভু সীমানায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন গাড়ি, মোটরবাইকে চেকিং চালায় পুলিশ। কৃষকদের আন্দোলন ও বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির সিংঘু সীমানায় র‍্যাফ, পুলিশ কর্মী এবং মোতাযেন করা হয়েছে। গাজীপুর সীমানায় এদিন সকালে ধীর গতিতে চলাচল করেছেন যানবাহন। হরিয়ানার ঝাজ্জরের ডিএসপি অনিল কুমার বলেছেন, এই মুহূর্তে পরিবেশ শান্ত রয়েছে। ট্রাফিক ডাইভার্ট করা হযেছে। পথচারীদের চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

'আমি ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ, তবে আপাতত মুখ বন্ধ রাখছি'!সন্দেশখালি কাণ্ডে প্রশ্ন বিচারপতি গাঙ্গুলির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে তিনি যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। এও জানালেন, আমি ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ, তবে আপাতত মুখ বন্ধ করে রেখেছি। এর আগে গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ইডির উপর হামলার ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। হাসপাতালেও গিয়েছিলেন আক্রান্ত ইডি আধিকারিকদের দেখতে।সন্দেশখালি এখন ভিন্ন এক অভিযোগে উত্তপ্ত। শাহজাহানের খোঁজ এখনও মেলেনি। তবে তাঁর শাগরেদদের বিরুদ্ধে এলাকার মহিলারা বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগ উঠেছে নারী নির্যাতনেরও। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনারই ব্যারাকপুরে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ওই প্রসঙ্গে বলেন, ' আমার জ্ঞান হওয়া থেকে এ সব শুনিনি। যা দেখলাম টিভিতে। যে সব কথা ওঁরা বলছেন- বলা হচ্ছে, রাতে ফোন করে ডাকা হত। জোর করে মিটিংয়ে নিয়ে যাওয়া হত!'' একটু থেমে বিচারপতির সংযোজন, ' রাজনৈতিক দল জোর করে মিটিং-মিছিলে নিয়ে যায়। সেটা জানা থাকলেও রাত্রিবেলা কাউকে পার্টি অফিসে যেতে বলা হচ্ছে, এটা আমার কাছে পরিচিত ঘটনা নয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি, আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ। আপাতত আমি মুখ বন্ধ করেই রেখেছি।''সন্দেশখালিতে গ্রামবাসীদের একাংশ অভিযোগ করেছে যে মহিলাদের ' চোখে দেখতেন শাহজাহানের শাগরেদ শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবুর বাহিনীর লোকেরা। জোর করে তাঁদের মিটিং-মিছিলে ডেকে নিয়ে যাওয়া হত। রাতের দিকেও বাড়িতে ডেকে পাঠানো হত। না গেলেই দেওয়া হত হুমকি। সে সব অভিযোগ নিয়ে রাজ্য জুড়ে তো বটেই, এ বার জাতীয় স্তরেও সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সন্দেশখালির মহিলাদের সঙ্গে কী কী ঘটেছে, তা গোটা দেশের জানা উচিত বলেও মন্তব্য করেন স্মৃতি।সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। গিয়েছিল রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দলও। কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, সন্দেশখালিতে তাঁরা এমন কোনও মহিলাকে পাননি যিনি শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন। তবে মহিলাদের রাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কাজ করানো হত বলে গ্রামবাসীরাই তাঁদের জানিয়েছেন বলে দাবি ছিল লীনার। অন্য দিকে, সন্দেশখালি নিয়ে ওই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ডিআইজি সিআইডি সোমা দাস মিত্রের নেতৃত্বের ১০ সদস্যের বিশেষ দল তদন্ত করছে। মহিলা নির্যাতনের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, ' কি জানত না এমন ঘটনা ঘটছে? নাকি পুলিশ প্রশাসন সব জেনেও চোখ বুজে ছিল?''

সন্দেশখালিতে 'নারী নির্যাতনের' তদন্তে পুলিশের ১০জনের টিমের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল বলে তাঁদের একাংশ সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন। এমনকী পুলিশের বিরুদ্ধেও তারা উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন। এমনকী পুলিশের প্রতি আস্থা নেই বলেও অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় মহিলারা। সন্দেশখালি নিয়ে পুলিশ যে ১০ জনের বিশেষ দল তৈরির কথা ঘোষণা করেছিল সোমবার, মঙ্গলবার সকালে সেই দলের প্রধান হিসাবে ডিআইজি সিআইডি সোমা দাস মিত্র সন্দেশখালি থানায় পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গেই থানায় ঢোকেন আরও এক ডিআইজি পদমর্যাদার আইপিএস আধিকারিক দেবস্মিতা দাসও।গত সপ্তাহে দফায় দফায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল সংেদশখালিতে। রাস্তায় নেমে আঃে দালনে শামিল হন গ্রামের মানুষ। সেই সব বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একেবারে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছিল বহু মহিলাকে। তাঁদের অভিযোগ ছিল, এলাকার কমবয়সি সুন্দরী মহিলাদের ' চোখে দেখতেন শাহজাহানের শাগরেদ শিবপ্রসাদ হাজরার বাহিনীর লোকেরা। জোর করে তাঁদের মিটিং-মিছিলে ডেকে নিয়ে যাওয়া তো বটেই, রাতের দিকেও বাড়িতে ডেকে পাঠানো হত। না গেলেই দেওয়া হত হুমকি। শ্লীলতাহানিরও অভিযোগ তুলেছিলেন মহিলাদের একাংশ। সেই সব অভিযোগ নিয়ে রাজ্য জুড়ে তো বটেই, এ বার জাতীয় স্তরেও সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সংঃ দশখালির মহিলাদের সঙ্গে কী কী ঘটেছে, তা গোটা দেশের জানা উচিত বলেও মন্তব্য করেন স্মৃতি। সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গিয়েছিল রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দলও। চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, সন্দেশখালিতে তাঁরা এমন কোনও মহিলাকে পাননি যিনি শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন। তবে মহিলাদের রাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কাজ করানো হত বলে গ্রামবাসীরাই তাঁদের জানিয়েছেন বলে দাবি ছিল লীনার।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃমদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। শুভ **বৃষভ রাশিঃ**আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় । **মিথুন রাশিঃ**স্ত্রীর ব্যাপারে অযথা নাক গলাবেন না- তাতে স্ত্রী রুষ্ট হবে। এর থেকে বরং নিজের দিকে নজর দিন। কিছু জিনিসে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে নাহলে নির্ভরশীলতা এসে যাবে। শুভ **কর্কট রাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। শুভ **সিংহরাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে **কন্যারাশিঃ**বিদেশ যাত্রা শুভ। সন্তান হতে পারে আজকের দিনে **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরাযণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে **কুম্ভ রাশিঃ**কটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিত লাভ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে। শুভদিন। **মীন রাশিঃ**অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রযেছে। এই অর্থ আপনার অনেক ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পারে। এই মূহূর্তে বাচ্চা আর পরিবার আপনার প্রধান লক্ষ্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ম্বরে সরস্বতী পুজোর আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, বেলুড়, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মিশনের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ম্বরে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হলো। চিরাচরিত রীতি মেনে বসন্ত পঞ্চমীর পুণ্য তিথিতে বেলুড় মঠেও বাগদেবীর আরাধনা করা হয়। মূল মন্দিরের পূর্ব দিকে দেবী সরস্বতীর পূজার আয়োজন করা হয়। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহারাজরা বেলুড় মঠের নিয়ম মেনেই সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেন। সকাল থেকেই সরস্বতী পুজোর বিশেষ এই দিনে বেলুড় মঠে ভক্তদের সমাগম হয়। ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে করে নিয়ে তাদের পরিবারের লোকজন হাতে খড়ি দিতেও নিয়ে এসেছিলেন। এদিন বেলুড় মঠের পাশাপাশি মঠের শিক্ষাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরেও সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়। বিদ্যামন্দির কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ বলেন, এদিন বাগদেবীর আরাধনা। এই বসন্ত পঞ্চমীতে বেলুড় মঠে অত্যন্ত সমারহে বাগদেবীর আরাধনা করা হয়ে থাকে। বেলুড় মঠের মূল মন্দিরে দেবীর আরাধনা করা হয়। এর পাশাপাশি এখানে আমাদের আরও যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট রয়েছে সেই প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাগদেবীর আরাধনা করা হচ্ছে। প্রায় ৯টির মতো পুজো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার একই সঙ্গে সব প্রতিমা নিরঞ্জন হবে। এখানে ভক্তদের জন্য পুজোর পর প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। এদিন বেলুড় মঠে আসা নিউ বালিগঞ্জের বাসিন্দা প্রতিমা পাল বলেন, প্রতি বছরই বেলুড় মঠে আসি। যাঁরা ভক্ত তাঁদের কাছে এই স্থান বৃন্দাবনের মতো।

জামতাড়া গ্যাং পাকড়াও হুগলির উত্তরপাড়ায়

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ জামতাড়া গ্যাং পাকড়াও হুগলির উত্তরপাড়ায়। পুলিশকে দেখেই একতলা থেকে লাফ মেরে পালানোর চেষ্টা এক অভিযুক্তের। তবে গ্রেফতার চারজন। গোপন সূত্রে উত্তরপাড়া থানার কানাইপুর ফাঁড়ি পুলিশের কাছে জামতাড়া গ্যাংয়ের বিষয়ে আগেই খবর ছিল। এরপর পুলিশ আধিকারিকরা বেঙ্গল শ্রীরাম হাউজিংয়ের ভিতর থেকে জামতাড়া গ্যাং-য়ের ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি ল্যাপটপ তিনটি মোবাইল ফোন, একাধিক সিম কার্ড, ডেবিট কার্ড ও কিউ আর কোড উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মাস দেড়েক ধরে হাউসিংয়ের একটি ফ্ল্যাটে থাকছিল অভিযুক্ত চার যুবক। ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা বের হতেন না তাঁরা। সারাদিন ঘরেই ল্যাপটপে মুখ গুঁজেই থাকতেন তাঁরা। তখনই তাঁদের গতিবিধিতে সন্দেহ হয় বাসিন্দাদের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বুধবার ওই ফ্ল্যাটে অভিযান চালায়। পুলিশকে দেখা মাত্রই একজন একতলা থেকে নিচে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পুলিশ তাঁকে ধরেও ফেলে। ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে বাকি তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তরা অনলাইন প্রতারণা চক্র চালাত বলে অভিযোগ।

ধৃতদের মধ্যে দুজন বিহার ও দুজন ছত্তিশগঢ়ের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বুধবার তাদের শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হবে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে শুধু উত্তরপাড়া থানা এলাকা থেকেই একাধিক অনলাইন প্রতারণার অভিযোগ হয়েছে চন্দননগর পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায়। এরপরই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। আর পুলিশের হাতে আসে চার অভিযুক্ত যুবক।

ব্রাত্য অসত্য তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, অভিযোগ সুকান্তর

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার নাট্যদলগুলির উপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'গুণকীর্তন' করা নাটক চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নাট্যকার ব্রাত্য বসু। বুধবার ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (এনএসডি)-র চিঠি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করলেন, ব্রাত্য 'অসত্য তথ্য' ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। সুকান্তবাবু বুধবার এনএসডির বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করে লিখেছেন, ''ব্রাত্য বসু যে অসত্য ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন, তা আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ক্ষুণ্ণ করবে।'' রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে সুকান্তের খোঁচা, ''আগ্রহী গোষ্ঠী ও সব গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা অনুধাবন করার জন্য ব্রাত্যকে অভিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে।''

সুকান্তবাবু যে বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করেছেন তাতে 'আগ্রহী গোষ্ঠী' শব্দবন্ধকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার ব্রাত্যবাবু সামাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, ''কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লোকসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের সবক'টি থিয়েটার দলকে এ দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহিমাবাচক ও গুণকীর্তন করা একটি ছোট নাটিকা পাঠিয়ে বলেছেন, এর অভিনয় সর্বত্র করতে হবে।'' ব্রাত্যবাবুর মতে, যার অর্থ, ''অভিনয়টি না-করলে কেন্দ্রের পাঠানো মোটা অনুদান এবং ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়া হবে।''

দিনেও রাতে রাস্তায় নজরদারি করতে ঘুরবে এবার পুলিশের মোবাইল ভ্যান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বারুইপুর পুলিশ জেলায় দিনেও রাতে রাস্তায় নজরদারি করতে ঘুরবে এবার পুলিশের মোবাইল ভ্যান। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ জেলা হিসেবে বিবেচিত হয় বারুইপুর পুলিশ জেলা। একদিকে যেমন সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, বারুইপুর থানা এলাকা রয়েছে তেমনই রয়েছে ইএম বাইপাসের সংযুক্ত এলাকা রয়েছে কুলতলি, মৈপীঠ, জয়নগরের মতন থানা। সেই সঙ্গে রয়েছে ক্যানিং ও বাসন্তীর মতোন দুর্গম এলাকাও। যাতে রাত বিরোতে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ১১২ নম্বরের ডায়াল করলে দ্রুত পুলিশের এই বিশেষ গাড়ি পৌঁছে যাবে তেমনই বাড়ানো হবে নজরদারিও। সেই সঙ্গে যেকোনো দুর্ঘটনা গ্রস্ত দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে পৌঁছে যাবে পুলিশের এই গাড়ি। এই গাড়ি গুলির সঙ্গে পুলিশ সুপারের দপ্তরে থাকা কন্ট্রোল রুমে সরাসরি ছবি ও পৌঁছে দেবে বিশেষ ভাবে তৈরী এই গাড়ি। সেই তিনটি বিশেষ মোবাইল পেট্রলিং ভ্যানের আনুষ্ঠানিক ভাবেই তার পথচলা শুরু করলেন বারুইপুর জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী।মঙ্গলবার পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনেই সবুজ পতাকা উড়িয়ে ওই তিনটি বিশেষ মোবাইল পেট্রলিং ভ্যানের আনুষ্ঠানিক শুভযাত্রার সূচনা করেন। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন

আপাতত রাত্রের তিনটি ভ্যান চলবে। এরপরে দিনের বেলায় আরও তিনটি মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান চালানোর ব্যবস্থা করা হবে।

শাড়ি-পাঞ্জাবিতেই প্রেম দিবস উদযাপন ব্যস্ত বাঙালির

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এমনিতেই সরস্বতী পুজো, তার ওপর আবার ভ্যালেন্টাইন ডে বলে কথা। শাড়ি-পাঞ্জাবিতেই এবার জমিয়ে 'প্রেম দিবস' উদযাপন করল ব্যস্ত বাঙালি। সকালে শুধু অঞ্জলি দেওয়াটাই বাকি ছিল, তারপরই শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ-তিলোত্তমা জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রেম দিবস উদযাপন। ময়দান থেকে মোহর কুঞ্জ, ইকো পার্ক থেকে প্রিন্সেপ ঘাট বুধবার সরস্বতী পুজোর দিনে শহরের আনাচকানাচে ধরা পড়ল শুধুই ভালোবাসার দৃশ্য। প্রেম করার জন্য সরস্বতী পুজোর দিনটার সঙ্গে কোনও কিছুর যেন তুলনা হয় না, আর এবার সরস্বতী পুজোর দিনই পড়েছে ভ্যালেন্টাইন ডে। তাই আনন্দ, উন্মাদনা একটু বেশিই দেখা গিয়েছে। শাড়ি পরা মেয়েদের হাতের গোলাপ, চকোলেট সেই দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছে। নতুন শাড়ি আর পাঞ্জাবি পরে প্রিয়জনের সঙ্গে হাতে হাত রেখে ঘোরাঘুরি, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া সব মিলিয়ে সরস্বতী পুজোর আলাদা মাত্রা রয়েছে তরুণ প্রজন্মের কাছে।

বাংলার বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প তুলে ধরে থিম এবার সরস্বতী পুজোয়

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প তুলে ধরে থিম এবার সরস্বতী পুজোয়। সরকারি পরিষেবা প্রদান করছেন মুখ্যমন্ত্রী দেখা যাবে মডেলে। হাওড়ায় রামরাজাতলার পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের একটি সরস্বতী পুজোর মন্ডপে এলে দেখা যাবে সেখানে মন্ডপ জুড়ে রয়েছে বাংলার বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সমাহার।

কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ঐক্যশ্রী, তফসিল বন্ধু, সবুজ সাথী, খাদ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, সুফল বাংলা, গতিধারা থেকে শুরু করে শিশুসাথী, রূপশ্রী। বাংলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে এদের এই মন্ডপে। পূজামন্ডপে এলে মডেলের মাধ্যমে দেখা যাবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সরকারি পরিষেবা প্রদান করছেন একজন বৃদ্ধাকে। শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সরস্বতী পুজোর থিমে তুলে ধরা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প। বুধবার সরস্বতী পুজোর দিন পায়রা উড়িয়ে এই পুজোর শুভ সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, ছাত্র নেতা সায়ন্তন রীত, ইমন মল্লিক প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলার আইকন হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে এদের পুজোমন্ডপে।

পুলওয়ামায় জঙ্গী হানায় নিহত ভারতীয় জওয়ান শহীদ বাবলু সাঁতরার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ২০১৯ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারী পুলওয়ামায় জঙ্গী হানায় নিহত ভারতীয় জওয়ান শহীদ বাবলু সাঁতরা প্রতিকৃতিতে ফুল ও মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে স্মরন করা হলো বাউড়িয়ায়। বুধবার শহীদ ভারতীয় জওয়ান বাবলু সাঁতরার

বাড়ীর অদুরে তার মূর্তির পাদদেশে তাকে স্মরন করা হয়। বুধবার ছিল ষষ্ঠ তম শহীদ দিবস,প্রয়াত শহীদ জওয়ান বাবলু সাঁতরার প্রতিকৃতিতে বাবলু সাঁতরার মাকে সঙ্গে নিয়ে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেনু কুমার সেন।

আইনের কোন ধারায় আমাদের কর্মীদের আটক করা হয়েছে, প্রশ্ন অমিত মালব্যর

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিক্ষোভরত বিজেপি কর্মীদের আইনের কোন ধারায় আটক করা হয়েছে, এই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি-র পল্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''বিজেপি-র বাংলার রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে টাকির একটি লজে আটকে রাখা হয়েছে। আমাদের কর্মীরা যাতে সন্দেশখালীতে যেতে না পারে তার জন্য ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আইনের কোন ধারায় আমাদের কর্মীদের আটক করা হয়েছে? পুলিশের কাছে কোনও ব্যাখ্যা নেই। সম্ভবত ভয়ভীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নির্দেশই সব। পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের ন্যায়বিচারের লড়াই চলবে। অনেকে ভীষণভাবে বিশ্বাস করছেন যে শাহজাহান পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সুরক্ষায় রয়েছেন। তার গ্রেফতার কীটের কৌটো খুলে দেবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পচা অপরাধী সাম্রাজ্যকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু সন্দেশখালির মহিলাদের ন্যায়বিচারের দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভকে ব্যাহত করতে গত রাতে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ পুরো শক্তিতে নেমেছিল। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ধরনাস্থল থেকে আটক হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ দলের অন্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এসপি অফিসের সামনে ধরনারত অবস্থায় রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ আটক করা হয়েছিল সুকান্তবাবুদের। এরপর প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে সোজা তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় বসিরহাট স্টেডিয়ামের ভিতরে। সেখানেই রাত দেড়টা পর্যন্ত তাঁদের আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশের এই আচরণে ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা-কর্মীরা আটক করার পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। থানার বদলে কেন তাঁদের বসিরহাট স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হল? সেই প্রশ্নে সরব হয়েছে গেরুয়াশিবির।

ইডির জালে বিশ্বজিৎ, রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার চতুর্থ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় এবার চতুর্থ গ্রেফতার। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বাকিবুর রহমান এবং শংকর আঢ্যর পর এবার গ্রেফতার করা হল ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাসকে। সল্টলেকের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে এফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাঁকে আজই আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ধৃত ব্যবসায়ীর ৩ ধরণের ব্যবসা রয়েছে বলে জানতে পেরেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের 'অ্যাকশন মোডে' ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি । সল্টলেক, বাগুইআটি, কৈখালি, নিউ আলিপুর-সহ কলকাতার একাধিক জায়গায় দলে দলে ভাগ হয়ে ফ্ল্যাট, বাড়ি, অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। তালিকায় ছিলেন শংকর আঢ্য ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাস। তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল থেকে তল্লাশি চলে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পরিবারের সদস্যদেরও। বাড়ির সামনে থাকা গাড়িতেও তল্লাশি চলে। ম্যারাথন তল্লাশির শেষে বুধবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিশ্বজিৎ দাসকে।আমদানি ও রপ্তানির ব্যবসা রয়েছে বিশ্বজিৎ দাসের। রেশন দুর্নীতির টাকাও তাঁর মাধ্যমেই বিদেশে পাচার হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। বিশ্বজিৎকে জেরা দুর্নীতির আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। আজই ধৃতকে তোলা হবে আদালতে।

দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়া ব্যক্তি উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ দুই দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়া এক ব্যক্তিকে দেওয়াল ভেঙে উদ্ধার করল দমকল ও পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যে বেলায় বারুইপুর পুরাতন বাজার এলাকায় একটি বাড়ি ও দোকানের দুই দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়ে এক ব্যাক্তি, স্থানীয় সূত্রে খবর ওই ব্যক্তি পেশায় অটোচালক বারুইপুর বিশালক্ষী তলার বাসিন্দা রাস্তা ভুল করে দুই দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে

পড়ে আটকে যায়, প্রায় দুঘণ্টা আটকে থাকে দুই দেওয়ালের মধ্যে, স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে, স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার কাজে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশ ও দমকলকে খবর দেয়, বারুইপুর থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী এসে পাশের দোকান ঘরের দেওয়াল ভেঙে ওই ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।বুধবার ও সেখানে ভর্তি আছে সে।

বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছে আপামর বাঙালি, স্কুল ও শিক্ষাঙ্গনেও চলল পুষ্পাঞ্জলি

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছে আপামর বাঙালি। বসন্ত পঞ্চমীতে রাজ্যজুড়ে অনন্য উত্সবের আমেজ, বসন্ত পঞ্চমী মানেই বাঙালির নিজস্ব ভালোবাসার দিন। সরস্বতী পুজোয় দুর্গাপুজোর মতো জাঁকজমক না থাকলেও, এ দিন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পুজো হয়। বাগদেবীর আরাধনা হয় স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেও। বাণী বন্দনাকে সামনে রেখে এদিন বাঙালির ভ্যালেন্টাইনস ডে-ও বটে। বুধবার সকাল থেকেই বাসন্তী শাড়ি আর পাঞ্জাবিতে সেজে উঠতে দেখা গিয়েছে তরুণ-তরুণীদের। ঘরে ঘরে চলে বাগদেবীর আরাধনা। স্কুল-কলেজে বাণী বন্দনার আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো, পুজোর আনন্দে সামিল হয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। বাড়ির পাশাপাশি স্কুল ও শিক্ষাঙ্গনেও চলে পুষ্পাঞ্জলি। এদিকে, সমস্ত দেশবাসীকে বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কথা রাখলো মেট্রো রেলওয়ে চলছে বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মেরামত কাজ এবং মেরামত করা বাড়ির হস্তান্তর

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ কথা রাখলো কলকাতা মেট্রো। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলের টানেল নির্মাণের সময় বৌবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মেরামত কাজ এবং মেরামত করা বাড়িগুলো হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়েছে।

এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদহের মধ্যে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ভূগর্ভস্থ টানেলিং কাজের সময় খারাপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং খুব পুরানো এই বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই বিপর্যয়ের পরে, নির্মাণকারী কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল) এই করিডোরের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িগুলি মেরামত এবং এই এলাকার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বর্তমানে এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার মুখে। তাই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে কেএমআরসিএল। ইতিমধ্যে ৬বি দুর্গা পিথুরী লেনের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি মেরামত করে বাসযোগ্য অবস্থায় তার মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাড়ি ফিরে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন চার সদস্যের পরিবার। বর্তমানে ১৯১এ দুর্গা পিথুরী লেন এবং ১২ মদন দত্ত লেনের দুটি বাড়ির মেরামতের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই দুটি বাড়ির প্রায় ৭০ শতাংশ মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে।

খুব শীঘ্রই এই দুটি বাড়ি তাদের মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও আশা করা হচ্ছে। আরেকটি বাড়ি ১৪, দুর্গা পিথুরী লেনের মেরামতের কাজ সবে শুরু হয়েছে। ১৯ নম্বর, দুর্গা পিথুরী লেনের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মেরামতের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ইঞ্জিনিয়াররা এই ক্ষতিগ্রস্থ ঘরগুলি মেরামত করার সময়, ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত দেয়ালগুলির জন্য হাই টেনসাইল স্টিল (এইচটিএস) স্টিচিং এবং অ্যাপোক্সি গ্রাউটিং এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় মেঝে তৈরি করছেন। এই মেরামত কাজের ফলে এসব বাড়ির আয়ু বাড়তে চলেছে।

এরই পাশাপাশি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির পুনর্নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজ শেষ হলে এই সব বাড়ির বাসিন্দারাও ফিরে আসবেন তাঁদের পুরোনো পাড়ায়।

নদীয়ায় ফের এলো পুলিশ প্রশাসনের বড় সাফল্য, বাজেয়াপ্ত প্রায় দেড় কোটি টাকার কোকেন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ নদীয়াতে আবারো বড়সড় সাফল্য পেলো পুলিশ প্রশাসন।পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় উদ্ধার হলো প্রায় বিপুল পরিমানে কোকেন।সুত্র মারফত জানা যায় উদ্ধার হওয়া কোকেনের আনুমানিক মূল্য প্রায়দের কোটি টাকার উপরে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত শান্তিপুর থানা এলাকার। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শান্তিপুর বাগআচড়া এলাকায় হানা দেয় পুলিশ, এরপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমানে কোকেন। জানা যায় ধৃত ব্যক্তির নাম গোপাল মন্ডল, বাড়ি শান্তিপুর থানা এলাকার বাগআচড়া এলাকায় । পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায় ওই ব্যক্তি এর আগেও নেশাদ্রব্য পাচারকারি কাজের সাথে যুক্ত ছিল, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কোকেন বিদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যেই এই বিপুল পরিমাণ মূল্যের কোকিন মজুত করেছিলো।

যদিও পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল, কিন্তু সুযোগের অভাবে হাতেনাতে ধরা যাচ্ছিল না ওই ব্যক্তিকে। এবার সেই সাফল্য পেল পুলিশ।

পাশাপাশি ধৃত ঐ ব্যক্তির সাথে আরো কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার দ্রুত তদন্ত করছে পুলিশ। অন্যদিকে ধৃতকে বুধবার তোলা হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে।

শিক্ষকদের সহযোগিতায় শিশুদের গণ হাতেখড়ি অনুষ্ঠান

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ফেব্রুয়ারিঃ বিদ্যার আরাধনায় সরস্বতী পূজার দিন অর্থাৎ আজ বুধবার সকালে ৬০ জন শিশুর হাতে শিক্ষকদের সহযোগিতায় হাতেখড়ি, দেওয়া হলো। এদের মধ্যে বেশির ভাগ শিশু বিভিন্ন বাড়ি থেকে পড়তে আসা। এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন কোন্নগরের মাদার মেরি পাবলিক স্কুল, কানাইপুর, বাসাই অটো স্ট্যান্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ। শ্রী পঞ্চমীর সকালেই স্নান সেরে ছোট কাপড় জামা পড়ে শিশুরা সিলেট ,বই ,পেন্সিল, নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে হাজির হয় স্কুলে, হাতে খড়ি দেওয়ার জন্য। ঠাকুরমশাইয়ের হাতে তারা মা স্বরসতীর সামনে সিলেটে অ-আ-ক-খ এ-বি-সি-ডি লিখে এই ৬০জন শিশু হাতে খড়ি নিল। এরাই একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। শিশুদের নিয়েই কোলাহল শব্দে চলছে মাকে আহবান। মাদার মেরি পাবলিক

স্কুলের প্রধান সম্পাদক অরুণ কুমার মিশ্রা জানালেন অনেক শিশুরা বাড়িতে হাতে খড়ি দিতে পারেনা, আগেই বিদ্যালয়ে পড়তে চলে আসে, তাই আমরা বিদ্যালয় এই পূজার দিনে মায়ের কাছে হাতে খড়ির ব্যবস্থা করেছি। প্রত্যেক বছরই এই ভাবেই আমরা হাতে খড়ি অনুষ্ঠান করে যাব। প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি কাঞ্চনা মিশ্রা বলেন ভীষণ ভালো লাগছে। খুব ভালো হয়েছে শিশুরাও নিজেরা খোলা মনে চেনা পরিবেশ ও আনন্দে হাতে খড়ি দিচ্ছে।কাঞ্চনা মিশ্রা বলেন অসাধারণ শিশুদের জন্য আদর্শ পরিবেশ শিশুরা আনন্দে হাতে খড়ি দিল। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাড়াও অভিভাবকগণ ও এলাকার মানুষ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৭৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ ফাল্গুন ১৪৩০

বিলাবল কি প্রধানমন্ত্রী ?

পাকিস্তানের পিপিপি নেতা বিলাবল ভুট্টো জারদারিকে পাকিস্তানের একদল সেখানকার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু পাক প্রশাসন বিশেষ করে সেনা কর্তারা এখন কট্টর ভারত বিরোধী কোনও নেতাকে পাকিস্তানের প্রধানমমন্ত্রী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খারাপ। এখন ভারত বিরোধী কোনও নেতাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে ইচ্ছা করছে না সেনারা। তারা মনে করছে যে যদি বিলাবল ভুট্টোকে প্রধানমমন্ত্রী পদে বসানো হয় তাহলে আগামী দিনে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এখন পাকিস্তান আর যুদ্ধ চাইছে না। প্রধানমমত্রী ভাব গড়তে না উঠলেও ভারতের সঙ্গে সীমান্ত ব্যবসা বজায় রাখার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে পাক প্রশাসন। সীমান্ত ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে পাকিস্তানের নাগরিকেরা না খেতে পেয়ে মারা যাবে সেই অভিজ্ঞতা তাদের একবারে টাটকা রয়েছে। সেই কারণে এখন কট্টর ভারত বিরোধী কোনও নেতাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করতে ইচ্ছুক নন সেনা কর্তারা। বিলাবল প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চান। তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতা আসিফ আলি জারদারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি। এদিকে বিলাবল একটি রাজনৈতিক চাল খেলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন যদি সরকার গঠন করতে চায় পিএমএল-এন তাহলে তারা সেই সরকারের অংশ হয়ে থাকবে না। বাইরে থেকে এই সরকারকে সমর্থন করবে। এর জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করেছেন বিলাবল ভুট্টো। পিপিপি দলের দাবি ছিল পাকিস্তান একটি তরুণ প্রধানমন্ত্রী পাক। পাকিস্তানে তরুণ প্রধানমন্ত্রী পেলে পাকিস্তান দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকবে। পাকিস্তানের উন্নতি হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন বিলাবল ভুট্টো। এখন যা পাকিস্তানের পরিস্থিতি তাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে বহু সমস্যা কাঁধে এসে উপস্থিত হবে। সবচেয়ে বড় কথা বিশাল আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে হবে নতুন সরকারকে। সেই সব আর্থিক সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ভারত বিরোধিতা করতে গিয়ে পাকিস্তান এখন বলতে গেলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছাড়া একটি দেশে পরিণত হয়েছে। চিন ছাড়া পাকিস্তানের পাশে আর কেউ নেই বলতে গেলে চলে। ভারত যেভাবে মধ্য প্রাচ্যে ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামী দিনে পাকিস্তান সেই সব ইসলামি দেশগুলির কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য নাও পেতে পারে। সেই কারণে দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক বলা যেতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতি পরিস্থিতি বলতে গেলে অগ্নিগর্ভ। যে কোনও সময় পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। ইমরান খান সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ভারতের হাত ধরতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাক সেনারা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে ভারতের সঙ্গে কোনও রকম কাছে আটু মৈত্রী করতে নারাজ। যদি সীমান্ত ব্যবসা চালু রয়েছে সেখানকার জনগণের দিকে মুখ চেয়ে। ভারত সে ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। এদিকে পিটিআই থেকে বলা হয়েছে যে নওয়াজ শরিফের মতো দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে বিলাবল ভুট্টো নিজেকে জড়াতে চাইছেন না। তিনি আড়ালে থাকার চেষ্টা করছেন। এদিকে পিটিআই বিলাবল ভট্টো পিপিপি দলের সঙ্গে আসন জোট করে সরকার গঠন করতে নারাজ। এদিকে ১২ জন নির্দল প্রার্থী নওয়াজ শরিফের দলে যোগ দিয়েছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে পিটিআই সরকার গঠন করার ব্যাপারে একেবারে হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারাও চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে কী করে সরকার গঠন করা যেতে পারে। মজলিস ওয়াহদাত-ই-মুসলিমিন ও জামাত-ই-ইসলমির সঙ্গে পিটিআই আলোচনা করা শুরু করে দিয়েছে। ইমরানকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসাই এখন দলর প্রধান লক্ষ্য বল জানতে পারা গিয়েছে।

মৎস্য প্রিয় বিলাত

বাঙালিরা মাংস খাওয়া দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করলো ইংরেজরা আসার পর থেকেই। তারা মাংস খেত এবং তাদের দেখাদেখি বাঙালিরা মাংস খাওয়া করলো। লেখক শঙ্কর বলেছেন আগে বাঙলিরা বাজার থেকে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যেত ঝুলিয়ে। সবাই যাতে দেখতে পায় ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরছে। ইলিশের মাহাত্ম্য খুবই ছিল। আজও ইলিশের সুনাম রয়েছে। পাশাপাশি চিংড়ি, মৃগেল, রুই, কাতলা, ভোলা, গলদা, বাগদা, ট্যাংরা নামও করতে হয়। বাঙালিরা মাছ ভাজা এবং মাছের ঝাল ঝোল খেতে খুবই ভালোবাসে। গরম কাল পড়লেই বাঙালিদের পাতে আমের সঙ্গে কুঁচো চিংড়ি বা মৌরলা টক খুবই প্রিয়। আমের সঙ্গে আবার শোল মাছ দিয়ে টক ঝোল ভাতের সঙ্গে খেতে বাঙলিদের জুড়ি নেই। বাঙালিরা মাছ না খেলে কি খাইনি কি খাইনি মনে করতে থাকে। মনে করতে থাকে পেটটা খালি খালি লাগছে। কিন্তু এক টুকরো মাছের সঙ্গে দুই মুঠো ভাত খেয়ে বলে ভালো খাওয়াটা হয়েছে। গিন্নির হাতে রান্নার গুণ রয়েছে এটা স্বীকার করতে হবেই। শীতকাল আসলেই কুঁচো চিড়িং বড়া করে দেওয়া হতো। সেই বড়া দিয়ে পুরো ভাতটা খাওয়া যেত। মাংস ফেলে তখন এই কুঁচো চিংড়ির বড়া এবং ঝোল থেকে খুবই ভালো লাগতো। সেই সব মাছরা এখন কোথায় হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। সিগিং মাগুর মাছ খেতে বাঙালির ছেলে মেয়েরা চাইতো না। তারা বলতো এই মাছগুলি হচ্ছে রোগীদের খাবার। তারা তো রোগী নয় যে সিংগি মাগুর মাছ খাবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

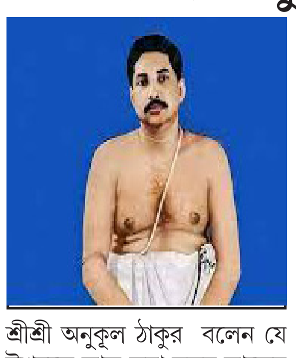

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। শক্তির সাধনা করতে হবে। জ্ঞান, ধী শক্তি, ধৈর্য্য শক্তি, মনন শক্তি সব শক্তির শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

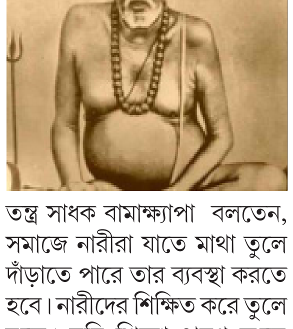

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা . নিজের শক্ত খুঁটি।

নেট দুনিয়ায় ভারতের তরুণ মেধাবি সমাজ ব্যক্তিস্বাধীনতায় স্বেচ্ছাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভার্চুয়াল ভারত গড়তে এখন বধ্যপরিকর ভারতের প্রধানমন্ত্রী। করোনা সংক্রমণ কালে ভারত যেভাবে ভার্চুয়াল জগতের ওপরে নির্ভর করে চলতে শুরু করে ছিল তাতে সনেদহ থাকল পর দেখতে পাওয়া গেল যে সেই পরীক্ষায় ভারত উত্তীর্ণ করেছে। প্রয়োজন হলে ভারত সেই পথ ধরে সারা বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভার্চুয়াল বন্ধন বেধে ফেলে দিয়েছিল দেশের শিক্ষা মন্ত্রক। তাতে দেখা গেল যে ভারত বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। করোনা সংক্রমণের প্রভাব প্রায় দুই বছর ছিল বারতে। সেই দুই বছর ভারত শুধু মাত্র ভার্চুয়াল সংযোগের ওপরে নির্ভর করে নির্ভর করে সাবা বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে ভারত এখন থেকেই বদ্ধপরিকর যে তথ্য প্রযুক্তি দুনিয়াকে আরও শক্তিশালী করে শক্তিশালী করতে হবে। ভারত চাঁদে যে চন্দ্রযান পাঠিয়েছে তা একবারে ভার্চুয়াল পদ্ধতির ওপরে নির্ভর করে। আধুনিক ভার্চুয়াল পদ্ধতি ভারত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। তার ফলে মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে সামরিক বিজ্ঞানে ভারত দ্রুত অগ্রসর হতে থাকছে। যদিও ভারতের বহু সমস্যায জর্জরিত। সেই সব সমস্যার সমাধান করতে এখন প্রযুক্তি শাস্ত্রকে ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে ভারত সরকার। তবে তথ্য প্রযুক্তির ওপরে আবার ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে। অবাধ বিদ্যুতিন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধি নিষেধ জারি করেছে। আইনী শর্ত জারি করেছে। ভার্চুয়াল জগতকে এখন কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বলতে গেলে চলছে নজরদারি। বিশেষ করে সীমান্ত রাজ্যগুলির ওপরে ভারত সরকার এই নজরদারির ব্যবস্থা করছে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থের কথা বিবেচনা করে। সরকার মনে করছে ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে এটা নয় যে যা ইচ্ছা তাই করতে থাকবো। কোনও বাধা মানবো না। সরকার থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে ভারত সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেও সখানে কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং অবাধ্য হলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বেচ্ছাচারি ব্যক্তি স্বাধীনতা সরকার কাউকে দিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারি ব্যক্তি স্বাধীনতা দেশের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। সেই কারণে সরকার এখন পরোক্ষভাবে সবার ওপরে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। এমনকী আর্থিক লেনদেনের ওপরে বেশি করে সরকার নজরদারি করছে। ভুয়ো লেনদেন দেশের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছে সরকার। বেআইনী লেনদেন বন্ধ করার ব্যাপারে সরকার আইনীপদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। । সরকার থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে সরকার দেশের নিরাপত্তার স্বার্থের কথা ভেবে যে কোনও সময়ে যে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপরে নজরদারি করতে পারে। যদি সরকার মনে করে দেশের সমস্ত স্তরের নাগরিকদের ওপরে নজরদারি করতে থাকবে প্রয়োজন হলে তাও করতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে সরকার ইজরায়েলের পেগ্যাসাস গুপ্তচর প্রযুক্তি সরকার পক্ষ থেকে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই গোয়েন্দা প্রযুক্তি দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের ওপরে নজর রাখতে শুরু করে । সরকার থেকে এ ব্যাপারটকে যেমন অস্বীকার করা হয়নি আবার সরকার এ ব্যাপারে কোনও রকমভাবে পরিস্কার করে কথাও বলেনি। বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা এ ব্যাপারে চিৎকার শুরু করলেও সরকার চুপ করে থাকে। দেশের স্বার্থে সরকার ইচ্ছা করতে কারোর ওপরে নজরদারি করতে পারে বলে পরিস্কার করে বার্তা দিতে থাকে।। তার ফলে সরকার সন্দেহজনক ভার্চয়াল অনুষ্ঠানগুলির ওপরে নজরদারি চালাতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তার সম্প্রচারণ বন্ধ করে দিতে পারে। এদিকে বিরোধীরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে অন্তরায় বলে চিৎকার করতে শুরু করে ছিল। যদি বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের ওপরে নজরকারিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে পারেনি। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মনে করে দেশের নিরাপত্তার পাশাপাশি দেশের অস্তিত্বকে রক্ষা করা গেলে প্রয়োজন হলে তারা দেশের নেট এর ওপরে নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারে। জঙ্গিরা সক্রিয়। ভারত জঙ্গি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করছে। ভারতের অধিকাংশ তরুণরা বলতে গেলে প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ। ভারততরে প্রতিরক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্মীদের আরও বেশি দক্ষতা

অর্জন ককরার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখত পাওয়া গিয়েছে যে জঙ্গিরাও প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলে ভারতে প্রযুক্তিবিদের আর বেশি করে সজাগ এবং সতর্ক হতে হবে। দক্ষতা অর্জন করতে হবে। জঙ্গি পরিচালিত প্রযুক্তিকে একেবারে অকেজো করে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে ভারতের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীদের। সেই কারণে ভারতের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা বিদেশ থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। আগে ভারতের প্রযুক্তি বিভাগের কর্মী এবং অফিসাররা বিলেত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। এখন আমেরিকা থেকে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। জানতে পারা গিয়েছে ভারতকে প্রয়োজন হলে ইজরায়েল প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি নিরাপত্তা কর্মী এবং অফিসারদের মিডিয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে প্রস্তুত। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিশ্বের নেট দুনিয়ায় ভারতের তরুণ সমাজ দক্ষতা অর্জন করেছে। আমেরিকার গোল্ডেন ভ্যালিতে বহুজাতিক নেট দুনিয়া অফিসগুলিতে ভারতীয় তরুণরা বেশ দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে কাজ করে চলেছে। তার ফলে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে ভারতের তরুণরা এখন নেট দুনিয়ায় নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত। যার ফলে ভারতকে আজকে সহজে কাবু করা একেবারে সহজ ব্যাপার নয়। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে নেট দুনিয়ার খবর, বিনোদনও এবার সরকারি নজরদারির আওতায় এসে গিয়েছে। নিউজ পোর্টালের খবর হোক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরতে থাকা খবরের টুকরো (নিউজ ফিড), তথ্যচিত্র হোক কিংবা নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো, হটস্টারের মতো স্ট্রিমিং পরিষেবা দেখতে পাওয়া সিনেমা, ওয়েব সিরিজ - যাবতীয় অনলাইন কনটেন্ট (লেখা, অডিয়ো, ভিডিয়ো,) এর ওপরের নজরের ভার তুলে নিল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। রাষ্ট্রপতির অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। নেট দুনিয়াতে যে কুরুটিকর পূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করতে দেখা যেত বা কোনও উস্কানিমূলক বার্তা দেওয়া যেত। এবারে আর দেওয়া যাবে না। কারোর ওপরে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে বহু লোকেরা নেট দুনিয়াকে ব্যবহার করতো। এবং অবলীলাক্রমে সেগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে কোনও দ্বিধাবোধ করতো না এবারে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। কারোর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা চলবে না নেট দুনিয়াতে। এটা কার্যত বিনোদন এবং খবরের সরকারি শাসন কায়েমের পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সরকার বহু দিন ধরে লক্ষ্য করতে শুরু করে দিয়েছে যে নেট দুনিয়ায় এমন সব মন্তব্য প্রকাশিত হতে শুরু করে দিয়েছে যে তা একেবারে কহতব্য নয়। ফলে তাকে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ভবিষ্যতে নেট দুনিয়ায় দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নেট দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করাটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল বলেই সরকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। সরকার এখন তথ্য ও সম্প্রচারক মন্ত্রকের ওপরে এই দায়িত্ব দিয়েছে। সরকার আবার কোনও স্বশাসিত সংস্থা গড়ে ঘুরপথে সেই কাজটি তাদের হতে তুলে দিলেও দিতে পারে। আসলে সরকার এখন থেকে নেট দুনিয়ার যেসব খবর প্রচারিত হতে থাকে তার ওপরে নজরদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু খবরের ওপরে নয়, বিনোদনের ওপরে সরকারের নজর থাকবে। গালিলাগাজ ভাষায় শব্দ ব্যবহার করে যেভাবে বিনোদন জগত পরিচালিত হতে শুরু করে দিয়েছে সেখানে থেকে দেশের নাগরিকদের মুক্তি দেওয়ার জন্য এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। সাহসী শয্যাদৃশ্য, কিংবা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কথার ছড়াছড়ি আর থাকবে কিনা বিস্তর জল্পনা চলছে তা নিয়ে। তবে বেশির ভাগ ব্যক্তির চিন্তা হচ্ছে খবর নিয়ে। খবরের ওপরে যেভাবে সরকার নজরদারির ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিনে খবর কোনও পথ ধরে সম্প্রচারিত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে সবাই। সরকারের ঘরে দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারী কতটা ফাঁস করতে পারবে খবরের পোর্টাল দুনিয়া সেটা এখন সবাইকে ভাবাচ্ছে। বড় সংবাদপত্রে ক্ষেত্রে কোনও কম ভুয়ো খবর প্রকাশিত হলে সরকার তা দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এবারে নিউজ পোর্টালের ওপরে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। নিউজ পোর্টাল যেহেতু দ্রুত সারা বিশ্বের মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে যায় সেই কারণে এই পোর্টাল দুনিয়াকে দুষণ মুক্ত করতে সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সরকারের মধ্যে যদি সত্যিকারের কোনও কেলেঙ্কারী থাকে বা দুর্নীতি থাকে তাহলে সেটা প্রচার করা যেতে পারে। তবে সেই পোর্টাল সংবাদ সত্য হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ভুয়ো হলে সেই পোর্টালকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখছে সরকার। এমনকী ভুয়ো সংবাদ প্রকাশ করার ফলে পোর্টালি কর্মীদের শাস্তি পর্যন্ত হতে পারে। ভুয়ো খবর প্রচার করে জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে বহু পোর্টাল সংবাদ দুনিয়া এমনকী দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিরোধীদের সংবাদকে এমনকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। এই সব পোর্টাল নিউজ প্রচার করা আর সম্ভব হবে না। সত্যের নিরিখে এখন সব সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ধরনের খবর পরিবেশন করা হয় তার আকার খুব সংক্ষিপ্ত থাকলে সেটা জোরালো সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হয়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে খুব অল্প সময়ে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। একন বহু জনের হাতে অতিরিক্ত সময় থাকে না। ফলে সবাই এখন হাতের মোবাইল খুলে খবরটার দিকে একবার নজর বুলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পোর্টাল দুনিয়া চটকদারি সংবাদ পরিবেশন করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সব চটকদারি পোর্টাল আর বাজারে চালু থাকবে না। তাদের ওপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। সরকার বিরোধী সংবাদ পরিবেশন করা চলবে যদি তার মধ্যে সত্যতা থাকে। অসত্য সরকারি খবর কোনও পোর্টাল প্রচার করতে পারবে না। তার জন্য কঠোর করা হয়েছে। আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকী শাস্তির বিধানও দেওয়া আছে।

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন কালে নেপালের মহিলারা নানান উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত ছিল

ভারতের সঙ্গে নেপালের রামচন্দ্রকে নিয়ে বিতর্ক থাকলেও উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন কালে নেপালের মহিলারা নানান উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মাথায় ছিল মঙ্গল কলস। হাতে ছিল সীতার জন্য বস্ত্র থেকে শুরু করে সুস্বাদু ফল ও মিষ্টান্ন। সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছিল জনকপুর থেকে পবিত্র জল। মহিলারা শোভাযাত্রা করে খালি পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়েছিল অযোধ্যার মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়। তাদের সেই সব উপঢৌকন গ্রহণ করে নিয়ে ছিল মন্দির ট্রাস্ট্রের কর্মকর্তারা। নেপালের মহিলাদের থাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছিল। ভারত সরকার থেকে নেপালের রামকে নিয়ে যে বিতর্ক দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তা নিরসন করে দিল অযোধ্যায় দ্রুত রাম মন্দির উদ্বোধন করার মধ্যে দিয়ে। যদি ওই উদ্বোধন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবুও বলা যেতে পারে রামকে কেন্দ্র করে নেপাল যে দাবি তুলতে শুরু করে দিয়েছিল তার অবসান ঘটে গেল। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন হওয়ার ফলে নেপাল আর রামকে তাদের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারছে না। রাজনৈতিক কৌশল খেলে নেপালকে একেবারে পরাস্ত করে দিল ভারত সরকার। নেপাল দাবি করতে শুরু করে ছিল যে রাম তাদের। এতে ভারতের কোনও ভাগ নেই। ভারত যেভাবে রামকে তাদের বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তা একেবারে ভ্রান্ত। রামকে নিয়ে এবারে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। তিনি পরিস্কার করে বলে ছিলেন এতদিন ধরে রামচন্দ্রকে সবাই ভারতের রাজা বলে জানতো। রামায়ণ কাব্যটি ভারতের মহাকাব্য বলে পরিচিত। কিন্তু রামচন্দ্র নেপালের রাজা ছিলেন। অযোধ্যা নেপালে অবস্থিত। বিশ্বে এখন একটি মাত্র হিন্দু রাষ্ট্র রয়েছে। সেই হিন্দু রাষ্ট্রটি হচ্ছে নেপাল। ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়। ভারত হচ্ছে এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু নেপাল গৌতম বুদ্ধের যুগ থেকে হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে আছে। আজও নেপাল বিশ্বের একটি মাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপুঞ্জে নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। নেপালে সবাই হিন্দু। এখানে কোনও মুসলিম বাসিন্দা নেই। সবাই হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখে। নেপালে সবচেয়ে বেশি হিন্দু মন্দির রয়েছে। নেপালে হিন্দু সংস্কৃতি এখনও বজায় রয়েছে। ফলে রামচন্দ্র নেপালের। নেপালের বহু বিজ্ঞাপনের ক্যাচলাইনে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে শুধু সীতায় সাধ মেটে না, কিন্তু রামের ভাগ হবে না। ''আসল অযোধ্য হচ্ছে নেপালে। রামও আদতে নেপালি' বলে হুঙ্কার দিতে শুরু করে দিয়েছিলন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। তিনি ভারতের সংস্কৃতির ওপরে ভাগ বসাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারতে বেশ কয়েকটি স্থানকে নেপালের অংশ গ্রহণ করে সেগুলোকে নেপালের মানচিত্রে নিয়ে নিয়েছে। এমনকী নেপালের পার্লামেন্টে তা অধিকাংশ ভোটে সমর্থন পাওয়াও যায়। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি। তিনি বিদেশ মন্ত্রকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এটা রসিকতার ছলে বলেননি সেটা পরিস্কার দেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, নেপাল যে অযোধ্যায় ছিল তার বহু

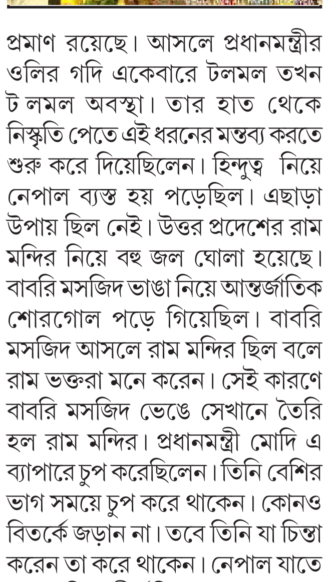

প্রমাণ রয়েছে। আসলে প্রধানমন্ত্রীর ওলির গদি একেবারে টলমল তখন টলমল অবস্থা। তার হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে এই ধরনের মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। হিন্দুত্ব নিয়ে নেপাল ব্যস্ত হয় পড়েছিল। এছাড়া উপায় ছিল নেই। উত্তর প্রদেশের রাম মন্দির নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে আন্তর্জাতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বাবরি মসজিদ আসলে রাম মন্দির ছিল বলে রাম ভক্তরা মনে করেন। সেই কারণে বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে তৈরি হল রাম মন্দির। প্রধানমন্ত্রী মোদি এ ব্যাপারে চুপ করেছিলেন। তিনি বেশির ভাগ সময়ে চুপ করে থাকেন। কোনও বিতর্কে জড়ান না। তবে তিনি যা চিন্তা করেন তা করে থাকেন। নেপাল যাতে তার দাবিকে দীর্ঘায়িত না করতে পারে তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করে ফেলল ভারত। তার ফলে নেপাল বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ হলেও তাদের করার কিছুই ছিল না। পরে তারা বাধ্য হয়ে জনকপুর থেকে সীতার উদ্দেশ্যে কাপড় এবং উপহার সামগ্রী পাঠায়। বিজেপি পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী আর তাঁকে মদত দিতে শুরু করে চিন এবং পাকিস্তান। চিন এবং পাকিস্তান যৌথভাবে ভারতকে বহুবার অস্থির করে তোলার চেষ্টা করছে। ভারত যাতে আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সেনা অভিযান না করতে পারে তার চষ্টাও করে চলেছে। লাদাখে চিনা সেনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে যাদের কৌশল ছিল তারা সম্ভব পাকিস্তানের আইএসআই। আইএসআই চুপ করে বসে নেই। তারা এখনও পর্যন্ত ভারত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। ভারতের আর্থিক এবং প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে তার দিকে বরাবরই নজর রাখতে শুরু করে। বহুবার পাকিস্তানের আইএসআই মুম্বই শেয়ার বাজারের ওপরে হামলা করেছে। শেয়ার বাজারে ধস নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। দাউদ ইব্রাহিমকে মদত দিয়েছে। কিন্তু এত কিছু করেও ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া যায়নি। এবারে বিজেপি দল সেই সুযোগটা তুলে দিল। বিজেপি ক্ষমতায় এসে ঘরে মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিতে শুরু করলো। তার ফলে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এস সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

অতীত কলকাতার সাক্ষী ঃ জেলেপাড়া, মুচিপাড়া

প্রাচীন কলকাতার বহু গলি রয়েছে যে সব গলির সঙ্গে অতীত কলকাতার নাম জড়িত। যেমন জেলিয়া পাড়া লেন, মুচি পাড়া, নাপিত বাগান, ট্যাংরা, নতুন বাজার, বাগবাজার, শ্যামবাজার, হাতিবাগান, নারকেলডাঙ্গা ইত্যাদি। এখনও কলকাতা. জেলিয়াপাড়া লেনে জেলেরা বসবাস করে। তাদের বৈঠকখানায় মাছের ব্যবসা রয়েছে। নাপিত বাগানে বেশ কয়েকটি পরিবার নাপিত রয়েছে। মুচি পাড়াতে এখনও কয়েকজন মুচি রয়েছে। এই সব পাড়াগুলি কলকাতার অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কলকাতায় ছাতাওয়ালা গলি নামে একটি লেন রয়েছে। এই গলির এই রকম নাম হওয়ার পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ছাতাওয়ালা কলকাতায় বর্ষাকালে এসে দিনের বেলায় রাস্তা ঘুরে ঘুরে লোকেদের ছাতা সারাতো এবং সন্ধ্যার সময়ে এখানে বসবাস করতো। এখনও বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় ছাতাওয়ালা আসে। তবে আগের মতো বেশি সংখ্যায় নয়। ছাতাওয়ালার গলি নামটা এখনও রয়েছে। এখানে রয়েছে একটি চিনা মন্দির। এই মন্দিরটির নাম হচ্ছে সি ইপ চার্চ। মন্দিরের অবস্থা দোতলায়। এক তলায় রয়েছে চিনাদের আলাপ আলোচনা করার স্থান। দোতলার গর্ভগৃহে রয়েছেন দেবী কুন-ইয়াম।

'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' - সত্য বটে

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করতে বাংলার কবিরা এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করলেও পরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বাংলা ভাষাতে কাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রথমেই যার নাম স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন মহর্ষি মহাকবি বাল্মীকি। তিনি ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যটি জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও রামায়ণ নিয়ে চর্চা হয়, গবেষণা হয়ে থাকে। তারপরে যার নামটি এসে উপস্থিত হয় তিনি হলেন কবি ব্যাসদেব। তিনি 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। ব্যাসদেবের 'মহাভারত' জগত বিখ্যাত হয়েছে । এখনও তাঁর মহাকাব্য নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হয়ে থাকে। বাগ দেবীর বহু বরপুত্র রয়েছেন। সবার কথা আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কয়েকজন বাগ দেবীর বরপুত্রের কথা উল্লেখ করবো এখানে। এবারে যার নাম এসে পড়ে তিনি হলেন কালিদাস। তিনি স্বয়ং সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে গল্প কথা প্রচলিত রয়েছে। তিনি 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারপরে বাংলার কবি জয়দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি রাজসভার কবি ছিলেন। কালিদাসও রাজসভার কবি ছিলেন। কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে সংস্কৃতি সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের নামও করতে হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন বাংলায়। শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভক্তি গীতিকে বাংলায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তারপরে নাম করতে হয় বিদ্যাপতি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ।তিনি রাজসভার কবি ছিলেন। যদিও তিনি চৈতন্য যুগের আগের কবি। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন। তারপরে নাম করতে হয় কবি চণ্ডীদাসের। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু কৃষ্ণ রাধা প্রেম কাহিনী নিয়ে বহু পদাবলী পাওয়া যায়। এরপরে নাম করতে হয় রামপ্রসাদ সেনের। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলার সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করেন। তারপরে নাম করতে হয় ভারতচন্দ্রের। তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। মঙ্গল কাব্যের রচয়িতারাও বাগ দেবীর বরপুত্র ছিলেন। মঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনসা মঙ্গল কারে্যব রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্তের নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। মনসা মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং শিবায়ন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। কবি কেতকিদাস ক্ষেনন্দও বিখ্যাত মনসা মঙ্গল কাব্যের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। আধুনিক যুগে রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দীনবন্ধু মিত্র, রাজশেখর বসু, শরৎ চন্দ্র চট্টাপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলি স হ বাংলার বিখ্যাত কথা সাহিত্যিকরা সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁদের দৌলতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল। সাংস্কৃতিক জগতে বাংলাকে আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর সহ আরও অনেকে। সঙ্গীতের বরপুত্র ছিলেন রামপ্রসাদ সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কানা কেষ্ট, রাই চাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন সহ আরও বহু বাগ দেবীর বর পুত্রগণ রয়েছেন। বাংলায় সরস্বতী পুজো এসে উপস্থিত হলেও এঁদের কথা প্রথমেই মনে পড়তে শুরু করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিদ্যাসাগরকে একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব। বাংলার নবজাগরণের যুগে বাংলায় বহু বাগ দেবীর বরপুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই বিশ্বকে বহু কিছু দিয়ে গিয়েছেন যা দিয়ে মানব সভ্যতা বিকাশ লাভ করতে সক্ষম

‘সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই আছে’, বললেন বারাসতের ডিআইজি

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এলাকায়। প্রথম দফায় গোটা ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। পরে হাইকোর্টের নির্দেশের সেটা তুলে নেওয়া হলেও বুধবার ফের নতুন করে ১৯টি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সেই আবহেই পুলিশ বলছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই আছে। বুধবার যখন টাকিতে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, অন্যদিকে তখন বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি সুমিত কুমার দাবি করেছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের উচ্চপদস্থ এই কর্তা বলেন, ‘‘অনেকদিন ধরেই সন্দেশখালির পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। নিয়ন্ত্রণেই আছে। পরিস্থিতি আরও একটু ভাল হোক, এটাই চাইছে রাজ্য সরকার ও পুলিশ। সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা

হয়েছে।’’ তবে কোনও ঝামেলা হলেই যে আসরে নামবে পুলিশ, তেমনটাই দাবি করেছেন ওই পদস্থ কর্তা। সুমিত কুমার বলেন, ‘‘সবাইকে অনুরোধ, ভাল থাকুন, কোনও ঝামেলায় জড়াবেন না। যাঁরা ঝামেলা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’’ এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বসিরহাটে যে বিক্ষোভ হয়েছে, সে কথা উল্লেখ করেন পুলিশ আধিকারিক। তিনি বলেন, ‘‘বসিরহাটে ঝামেলা হয়েছিল, তার জন্য অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না আবারও সতর্ক করছি।’’

ভাতারের নতুনগ্রামে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস, আহত বহু

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা সেচ্‌খালের কালভার্টে ধাক্কা মেরে নয়ানযুলিতে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই বাস। মঙ্গলবার অধিক রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার নতুনগ্রামের কাছে। বর্ধমান থেকে বহরমপুর যাবার পথে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানতে পারা গেছে বাসটিতে প্রায় ৫০জনের কাছাকাছি যাত্রী ছিলো। দুর্ঘটনায় বাসের প্রায় ২৪জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা সহ আরো তিনজনের আঘাত গুরুতর বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। আহতদের প্রথমে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক তাদের বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দুর্ঘটনার পরই ভাতার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভাতার, বর্ধমান, মঙ্গলকোট থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়।

নন্দীগ্রাম কলেজে সরস্বতী পুজো ঘিরে ধুন্ধুমার, এবিভিপি-টিএমসিপি-র মধ্যে তুমুল ঝামেলা

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ সরস্বতী পুজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ সামনে এসেছিল। সম্মুখসমরে নামতে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে গেরুয়া শিবিরের ছাত্র সংগঠনের তরফে। টিএমসিপি কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে এবং এবিভিপি কলেজের গেটের সামনে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, তাঁদের পুজো

দেখা গিয়েছিল দুই শীর্ষস্থানীয় নেতাকে। এরইমধ্যে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বিধানসভা এলাকা নন্দীগ্রামে সরস্বতী পুজো ঘিরে রণক্ষেত্র। নন্দীগ্রাম কলেজে সরস্বতী পুজো ঘিরে তুমুল ঝামেলা এবিভিপি ও টিএমসিপির মধ্যে। উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজে এবছর দু’টি পুজো হচ্ছে। একটি পুজোর আয়োজন করা হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে, আরও একটি মণ্ডপের সামনে দলীয় পতাকা লাগানো ছিল। কিন্তু, সেই পতাকা খুলে দিয়েছে টিএমসিপির লোকজন। তবে এবিভিপির অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। টিএমসিপি-র পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে এবিভিপির ছেলেরা ইচ্ছে করে সরস্বতী পুজোয় ঝামেলা করার চেষ্টা করছে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। শুরু হয়ে যায় তুমুল ধস্তাধস্তি। তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। খবর পেতেই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নন্দীগ্রাম থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

‘চাইলে বিধানসভায় ভাঙচুর করতে পারি, কিন্তু..’, শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১ ফেব্রুয়ারিঃ অসুস্থ সুকান্ত। ভর্তি হাসপাতালে। আর এদিকে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, বিভিন্ন মহল থেকে সাধারণ মানুষ দাবি তুলছে বনধ ডাকা হোক। তবে আপাতত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে, সে পথে না হাঁটলেও শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন, আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়বে। সঙ্গে এই জানিয়ে রাখলেন, বিজেপির যা শক্তি রয়েছে, তাতে বিধানসভায় ভাঙচুর চালানোর ক্ষমতা থাকলেও, সেই মানসিকতা নেই বিজেপির। বুধবার টাকিতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কলকাতায় এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে। টাকিতে যেভাবে সুকান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার জন্য

পুলিশের উপীড়নকেই দায়ী করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শুভেন্দু বললেন, ‘‘শুধু বিজেপির কর্মী সমর্থকরা নন, বহু সাধারণ মানুষ বলছেন, বনধ ডাকুন। আমরা সাধারণ মানুষের এই দাবিকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু বিজেপি দায়িত্বশীল পার্টি।’’ এরপর বিরোধী দলনেতার আরও সংযোজন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কথায় কথায় অবরোধ আমরা করি না। আমরাও বিক্ষোভ দেখাই, কালো ব্যাজ পরি, মিছিল করি, প্রতিবাদ জানাই, অল্প সময়ের জন্য কোথাও কোথাও পথ অবরোধও হয়ত হয়ে যায় তার জেরে। কিন্তু আমরা কখনোই সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করতে চাই না।’’ একুশের বিধানসভা ভোটে রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে গেরুয়া শিবির। তারপর থেকে প্রায় তিন বছর হতে চলল। শুভেন্দুর দাবি, ‘‘এই সময়কালে (বিগত প্রায় তিন বছরে) আমাদের সঙ্গে যা যা করা হয়েছে, তাতে আমরাও চাইলে বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে ভাঙচুর করতে পারি বা পারতাম। সে ক্ষমতা, শক্তি রয়েছে আমাদের। কিন্তু আমাদের সেই মানসিকতা নেই। কারণ আমরা বিজেপি করি। বিজেপি বাস ভাঙো, গাড়ি জ্বালাও, সরকারি সম্পত্তি ভাঙুচর করো, এসব কাজ করে না।’’

‘তুমি আমায় ভুল বুঝো না’, স্ত্রীর কাটা মুন্ডু নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াল যুবক

দুরন্ত বার্তা, পটাশপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ এক হাতে কাটারি। অন্য হাতে স্ত্রীর কাটা মুন্ডু। গোটা দেহে কোথাও লেগে চাপ চাপ রক্ত, কোথাও আবার রক্তের ছিটে। চোখে যেন জ্বলছে। রণংহেদি মূর্তিতে এই অবস্থাতেই গোটা গ্রামে ঘুরলেন যুবক। মুখে একটাই কথা, ‘‘তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।’’ যা দেখে রীতিমতো ভিড়মি খাওয়ার জোগাড় গোটা গ্রামের। দৃশ্য দেখে কারও কারও তো অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। তড়িঘড়ি ফোন গেল পুলিশের কাছে। পুলিশ এসেও সহজে বাগে আনতে পারল না ওই যুবককে। তখনও কাটারি হাতে ফুঁসছে সে। দেশ-কাল-রাজনীতি নিয়ে চলছে লম্বা চওড়া ভাষণ। তখন পাশের বেঞ্চে রাখা কাটা মুন্ডুটা। এদিন চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে। ঘটনার খবরে তুমুল শোরগোল এলাকায়। খবর চাউর হতেই আশপাশের এলাকা থেকেও বহু মানুষ ওই যুবকের কাণ্ডকারখানা দেখতে ছুটে আসেন। তবে হাতে কাটারি, রক্তে ভাসা যুবকের তপ্ত মূর্তি দেখে কেউ এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাননি। শেষে পটাশপুর থানার পুলিশ গিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করা হয় কাটা মুন্ডু। ধৃত ব্যক্তির নাম গৌতম গুছাইত। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পটাশপুর ১ নম্বর ব্লকের চিস্তিপুর গ্রামে। সূত্রের খবর, গৌতমের স্ত্রীর সঙ্গে কোনও এক যুবকের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই খবর কানে যেতেই বাড়িতে তুমুল অশান্তি শুরু করে গৌতম। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন এদিন সকাল থেকেও বাড়িতে ব্যাপক অশান্তি হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অশান্তির মধ্যেই স্ত্রীকে মারধর করতে শুরু করে গৌতম। লোহার রড দিয়ে সজোরে আঘাত করলে অজ্ঞান হয়ে যায় স্ত্রী। তখনই তাঁর মাথা থেকে ধড় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আলাদা করে দেয় গৌতম। ঘটনার ভয়াবহতায় শিউরে উঠছে গোটা এলাকা। কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না।

e-Tender Notice

Shialdanga GP under Jagatballavpur Block Howrah **E-tender vide NIT No. : SGP/Nlet/1054/2024 (02 NOS).** Last Date of Bid Submission : **22.02.2024 up to 4.00 P.M.** and opening date **27.02.2024** for more information **https:// wbetender.gov.in**

টেলিকম গিয়ার-এর পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-৪১-এলএমজি-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১২-০২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও স্থান ঃ** এক বছর সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনের চাপরমুখ জংশন-ফরকাটিং জংশন, চাপরমুখ জংশন-সেনচোয়া জংশন-শিলঘাট টাউন ও সেনচোয়া জংশন-মৈরাবাড়ি সেকশনে টেলিকম গিয়ার-এর পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৭,৪৯,১৭৬.৮৫ টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩৫,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৫-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৫-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর, প্রশাসনিক বৈঠক সিউড়ি, বোলপুরে বাউল বিতানে রাত্রিবাসের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর সতেরো ও আঠারো ফেব্রুয়ারি। প্রশাসনিক বৈঠক সিউড়ি, বোলপুরে বাউল বিতানে সম্ভাবনা রাত্রিবাসের। মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন বীরভূম সফরকে কেন্দ্র করে গোটা জেলায় তৎপরতা শুরু হয়েছে। মুখিয়ে আজে বাউল বিতান। বল্লভপুরের জঙ্গলে আমার কুটিরে নির্মিত বাউল বিতান। জেলায় এলে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণত তাঁর এই প্রিয় জায়গাতে ওঠেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূম জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১০ একর জায়গার উপর প্রায় ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠছে এই পর্যটন কেন্দ্র। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে শান্তিনিকেতনের কৃষ্টি ও

সংস্কৃতিকে। তৈরি হয়েছে ৩২টি কটেজ। এছাড়াও থাকছে ক্যাফেটেরিয়া, ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, বাউল আখড়া, মুক্তমঞ্চ। সাধারণত এখানে বীরভূমের বিভিন্ন এলাকার বাউল শিল্পীদের নিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি হারিয়ে যেতে বসা নানা ধরনের লোকশিল্পকেও তুলে ধরা হয়।

Office of the Prodhan
Kumbhira Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda.
Vill.: Noornagar, P.O.: Sabdalpur, P.S. : Baishnabnagar, Dist : Malda
NOTICE INVITING e-TENDER No.: 04(e)/KUM/GP/2024

For and on behalf of the Pradhan, Kumbhira Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the 17 (Seventeen) nos. different works.Period of downloading bidding documents from the e-procurement portal from 15th February, 2024 at 10.00 Hrs.Dead-line for receiving of Bids online on 22th February, 2024 at 14.00 Hrs. Bid Opening Date(Technical) 24th February, 2024 at 14.05 Hrs.For more details information visit office of the undersigned or may visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Kumbhira Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda

NIT NO-MGP/28/E-TENDER/NIT08/2023-24.Dated-11-02-2024.E-Tender ID-2024_ZPHD_665682_1-SINKING OF NEW TUBEWELL NEAR THE HOUSE OF PRITU MAJHI AT SANSAD II. UNDER MOUSHUNI GP(15th CFC TIED). E-Tender ID:- 2024_ZPHD 665682_2 –For INSTALLATION OF SOLAR HIGH MUST LIGHT AT BAGDANGA. UNDER MOUSHUNI GP(15th CFC UNTIED). Last date of Submission of Tender on 22/02/2024 up to 2.00PM at GP Office. Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
South 24 Parganas

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড - লিকুইডেশনে

নিলামের পাবলিক নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেডের মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ এবং আইটেমগুলি - লিকুইডেশনে (জিএনসিএল), নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে ‘ই-নিলামের মাধ্যমে’ বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয় কোন ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	**শনিবার, ১৬ মার্চ, ২০২৪, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত।** প্রতিটি নিলামের ৫ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে নিলাম শেষ হওয়ার আগে একটি বিড করা হয়।
২	সম্পদ / আইটেম বিক্রির জন্য	**ব্লক এঃ** ১,৬৮,০০৩.০০ বর্গ মিটার জমি (এতে কাঠামো সহ) প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৪ থেকে ৫৯৮, কেআইএডিবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বেলুর, ধারওয়াড়-৫৮০০১১, কর্ণাটক। **ব্লক বিঃ** তালিকাবিহীন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে প্রসেস মেমোরেন্ডাম দেখুন)
৩	সংরক্ষিত মূল্য	**ব্লক এঃ** টাকা ৫০,৭৯,০০,০০০/- (পঞ্চাশ কোটি উনানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) **ব্লক বিঃ** টাকা ২,৬৪,৪১,৭৫৩/- (দুই কোটি চৌষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত তিপান্ন টাকা মাত্র)
৪	বায়না টাকা জমা	**ব্লক এঃ** টাকা ৫,০০,০০,০০০/- (মাত্র পাঁচ কোটি টাকা) **ব্লক বিঃ** টাকা ২৬,০০,০০০/- (মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা)
৫	অংশগ্রহণ করছে নিলাম	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে হোস্ট করা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেমনটি হতে পারে) মেনে চলতে হবে।
৬	যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার জন্য শেষ তারিখ	শনিবার, মার্চ ০২, ২০২৪
৭	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	মঙ্গলবার, মার্চ ০৫, ২০২৪
৮	ইএমডি জমা দেওয়ার জন্য শেষ তারিখ	সন্ধ্যে ০৭:০০টা বুধবার, ১৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরিতদের সাথে লিখিত আকারে liquidator.gncl@gmail.com / liquidator.gncl@decoderesolvency.com-এ যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সুমিত বিনানী লিকুইডেটর
sumit_binani@hotmail.com
IBBI Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

তারিখঃ ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306, Kolkata-700069Tel:033-30288506,E-mail: investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

(₹. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
Total income from Operations(net)	2.33	2.47	2.43	7.02	6.35	8.21
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.30)	0.31	0.15	(1.26)	(1.50)	(3.41)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.30)	0.23	0.11	(1.26)	(1.50)	(1.57)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.30)	0.23	0.11	(1.26)	(1.50)	(1.57)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.30)	0.23	0.11	(1.26)	(1.50)	(1.57)
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Reserves excluding Revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year	-			-		-
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
Basic	(0.540)	0.097	0.046	(0.523)	(0.625)	(0.654)
Diluted	(0.540)	0.097	0.046	(0.523)	(0.625)	(0.654)

Note: (a)The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023(UFR) filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (b) The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th February, 2024. UFR have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Suraj Ratan Bagree
Director
DIN: 02515173

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2024

R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED
Regd. Off: Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata- 700091, Ph.: 46022790 Email ID: info@rkwire.com website: www.rkwire.com
CIN: L17233WB1983PLC036948

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(₹. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2023 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
Total Income from Continuing Operations	1,765.54	1,849.04	2,513.06	6,049.54	6,639.14	7,719.48
Profit [+]/Loss[-] from Operations before Exceptional items and Tax	18.73	293.35	211.57	490.50	455.60	492.31
Profit [+]/Loss[-] from Operations before tax from continuing operations	18.73	293.35	211.57	490.50	455.60	492.27
Profit [+]/Loss[-] for the period from continuing operations	13.63	225.64	171.29	372.78	355.37	363.94
Total Comprehensive income	13.63	225.64	171.29	372.78	355.37	363.94
Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/-)	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98
Other Equity	-	-	-	-	-	-
Earning Per Share of Rs 10/- each (not annualised)						
from continuing and discontinuing operations Basic (Rs)	1.82	30.09	22.64	49.72	47.40	48.54
Diluted(Rs)	1.82	30.09	22.64	49.72	47.40	48.54

Notes:
1. The above financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter “approved by the Board of Directors at their meeting held on February 13, 2024. This Financial results has been prepared in accordance with Indian “Accounting Standard (“Ind AS”) notified under section 133 of the Companies Act 2013 (“the Act”) read with Companies (Indian Accounting Standards) “Rules 2015 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in Single segment viz. Manufacturing of Wire and Wire Products.
3. Previous period’s figures have been regrouped/ rearrangement wherever necessary.

By the order of the Board of Director
For R.K.WIRE PRODUCTS LTD
Sd/-
Binod Kumar Bagaria
(Managing Director)
DIN : 00484802

Place : Kolkata
Dated : 13.02.2024

কোলামা কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি৩৫৭১৯
রেজি. অফিসঃ সিএ-২২৬, সিএ ব্লক সেক্টর ১, কলকাতা-৭০০০৬৪
ইমেলঃ colamacommercial@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.colamacommercial.in

স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য (টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ অনিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৯.৫০	২৮.০০	৯.৬২
২.	ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ / (লোকসান) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	২.৩৮	১০.১৫	৫.৯৯
৩.	ট্যাক্সের আগে ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	২.৩৮	১০.১৫	৫.৯৯
৪.	নিট মুনাফা / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	২.৩৮	১০.১৫	৫.৯৯
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (লোকসান) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (ট্যাক্সের পরে)]	২.৩৮	১০.১৫	৫.৯৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)			
	মৌলিক	০.৯৬	৪.১০	২.৪২
	মিশ্রিত	০.৯৬	৪.১০	২.৪২

বিঃদ্রঃ- ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.colamacommercial.in এর

পরিচালন বোর্ডের পক্ষে
স্বাঃ/-
(রাজেশ প্রজাপতি)
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
ডিআইএন০৮২৫১৪৫২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০২.২০২৪

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED
Regd. Off:3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363 ; EMAIL : info@kaushalinvest.com WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.12.2023 Unaudited	Quarter ended 30.09.2023 Unaudited	Quarter ended 31.12.2022 Unaudited	9 Months ended 31.12.2023 Unaudited	9 Months ended 31.12.2022 Unaudited	Year ended 31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations	0.45	0.59	0.75	2.64	2.64	6.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-2.14	-3.14	-1.65	-9.41	-6.31	-3.81
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-2.14	-3.14	-1.65	-9.41	-6.31	-3.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-2.14	-3.14	-1.65	-9.41	-6.31	-3.81
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-2.14	-3.14	-1.65	-9.41	-6.31	1.00
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.07	-0.10	-0.05	-0.30	-0.20	-0.12

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Months ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on February 14, 2024.

For and on behalf of the Board
FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2024

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED
CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd.Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. off.: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata-700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, **WEBSITE:** www.scintilla.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year ended	Quarter ended			Nine Months ended		Year Ended
		31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited	31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations	16.91	14.83	13.51	47.41	38.90	53.6	12.33	19.41	13.51	47.41	38.89	54.14
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.32	9.93	7.37	14.26	14.03	3.43	6.28	14.23	7.37	14.26	14.52	0.34
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.32	9.93	7.37	14.26	14.03	3.43	6.28	14.23	7.37	14.26	14.52	0.34
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.72	7.43	5.72	10.67	10.50	2.70	3.68	11.73	5.72	10.67	10.98	-0.74
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.72	7.43	5.72	10.67	10.50	2.70	3.68	11.73	5.72	10.67	10.98	-0.74
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):												
	Basic & Diluted	0.08	0.07	0.06	0.11	0.10	0.03	0.04	0.12	0.06	0.11	0.11	-0.01

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th February, 2024.

For SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED
SD/-
JITENDRA KUMAR GOYAL
Managing Director
DIN : 00468744

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2024

ভ্রমণ

ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্রিয় মানুষকে নিয়ে দেশ ছাড়িয়ে চলুন বিদেশে

ভালোবাসা প্রতিদিনই উদ্‌যাপনের বিষয়। তবে একটা দিনকে একটু বিশেষভাবে শুধু ভালোবাসার মানুষের জন্য পালন করার ব্যাপারটাও মন্দ নয়। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে দুনিয়ার প্রায় সবখানে থাকে ভালোবাসা দিবসের আমেজ। তাই ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে! ভালোবাসা দিবসে এবার সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে ভালো একটা সময় কিন্তু বের করা যাবে। আবার ফেব্রুয়ারির শেষেও লম্বা একটা সাপ্তাহিক ছুটি আমরা চাইলে বের করে নিতেই পারি। এই লম্বা ছুটি সামনে রেখে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দেশের বাইরে একটা ভ্রমণের পরিকল্পনা করে ফেলতে পারেন। সঙ্গে যেহেতু থাকবে ভালোবাসার মানুষ, তাই ঘুরতে যাওয়ার জায়গাগুলো রোমান্টিক। আমাদের দেশে যেমন ভ্রমণের অজস্র জায়গা রয়েছে। তেমন আমাদের দেশ ছাড়িয়ে ও ভালো জায়গা রয়েছে। দেশের বাইরে কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়, সেটাই জানা যাক আজ।

আমাদের দেশঃ

আর যদি চান কম সময়ের মধ্যে কাছাকাছি কোথাও যেতে, তাহলে পাশের দেশ ভারত তো আছেই। ভারত ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে অনেক রকম অভিজ্ঞতাই নিতে পারবেন। আর 'পৃথিবীর স্বর্গ' হিসেবে খ্যাত কাশ্মীরে যাওয়ার জন্যও এই মাস ভালো সময়। এ সময় কাশ্মীরে গেলে এশিয়ার সবচেয়ে বড় টিউলিপ বাগানের দেখা পেতে পারেন। এত বড় ছুটি কিন্তু খুব কমই মেলে। এই ছুটিতে দেশের বাইরে ঘুরে আসতে পারেন অনায়াসে। তাহলে আর কী! ভালোবাসা দিবস সামনে রেখে শুরু করে দিন পরিকল্পনা, আর ঘুরে আসুন আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে পছন্দের কোনো গন্তব্য থেকে।

থাইল্যান্ড ঃ

ভ্রমণের জন্য আরেকটি রোমান্টিক দেশ হতে পারে থাইল্যান্ড। দেশটি ঘুরে ঘুরে উপভোগ করা বেশি আকর্ষণীয় হলেও দুজন মিলে একাকী সময় কাটানোর জন্য কিছু অ্যাকটিভিটি নিজেরাই খুঁজে নিতে পারেন। হতে পারে ফুকেটে সৈকতের পাশে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ডিনার, নিজস্ব বোট নিয়ে চলে যেতে পারেন কাছাকাছি কোনো দ্বীপে, দুজন মিলে একটা স্পা পারলারে চলে গেলেও মন্দ হয় না। কো সামুইয়ের দিকে গেলে একসঙ্গে করতে পারেন স্নরকেলিং, কায়াকিংয়ের মতো অ্যাকটিভিটি। আবার চাইলেই ক্রুজে বসে উপভোগ করতে পারেন চোখধাঁধানো সূর্যাস্ত। এ ছাড়া ক্রাবি, কোহ ফি ফি, হুয়া হিনএসবও হতে পারে দারুণ গন্তব্য।

তুরস্ক ঃ

তুরস্ক দেশটা সুন্দর নিঃসন্দেহে, অসাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনেরও সুযোগ পাবেন দেশটিতে গেলে। কাপাডোকিয়ায় দেখার মতো একটা অ্যাকটিভিটি হলো হট এয়ার বেলুন রাইড। আকাশে ভেসে ভেসে নিচের দুনিয়াটা দেখা সত্যিই একটি জাদুকরি অভিজ্ঞতা। ইস্তাম্বুলে গেলে উপভোগ করতে পারেন বসফরাস সানসেট ক্রুজ। একটা রোমান্টিক ক্রুজ নিয়ে সূর্যাস্তের উদ্দেশে গিয়ে দেখতে পারেন আইকনিক স্কাইলাইন। চাইলে ঐতিহাসিক গন্তব্যগুলোর মধ্যে আয়া সোফিয়া, ব্লু মস্কএসব স্থাপনাও ঘুরে দেখতে পারেন। বোদ্রুম ক্যাসলে গিয়ে দুজনের জন্য একটা প্রাইভেট ডিনারও হতে পারে দারুণ পরিকল্পনা। মোটকথা প্রিয়জনের সঙ্গে একেবারে অন্য রকম কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তুরস্ক এখন খুবই জনপ্রিয়। তুরস্কের ফ্লাইটসংক্রান্ত কোনো তথ্য জানতে চাইলে গোযায়ানে পেয়ে যাবেন।

দিল্লিতে আরও ৩৫০টি ই-বাসের সূচনা

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ রাজধানী দিল্লিতে সূচনা হল আরও ৩৫০টি ই-বাসের। বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা এই ৩৫০টি ই-বাসের সূচনা করেন। এই ৩৫০টি ইলেকট্রিক বাসের সূচনার পর দিল্লিতে মোট ই-বাসের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৫০।

উপ-রাজ্যপাল সাক্সেনা বলেছেন, দিল্লিতে দূষণ রুখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই পদক্ষেপ। ভবিষ্যতেও এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যার নিরিখে দিল্লি দেশের মধ্যে প্রথম ও বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় নম্বরে রয়েছে। দিল্লিতে মোট বৈদ্যুতিক বাসের সংখ্যা ১,৬৫০।

মুন্ডা আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার, ফের বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। একইসঙ্গে কৃষকদের ইউনিয়নের কাছে তাঁর আহ্বান, আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। বুধবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বলেছেন, আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি, সমস্ত দিক বিচার করে আমাদের আলোচনা করতে হবে। কৃষক ইউনিয়নের কাছে আমি অনুরোধ করছি, আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা আরও বলেছেন, আমি আগেই বলেছি, যে কৃষক ইউনিয়নের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

মেগা ইভেন্ট জ্ঞানের দেবীর আরাধনায়, উৎসবমুখর ও প্রাণবন্ত কালনা শহর

কল্যাণ দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার বাগদেবীর আরাধনা অর্থাৎ সরস্বতী পুজো। পুজো ঘিরে সারা বাংলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনাও সরস্বতী পুজোয় মাতোয়ারা । এই ছর কালনা শহর ও শহরতলি মিলিয়ে ২০০-রও বেশি সরস্বতী পুজো হচ্ছে বলে জানা গেছে, তার মধ্যে থিম ভাবনার বড় বাজেটের পুজোও রয়েছে। সেইসব পুজো দেখতে আগামী কটা দিন লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড় উপচে পড়বে কালনার সরস্বতী পুজোর মণ্ডপগুলিতে। সেই ভিড়কে সামাল দিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখাটাও এখন পুলিশ প্রশাসনের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জের। তাই পুজোর মণ্ডপ গুলি ও তার আশেপাশে সাদা পোশাকের পুলিশ রাখার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা মঙ্গলবার নাগাদই সেরে ফেলে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। সরস্বতী পুজো মানেই কালনায় মেগা ইভেন্ট, আর সেই ইভেন্টেই থিমের জোয়ারে রীতিমতো ভাসছে কালনাবাসি। মঙ্গলবার রাতেই কিছু পুজো কমিটির উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে, বুধবারও হবে কিছু পূজার উদ্বোধন। আগামী চার দিন ধরে চলবে জমজমাট পুজো। এই বছরের অন্যতম পুজো কমিটিগুলির মধ্যে কালনা পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় আয়োজিত ত্রিধারা পূজো কমিটির পুজা। এই বছর তারা থিমের ভাবনায় ফুটিয়ে তুলেছে রাজস্থানের জৈন মন্দির। অপরদিকে কালনার আমলা পুকুর বারোয়ারি কমিটির পূজোয় তাদের থিমের ভাবনায় ফুটে উঠেছে আলপনা, একটি রাজবাড়ীর উপর আলপনা দেখানো হয়েছে মন্ডপজুড়ে।পাশাপাশি কালনা তালবোনা এলাকার সপ্তর্ষি সংঘের পুজোয় থিমের ভাবনায় ফুটে উঠেছে ডিসনিল্যান্ড, যা ছোট শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি কালনার সবুজ সমিতির পুজো মণ্ডপের থিম আবার পুতুল নাচ। পুরো প্যান্ডেল জুড়েই রয়েছে বিভিন্ন মাপের বৈচিত্র্যময় অসংখ্য পুতুল। রংবেরংয়ের পুতুলগুলি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মানুষের মুখের আদলে। পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, একসময় পুতুল নাচ খুব জনপ্রিয় ছিল, বর্তমানে পুতুল নাচ যেন অস্তিত্ব হারাতে বসেছে, এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই বাংলার পুতুল নাচের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই পুতুল নাচকে পুজোর মণ্ডপের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে। এছাড়াও ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১৫০ পুজো কমিটি তাঁদের বিভিন্ন থিম এবং সাবেকি প্রতিমা নিয়ে তাদের মন্ডপ সাজিয়ে তুলেছেন। তবে বৃষ্টির ভ্রুকুটি থাকায় একটু চিন্তিত প্রতিটি পুজো কমিটি। জ্ঞানের দেবীর আরাধনার পাশাপাশি সকলের সাফল্য কামনায় উৎসবমুখর ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সর্বত্র, শিক্ষার্থীরা সহ সকলে মেতে ওঠেন দেবী বন্দনায়,আর সবমিলিয়ে বলাই যায় সরস্বতী পূজা উপলক্ষে জমজমাট কালনা।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে উদ্ধার দেড় কোটি টাকার ফেন্সিডাইল

বাজারিছড়া (অসম), ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ এবার কোনও পণ্যসামগ্রীর আড়াল কিংবা ছোট গাড়ির গোপন চেম্বার নয়, পাথরের চিপস বোঝাই ১৬ চাকার লরি থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেন্সিডাইল উদ্ধার হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্ত চুড়াইবাড়িতে। তবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে নেশাদ্রব্য পাচারে ব্যবহৃত লরির চালক ও খালাসি। চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, আজ বুধবার সরস্বতী পুজোর দিন সকালে এএস ২৮ এসি ০৫৩০ নম্বরের একটি পাথরের চিপস বোঝাই ১৬ চাকার লরি চেকগেটে আসে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে লরিতে তালাশি চালান তাঁরা। লরিতে বোঝাই পাথর সরিয়ে সে সবের নীচে সারিবদ্ধভাবে মজুত ১৭৪টি কফ সিরাপের কার্টুন উদ্ধার করেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা।

নাম পরিবর্তন

আমি, Ajit Bisas (পুরাতন নাম) পিতা Nani Biswas, ঠিকানা-174, Pipli Para, Bagan-gram, Bongaon, Dist- North 24 Pgs, Pin-743251, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.02.2024 এর Af-fidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ajit Biswas (নতুন নাম)নামে পরিচিত হলাম। Ajit Biswas (নতুন নাম) এবং Ajit Bisas (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

বঙ্কিম চন্দ্রের আবক্ষ মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা

পূর্ব মেদিনীপুর, এগরা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ সরস্বতীপূজার দিনই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত নেগুয়া আনন্দমঠ ক্লাবের উদ্যোগে এবং বঙ্কিম স্মৃতিরক্ষা ও জনকল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা১ ব্লকের নেগুয়া সুন্দরনারায়ণ হাইস্কুলের সামনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষলম্বিত মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল। বুধবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেগুয়াতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। পাশাপাশি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার নেগুয়া মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি নেগুয়াতেই কপালকুণ্ডলা উপন্যাস লিখেছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত এই আনন্দমঠ ক্লাব। সেইসঙ্গে এদিন সাহিত্য বাসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠলো স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি এদিন মঞ্চে গান গেয়ে মেতে ওঠেন খোদ নেগুয়া পুলিশ ফাঁড়ির আইসি গোবিন্দ প্রসাদ মাইতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভার সভাপতি তথা নেগুয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র দে, পানিপারুল হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অর্ধেন্দু দাস, নেগুয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তুলসি দাস সাহু, সমাজকর্মী বিমল শীট, স্থানীয় এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দেবব্রত ঘোড়াই, আয়োজক সংস্থার সভাপতি নিত্যানন্দ বেরা, সম্পাদক ইন্দ্রনিল দাস, সহ-সভাপতি সুদীপ্ত জানা, সহ-সম্পাদক পার্থ সাহু, নীলেন্দু সাহু -সহ বিশিষ্টজনেরা।

রতনপুর গ্রামের বাগদেবীর আট দিনের সাবেকি আরাধনা টেক্কা দেয় শহরের বিগ বাজেটের থিমে পুজোকে

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়াঃ শীতকাল হলো জড়তারকাল মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথি থেকেই শীতের জড়তা কেটে যেতে থাকে। ঋতুতে লাগে প্রথম বসন্তের ছোঁয়া সরস্বতীর আবির্ভাবে সকল জড়তা মুক্তি, মনেরও, ঋতুরও। ঋতুর এই বিশেষ উৎসবের জন্য বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন বাঁকুড়া জেলার রতনপুর গ্রামের বাসিন্দারা। এখানকার সরস্বতী পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানান রীতি। যুগ যুগ বছর ধরে পালন হয়ে আসছে সেসব আচার। এই গ্রামের প্রতিমাতে রয়েছে বিশেষ বৈচিত্র্য, গ্রামে সরস্বতী শ্বেত-শুভ্রবসনা। এখানে দেবী একা আবির্ভূত হন না মর্ত্যে। একচালা প্রতিমার পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক এবং ভগবতীর সঙ্গে এক আসনে অধিষ্ঠিত দেবীমূর্তি। উৎসবসব মুখর হয়ে ওঠে গোটা গ্রাম। অঞ্জলি দেওয়া, ঠাকুর দেখা, ভোগ খাওয়ায় শামিল হন গ্রামের বাসিন্দারা। এক বছরের অপেক্ষার পর রীতিনীতি ও ভক্তি নিষ্ঠা যোগে আট দিন মেতে ওঠেন এই গ্রাম। গ্রামে শারদিয়া উৎসব কিছুটা ফিকে, নিষিদ্ধ দেবী দুর্গার মুর্তি পুজো। তাই শারদ উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে গ্রামের দুই পাড়ার প্রাচীন সরস্বতী পুজো গ্রামের মুল উৎসব। আর তাকে ঘিরেই দুর্গাপুজার স্বাদ গ্রহন করেন গ্রামের আট থেকে আশি। সরস্বতী পুজোর দিন থেকে মেলায় মাতেন গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ। আর সেই আনন্দ ভাগ করে নেন প্রতিবেশী গ্রাম থেকে আগত আত্মীয় পরিজনরাও। ছোটদের পাশাপাশি নাটক, অর্কেস্ট্রা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, মেতে উঠে বড়রাও। গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের বছরভর অপেক্ষা এই বড় পুজোর দিকেই। তবে এই প্রাচীন বাগ দেবীর আরাধনার মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে কিছু ইতিহাস।কথিত আছে, এই গ্রামে দেবী অম্বিকার সিংহবাহিনী চতুর্ভূজা মুর্তি পুজিত হন বলে দুর্গা প্রতিমার পুজো নিষিদ্ধ। ফলে দুর্গাপূজায় মাঠের মধ্যে দেবী অম্বিকাকেই দুর্গা রূপে আরাধনা করা হয়। দুর্গাপুজোর আনন্দ তাই দেবী সরস্বতীর আরাধনায় পুষিয়ে নিতেই গ্রামের পূর্বপুরুষেরা এই ৮ দিনের দেবীর পুজোর প্রচলন করেন। গ্রামের দাস ও বিশ্বাস এই দুই পাড়ায় চলে আট দিনের বাগ দেবীর আরাধনা। দুই পাড়াতেই দেবী সরস্বতী একা আসেন না। সাথে থাকেন ভগবতী অর্থাৎ দেবী দুর্গা এবং লক্ষ্মী, গনেশ ও কার্তিক। এক চালার দুর্গা প্রতিমার আদলে দুই মেলাতেই দেবী সরস্বতীর বিগ্রহ তৈরী করা হয়। তবে প্রতিমায় এখানকার বিশেষত্ব হল দুই মন্ডপেই দেবী সরস্বতী থাকেন মাঝখানে। দুই পুজো কমিটির কর্মকর্তা প্রণব বিশ্বাস ও তির্থবাসী দাস জানান আমাদের এই পুজোগুলি প্রায় তিনশো বছরেরও অধিক সময় ধরে এই পুজো চলে আসছে গ্রামের বিশ্বাস ও দাস পাড়ায়। আট দিনের এই সরস্বতী পূজো উপলক্ষ্যে চলে মেলা ও যাত্রাপালা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশ্বাস পাড়ায় রয়েছে দেবীকে কাঁঠাল ভোগ নিবেদনের অভিনব প্রথা। বিশালাকার কাঁঠাল মাথায় করে ঢাক বাজিয়ে চলে গ্রাম পরিক্রমা। এরপর দ্বাদশীর দিন এ কাঁঠাল ভেঙে নিবেদন করা হয় দেবীকে। অন্যদিকে, দাসপাড়ায় পুজোর বিশেষত্ব হল দ্বাদশীর দিন অন্ন বিতরণ। দেবীর অন্নভোগ গ্রননের জন্য এদিন প্রচুর মানুষের সমাগম হয় দাসপাড়ায়। দুই পাড়াতেই সন্ধারতি বেশ জমজমাট হয়।এদিকে এই দুই পাড়ার বিসর্জন পর্বও বেশ আড়ম্বরের সাথে হয়। ২৪ প্রহর অখন্ড হরিনাম সংকীর্তনে হরিবাসরে যেমন কুঞ্জ সাজানোর পর কুঞ্জ ভঙ্গ করে ধুলোট হয় এখানেও সমাপ্তি হয় ধুলোট দিয়ে। সমগ্র গ্রামের মানুষ আবীর খেলায় মেতে উঠে দেবীর ধুলাট ও বিসর্জন পর্ব সমাপ্ত করেন। দেবী সরস্বতীকে ঘিরেই রয়েছে আবেগ আনন্দ এবং উন্মাদনা। কর্মসূত্রে সারা বছর বাইরে থাকেন যারা সরস্বতী পূজার ছুটি নিয়ে সকলেই বাড়ি ফিরে আসেন প্রতিটি বাড়ি সেজে উঠে নতুন রঙের গন্ধে। সাথে গ্রাম জুড়ে ম-ম করে নাড়ু, মোয়া, মুড়কি গুড়পিঠের গন্ধে। এই গ্রামের সাবেকিয়ানার পুজোর স্বাদ ব্যাস্ততম শহরের বিগ বাজেরটের পুজোকেও টেক্কা দেবে বলে দাবী পুজো উদ্যোক্তাদের।

শেওড়াফুলিতে সত্যজিৎ রায় ভবন ভগ্নাদশায় পরিণত, ক্ষোভে স্থানীয়রা

মলয় সুর, হুগলি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে কিছুটা পথ এগোলেই জিটি রোডের ধারেই এই কিংবদন্তি অস্কার প্রাপ্ত পরিচালকের নামাঙ্কিত সত্যজিৎ রায় ভবনটি অবস্থিত। এই ভবনটি বৈদ্যবাটি পুরসভা পরিচালিত। গোটা ভবনটি পুরসভার খাস জমিতে তৈরি হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাম আমলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভবনটি উদ্বোধন করেন। সেই সময় বৈদ্যবাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রভাস ঘোষ। তখন থেকেই পথ চলা শুরু। কিন্তু বেশ কয়েক বছর যাবত হল হলটির অবস্থা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে যায়। একেবারে তিনতলায় অনুষ্ঠান হয় । হলটির উপরের সিলিং ভেঙে ঝুলছে । পাখাগুলি একেবারে খুলে পড়েছে। দেওয়ালের বেশ কিছু জায়গা ভেঙে খসে খসে পড়ছে। চেয়ারের অবস্থাও একই রকম হয়ে রয়েছে। বর্তমানে হলটির নিজস্ব সাউন্ড সিস্টেম নেই। যে সংস্থা অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং করবে তাদের সাউন্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে ৫৫০ টি আসন রয়েছে। কিন্তু হল টির নিচে বেশ কয়েকটি দোকান পৌরসভার লিজ বা ভাড়ায় চলছে। ফলটিতে অনুষ্ঠান চলাকালীন আচঙ্কা যে কোন মুহূর্তে উপরের সিলিং ভেঙে পড়ে বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই কারণে ফলটির ভাড়া মাত্র ৭০০ টাকা রয়েছে।

পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও নেই। আশেপাশের ক্লাব বা কোন সংস্থা অনুষ্ঠান করার আগে ভীষণ টেনশনের মধ্যে থাকে। মূল মঞ্চটি বাঁশের তাপ্পি দিয়ে রেখে চলছে। তবে বৈদ্যবাটির পৌরসভার কাউন্সিলর প্রবীর পাল জানালেন ইতিমধ্যেই পুরো ভবনটি নতুনভাবে সংস্কারের জন্য কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছিল। তাছাড়া তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে জানানো হয়। আধুনিকতার ছাপ রেখে সংস্কারের কাজ করার জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তবে এই কাজের পরিকল্পনা লোকসভা ভোটের পর ঠিকাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরো হলটি শীততাপ ও নিয়ন্ত্রিত হবে। আর ২৫০ টি বসার চেয়ারগুলি আধুনিকভাবে হবে। নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে ঝাঁ চকচকে মডেলে দেখা যাবে।

আরও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর কোরিয়া বেশ কয়েকটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। আজ বুধবার পূর্ব উপকূল থেকে এসব ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে বলে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী দাবি করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী বিবৃতিতে জানায়, স্থানীয় সময় আজ সকাল ৯টায় বেশ কয়েকটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করা হয়েছে। ওয়ানস্যান শহরের উত্তর-পূর্বে পানিতে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো পাওয়া যায়। দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ গোয়েন্দা সংস্থা বিষয়টি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করছে।উত্তর কোরিয়ার কার্যকলাপ আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়া চলতি সপ্তাহের শুরুতে জানিয়েছিল, তারা বিভিন্ন ধরনের রকেটের পরীক্ষা চালিয়েছে। উত্তর কোরিয়া অস্ত্র পরীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। পানির নিচে পারমাণবিক অস্ত্র এবং কঠিনজ্বালানির হাইপারসনিক দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণসহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ মনে করেন, এসব অস্ত্র ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। রাশিয়ায় পাঠানোর আগে এগুলোর পরীক্ষা চালাচ্ছে উত্তর কোরিয়া। সাম্প্রতিক সময় উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক বেশ জোরালো হয়েছে। কিম জংউন গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন। সে সময় প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কিমের নতুন স্যাটেলাইট প্রকল্পে রাশিয়া প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে।

Name Change

I SHIVA KUMAR JODHANI, S/O SUGAN CHAND AGARWALA, R/O 24-A, SHAKE-SPEARE SARANI, FLAT NO 33, PS SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA - 700017, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS SHIV KUMAR JODHANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2024, THAT SHIVA KUMAR JODHANI AND SHIV KUMAR JODHANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I POOJA JODHANI, D/O SHIV KUMAR JODHANI, W/O ABHISHEK KHEMKA, R/O 35 & 36, N.S. ROY ROAD, PO SAHA PUR, PS NEW ALIPORE KOLKATA -700038, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS POOJA KHEMKA, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2024, THAT POOJA JODHANI AND POOJA KHEMKA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DULU DUTTA CHOUDHURY, W/O SIVA PRASAD CHOUDHURY, R/O ASHIRBAD HOUSE NO N/12/12/4, SREENAGAR,PO-PANCHASAYAR,PS-SONARPUR, BARUIPUR, SOUTH24PARGANAS-700094, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DULU RANI CHOUDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2024, THAT DULU DUTTA CHOUD-HURY AND DULU RANI CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KUMARI ANCHAL, WIFE OF ARITRA MITRA, R/O 116, MICHAEL NAGAR MAIN ROAD, MICHAEL NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700133, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS ANCHAL MITRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2024, THAT AN-CHAL MITRA AND KUMARI ANCHAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDEN-TICAL PERSON

Name Change

I MANSOOR HOSSAIN, S/O LATE MAKBUL HUSSAIN, R/O 12B, SIR SYED AHMED ROAD, ENTALLY, PO ENTALLY, PS ENTALLY, DIST KOLKATA, PIN-700014, WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANSOOR HUSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BE-FORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2024, THAT MAN-SOOR HOSSAIN AND MANSOOR HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAZHAR HOSSAIN, S/O MANSOOR HUSSAIN, R/O 12B, SIR SYED AHMED ROAD, ENTALLY, PO EN-TALLY, PS ENTALLY, DIST KOLKATA, PIN-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAZHAR HUSSAIN, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2024, THAT MAZHAR HOSSAIN AND MAZHAR HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MONALISA MUKHERJEE, W/O S BHAT-TACHARYA, R/O 133, SECTOR -B, CANAL SOUTH ROAD, METROPOLITAN HOUSING SOCIETY, DHAPA, S.O. SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700105, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONALISA BHAT-TACHARYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/02/2024, THAT MON-ALISA BHATTACHARYA AND MONALISA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I Sanchita Hazra Hudait and Sanchita Hazra,W/o Apurba Kumar Hudait, Re-siding at 28/1, A. A. Pai Road, Indrapuri, Belgharia,Kolkata,West Bengal - 700056 have changed my name and shall henceforth be known as SAN-CHITA HUDAIT as declared before the Notary Public Barrackpore court, 24 Pgs (N), W.B. vide affidavit no 25 Dated 09/02/2024. Sanchita Hazra Hudait and Sanchita Hazra and Sanchita Hudait all are same and identical person.

Name Change

I FATEMA KHATUN & FATEMA MALATIA, W/O SUKUR ALI TARAFDER, D/O ANSAR MALITIYA, R/O VILL-& PO BAGDAH, PS BAGDAH, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-743232, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATEMA MALITIYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. EXECUTIVE MAGIS-TRATE AT BONGAON COURT ON 05/02/2024, THAT FATEMA MALITIYA AND FATEMA KHATUN & FATEMA MALATIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nilkamal Mandal (old name) S/O Manahar Mondal, residing at Vill-Nimtala, Maslandapur, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743289, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nilka-mal Mondal (new name) vide an affi-davit sworn before Notary public at Kolkata on 13/02/2024. Nilkamal Mondal (new name) and Nilkamal Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Parwez (old name) S/O Md Hasan, Presently residing at H-1/1A, Shyam Lal Lane, P.O. & P.S.-Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Parvez (new name) vide an affidavit sworn before No-tary public at Kolkata on 12/02/2024. Md Parvez (new name) and Md Parwez (old name) both are same identical person.

Name Change

I BANERJEE MITHU DEBASISH, W/O DE-BASISH BANERJEE, R/O BRAHMIN-PARA, OLD KOLKATA ROAD, TULAGUDAM, PATULIA, KHARDAH (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700119, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MITHU BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2024, THAT MITHU BANERJEE AND BANERJEE MITHU DEBASISH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BANERJEE DEBASISH NRIPEN-DRANATH, S/O NRIPENDRA NATH BANDYOPADHYAY, R/O BRAHMINPARA, OLD KOLKATA ROAD, TULAGUDAM, PAT-ULIA KHARDAH (M), NORTH 24 PAR-GANAS, PIN-700119, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DE-BASISH BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2024, THAT BANERJEE DEBASISH NRIPENDRANATH AND DEBASISH BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PALLABI DEBASISH BANERJEE, D/O DEBASISH BANERJEE, R/O BRAHMIN-PARA, OLD KOLKATA ROAD, TULAGU-DAM, PATULIA, KHARDAH (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700119, WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALLABI BANERJEE, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2024, THAT PALLABI BANERJEE AND PAL-LABI DEBASISH BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER-SON

Name Change

I,MAHUA MUKHERJEE, WIFE OF SWARUP MUKHOPADHYAY, RESIDING AT 6A BL-2,AFFINIA UNIMARK RIV-IERA,20/22B G.T ROAD, HOOGHLY - 712232,WEST BENGAL.SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS MAHUA MUKHOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT SERAMPORE COURT ON 12/02/2024.THAT I,MAHUA MUKHERJEE AND MAHUA MUKHOPADHYAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I GAZI MOHAMMAD OBAIDULLAH, S/O MOBARAK ALI GAZI, R/O KABI NAZRUL SARANI, NEAR 1000 FIT TUBEWELL, WARD NO 17, VTC BARUIPUR, PO BARUIPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS G M OBAIDULLAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2024, THAT G M OBAIDULLAH AND GAZI MOHAMMAD OBAIDULLAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) ABU BAKKAR S/o- HAJRAT ALI, Residing at Vill- Kambhira, Post- Sab-dalpur, Ps - Bishnabnagar, Dist- Malda, Pin-732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name fromABUBAKKAR To ABU BAKKAR SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name)ABUBAKKARSEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn be-fore the notary at Berhampore Murshidabad 02/02/2024, ABUBAKKARSEKH and-ABUBAKKAR both are Same and one identical person.

অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ

কলকাতা , ১৪ ফেব্রুয়ারী ঃ অমৃত ভারত প্রকল্প-এর অধীনে বর্ধমান রেল স্টেশনের ব্যাপক রূপান্তরের প্রথম পর্যায় সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনটি যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও আধুনিকতার একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এই উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড কেবল স্টেশনের পরিকাঠামোকেই উন্নত করেনি, সেইসঙ্গে যাত্রী-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্র হিসাবে এর মর্যাদাকে আরও সুদৃঢ় করবে।প্রথম পর্যায়ে ১৭.৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগে উন্নয়নের সফল বাস্তবায়নের ফলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২৪ অর্থায়নের ফলে ৪৫ নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে স্টেশনের পরিকাঠামোয় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ, প্ল্যাটফর্ম পুনঃনির্মাণ এবং যাত্রী চলাচলের এলাকা উন্নয়ন। এই পদক্ষেপের ফলে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন একটি আধুনিক পরিবহন কেন্দ্র হিসেবে আরও সফলভাবে গড়ে উঠেছে।অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, পশ্চিমবঙ্গে রেল পরিকাঠামো উকর্ষের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ নতুন স্টেশন ভবন, প্ল্যাটফর্মগুলির ব্যাপক পুনর্নির্মাণ, যাত্রী চলাচল এলাকার উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলি, যেমন ওয়েটিং হল, টিকিট কাউন্টার এবং শৌচাগারের উন্নয়ন করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের এবং সম্মুখভাগের আলোকসজ্জা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, উচ্চমানের টেকসই আসবাবপত্র সরবরাহ, আকর্ষণীয় রাস্তার আলোর খুঁটি স্থাপন এবং মান নির্দেশিত সাইনেজ বাস্তবায়নের জন্য যাত্রীদের আরাম ও সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। এই উন্নয়নের পাশাপাশি, ১২ মিটার চওড়া একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ যাত্রী চলাচলকে আরও সহজ করে তুলেছে এবং সঙ্গে স্টেশনের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক চিহ্নিত করেছে। রূপান্তরের এই পর্যায়টি 'অমৃত ভারত প্রকল্প' এর মূলনীতির প্রতিমূর্তি, যা আধুনিক সুবিধা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশের সঙ্গে সুসংহত মেলবন্ধনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং নাগরিকদের জন্য বিশ্বমানের সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে। এটি নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ও জাতীয় সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র বলেছেন, বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের প্রথম ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে যা যাত্রীদের জন্য পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ ও আমাদের অঙ্গীকারের জ্বলন্ত সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। পরবর্তী ধাপগুলিতে স্টেশনের সুযোগ-সুবিধা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চারাতলায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত শিশু সন্তানসহ বাবা মায়ের

এজাজ আহম্মেদ, বহরমপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ডাম্ফারের ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত ৫ বিছরের শিশুসহ বাবা মায়ের। বহরমপুর কান্দি রাজ্য সড়কে চারাতলায় মোড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজন মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ালো চারাতলা এলাকায়। বহরমপুর কান্দি চারাতলায় ডাম্ফারের ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত ৮ বিছরের শিশুসহ বাবা মায়ের। একই পরিবারের তিনজন মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ালো চারাতলা এলাকায়।এই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে প।লো এলাকার মানুষ। বহরমপুর কান্দি রাজ্য স।ক পথ অবরোধ করে লাগাতার বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন বুধবার দুপুর নাগাদ একটি ডাম্ফার লরি বহরমপুর থেকে কাঃদির দিকে দূরন্ত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে সামনে থাকা একটি স্কুটি গা।তিতে সজোরে ধাক্কা মারে। স্কুটিতে থাকা তিনজনই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কান্দি ও বহরমপুর রাজ্য সড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ঘন্টা খানেক বিক্ষোভ চলার পর বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে ।জানা গিয়েছে বড়এঞা অন্তর্গত গোপী নাথ পুর গ্রামের বাসিন্দা মোঃ হাসানুর রহমান তার স্ত্রী স্নেহেরুনেসা বিবি ওরফে সীমা খাতুন এবং ৮ বছরের বাচ্চা রাহাত শেখ নিয়ে স্কুটি মটর বাইকে করে বহরমপুর থেকে কান্দি বড়এঞার দিকে যাচ্ছিল বহরমপুরের চারাতলা মোড়ে একটি ডাম্ফার গাড়ি পিছুন দিক থেকে স্কুটিতে ধাক্কা মেরে পিষে দেয়। ঘটনা

স্থলে বাচ্চা সহ পরিবাবের ৩ জনেই মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃতরা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তিন ব্যক্তির নাম মহম্মদ হাসানুর রহমান (২৯), স্নেহানুরনেশা ইসলাম (২৬) এবং তাঁদের ছেলে রাহাত রহমান (৫)। এলাকার মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে ঘাতক লরিটিকে আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করে। এলাকার মানুষের অভিযোগ রাস্তার পাশে বে-আইনিভাবে বালির জমায়েত করে রাস্তা ব্লক করা হচ্ছে অন্যদিকে বহরমপুর থেকে জীবন্তি পর্যন্ত যানচলার জন্য কোনো রকম স্পিড লিমিট না থাকায় দুরন্ত গতিতে গাড়ি ছুটে চলায় মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান- ঘাতক ডাম্পারটি কোনও নম্বর প্লেট ছিল না এবং সেটি বেপরোয়া গতিতে কান্দির দিকে যাচ্ছিল। স্কুটি চালক ঠিক পথে চললেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারটি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। এলাকাবাসীর অভিযোগ ওই পথ দিয়ে নিয়মিত বেআইনিভাবে মাটি এবং বালি ভর্তি ওভারলোডের ডাম্পার যাতায়াত করে। পুলিশ সব কিছু দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ওভারলোডেড গাড়ির কারণে এলাকাতে একাধিকবার পথ দুর্ঘটনা ঘটলেও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও সেখানে কোনও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এই দুর্ঘটনার পর এলাকাতে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন এবং রাস্তাতে স্পিড ব্রেকার বসানোর দাবিতে এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে এসে আশ্বাস এবং ব্যারিকেট দেওয়ার পর পথ অবরোধ বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

দুটি দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘটের ডাক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ আগামীকাল উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় নর্থ বেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মূলত দুটি দাবির ভিত্তিতে এই ধর্মঘট। আগামীকাল উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার সমস্ত পেট্রোল পাম্প বন্ধ থাকবে। দাবি গুলির মধ্যে অন্যতম হলো বিগত দিনে নির্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বাহিনী এই রাজ্যে এসেছিল। প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি টাকা মত টাকার তেল ব্যবহার করেছিল তারা। বকেয়া টাকা এখনো পাননি, ডিলাররা। সেই বকেয়া টাকা দাবি সহ দুই দফা দাবির ভিত্তিতে আগামীকাল পেট্রোল পাম্প ধর্মঘট বলে জানান সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো পুরাতন মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ উড়িষ্যায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো পুরাতন মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। গত সোমবার মৃত্যু হওয়ার পর বুধবার সকালে মৃত শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ পুরাতন মালদার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকেরা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছেলের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধ বাবা, মা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আনজারুল হক (২০)। তার বাড়ি পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাতুলি গ্রামে । একমাস আগে উড়িষ্যার রাউরকেল্লায় কাজ করতে গিয়েছিলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিক । গত সোমবার বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর সময় ভারী একটি পোল মাথায় পড়ে আঘাত পান। সেই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। এর পরই বুধবার সকালে কফিনবন্দি মৃতদেহ ফিরে আসে গ্রামের বাড়িতে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, অসহায় বৃদ্ধ দম্পতির একমাত্র ছেলে ছিল আনজারুল হক। তার মৃত্যুর পর ওই পরিবারটি একেবারে শূন্য হয়ে পড়েছে। তাদের রোজগারের কোন উৎস নেই। ফলে এই অবস্থায় প্রশাসন ওই বৃদ্ধ দম্পতির পরিবারকে সহযোগিতা করুক, এটাই গ্রামবাসীরা দাবি করেছেন। এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই মৃত পরিযায়ী পরিবারকে রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গান গেয়ে পুলওয়ামার শহিদদের শ্রদ্ধা একদল যুবকযুবতীর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পেরিয়েছে চার বছর। এখনও টাটকা পুলওয়ামার ক্ষত। ২০১৯ সালের এই দিনটিতেই আতঙ্কবাদীদের হামলায় শহিদ হয়েছিলেন ৪০ জন জওয়ান। কেঁপে উঠেছিল দেশের মাটি । সেই দিনের গভীর ক্ষত আজও দেশবাসী মনে বয়ে নিয়ে বেরাচ্ছে । যেখানে সারা বিশ্ব আজ ভ্যালেন্টাইনস ডে ও সরস্বতী পুজো উদযাপনে ব্যস্ত, সেখানে শিলিগু।তে দেখা গেল অন্যছবি। বুধবার সকালে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে পুলওয়ামায় শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন পা়ুয়া থেকে যুবকরা। এদিন সকালে বাঘাযতীন পার্কে শিলিগুড়ি বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ও গিভ লাইফ সোসাইটি তরফে শ্রদ্ধা জানানো হয় শহিদদের। শুধু তাই নয়, দেশত্মবোধক গান গেয়ে পড়ুয়ারা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পালন করা হয় নীরবতা। এছাড়াও মোমবাতি জ্বালিয়ে, হাতে কালো ব্যান্ড পরে উপস্থিত বৃদ্ধ এবং কচিকাঁচাদের হাতে গোলাপ ফুল ও কিছু অন্যান্য ফুলের চারা তুলে দেওয়া হয়। ব্যস্ত শহরের মাঝে পুলওয়ামার শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে আসে সাধারণ মানুষও। সোসাইটির সম্পাদক ঋত্বিক ভট্টাচার্য্য জানান, প্রতিবারই তারা ব। করেই এই দিনটিকে পালন করেন। গান গেয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। এবারও তাই করা হচ্ছে। এদিন তারা পুলিশ থেকে শুরু করে অনেককেই গাছের চারা তুলে দিয়েছে এবং হাতে কালো ব্যান্ড পরিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি মোমবাতি জ্বালিয়ে গান গেয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে শহীদদের। পাশাপাশি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হবে আগামীকাল। সবমিলিয়ে এই দিনটি কোনওদিনই ভুলবেন না তারা।

শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সরস্বতী পুজো

শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ গোটা রাজ্য জুড়েই রাজনৈতিক হানাহানির ছবি ধরা পড়ছে বিভিন্ন সময়ে। তবে শহর শিলিগু।তে দেখা গেল অন্য চিত্র। বিজেপি সাংসদ এবং তৃণমূল মেয়রকে করমর্দন করতে দেখা গেল বুধবার। এখানেই শেষ নয়, চলে কুশল বিনিময়ও। এদিন শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সরস্বতী পুজোয় যোগ দিতে প্রথমেই পৌঁছোন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। তার কিছু সময় বাদেই পৌঁছোন দার্জিলিং জেলার সাংসদ

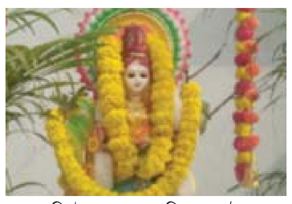

রাজু বিস্টা। মুখোমুখি হতেই এক গাল হাসি মুখে একে অপরের দিকে এগিয়ে যান। এরপরই কর মর্দন করেন দুজনেই। পরবর্তীতে চলে কুশল বিনিময়ও। বিষয়টিতে কোনও রাজনীতি দেখছেন না কোনও নেতৃত্বই। উভয়েই বিষয়টিকে সৌজন্য সাক্ষ্য বলেই স্পষ্ট করেন। একইসঙ্গে তারা জানান, এটা শিলিগুড়ির সংস্কৃতি।

পুলোয়ামাতে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো নির্মল যোগ সংঘ

মালদা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলোয়ামাতে দেশের শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো মালদার গাজোলের নির্মল যোগ সংঘের কর্মকর্তারা। বুধবার গাজোলে যোগা ময়দান থেকে একটি র‍্যালি করা হয়। এই রেলিটি শেষ হয় গাজোলের বামনগোলা মোড়ে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে কাশ্মীরে পুলোয়ামাতে জঙ্গীদের হামলায় মৃত্যু হয় ভারতের ৪০ জওয়ানের। জওয়ানদের গাড়ির কনভয় যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় জওয়ানদের। এরপর দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এদিন মালদার গাজোল নির্মল যোগ সংঘের পক্ষ থেকে শহীদদের ছবিতে ফুল দিয়ে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এইদিনটি ব্ল্যাকডে হিসাবে উদযাপিত করেন নির্মল যুগ সঙ্ঘের সকল কর্মকর্তারা। গাজোল নির্মল যোগ সংঘের গুরুজী নির্মল সাহা বলেন, এদিন বিদ্যা দেবীর একদিকে পুজোর আনন্দ হলেও পাশাপাশি শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে।

বসন্ত পঞ্চমীতে শিক্ষা অনুরাগীদের আনন্দের জোয়ার

বিনয় সিংহ রায় ঃ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শিক্ষা অনুরাগীদের মধ্যে নতুন প্রাণবন্তের জোয়ার বয়ে নিয়ে আসে অপরিসীম আনন্দ প্রতিটি শিক্ষাক্ষেত্রেই স্কুল কলেজ পাঠশালা সর্বক্ষেত্রেই শুরু হয় দেবী সরস্বতীর আরাধনা। শিক্ষা তথা পড়াশোনার আরাধ্যদেবী মা সরস্বতী ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে পূজিত হন প্যান্ডেল নতুন নতুন মণ্ডপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে নানান সাজে সজ্জিত কাগজের শিখলি ফুল ও কাপড় দিয়ে মন্ডপ সাজানো হয় অনেক জায়গাতেই এখন থিমের বারবার অন্ত লক্ষ্য করা যায় পূজা আরাধনার পাশাপাশি খিচুড়ি ভোগ অথবা লুচি আয়োজন করা হয়। শিশু ও পড়য়ারা আবেগে মিলনের এক সুরে বাধে এক মিলন গাথা এক জাতি এক সম্প্রদায় একত্রে অর্ঘ্য সাজিয়ে অঞ্জলি দিয়ে থাকে ।অসকলেই সাথে বামুনের অঞ্জলীর মন্ত্র উচ্চারণ করে বলে ওঠে সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমলে লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে। শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তব জীবনের চলার পথে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় করে ন্যায়-নীতি আদর্শকে মান্যতা দিয়ে প্রকৃত মর্যাদা সুস্থ মানসিকতা নিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যএই পূজার প্রয়োজন।

বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি মেরামতের পরে মালিকের কাছে হস্তান্তর করেছে মেট্রো

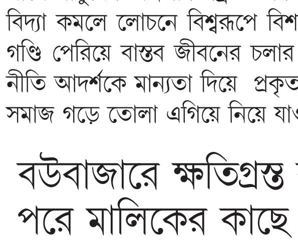

মেট্রোরেল তাদের ইস্ট ওয়েস্ট প্রকল্পে ধর্মতলা শিয়ালদার মধ্যে কাজের সময় মধ্য কলকাতার বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মেরামতির কাজ শুরু করার পাশাপাশি মেরামতের পরে কয়েকটি বাড়ি ইতিমধ্যেই মালিকের কাছে হস্তান্তর করেছে। আজ মেট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে এই বিপর্যয়ের পরে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মধ্যে ৬ বি দুর্গা পিতুরি লেনের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি মেরামত করে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাকি দুটি বাড়ির মেরামতের কাজ ৭০ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির পুনর্নির্মাণের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

কলকাতা স্টেশন গড়ে উঠতে চলেছে নতুন আঙ্গিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ,১৪ ফেব্রুয়ারী ঃ কলকাতা স্টেশনে

পৌঁছেই অনেক সময. মনে হয, মেঘনা, পদ্মা বা বুড়িগঙ্গার হওয়া এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে ভুনা খিচুড়ি ও বাকরখানির গন্ধ অনেক সময. নাকে আসে। ঘটনাটা কাকতলীয় হলেও, এপার বাংলা ও ওপার বাংলার যাত্রীদের মিলনস্থল কলকাতা স্টেশনের মানস আবহাওযায. সম্ভব হলেও হতে পারে।পূর্ব রেলের শিযালদহ বিভাগের কলকাতা স্টেশন সম্ভবত ভারতের একমাত্র স্টেশন যেখান থেকে দু- দু'টি আন্তরাষ্ট্রীয. ট্রেন যাত্রা শুরু করে। এদের প্রথমটি অর্থা মৈত্রী এক্সপ্রেস, গেদে-দর্শনা হযে.ঢাকায.পৌঁছায, আর অপরটি পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত হযে. খুলনায. যায।আন্তরাষ্ট্রীয. ট্রেন চালানোর উপযুক্ত পরিকাঠামো ও যাত্রী স্বাচ্ছঃেদ্যর ব্যবস্থা রয়েছে এই কলকাতা স্টেশনে। এখানে আছে এক্সিকিউটিভ ওযেটিং হল, ফিস পেডিকিওরের সুবিধা সহ লাউঞ্জ স্পা, ফুড কোর্ট স্ন্যাকস কাউঃটার, ওযাইফাই ইঃটারনেট পরিষেবা, বাংলাদেশগামী ট্রেনের টিকিট কাটার বঃেদাবস্ত, কাস্টম চেকিং-এর সুব্যবস্থা সহ অন্যান্য সুবিধা। স্টেশনটির সংলগ্ন আছে প্রশস্ত পার্কিং লট ও বাস বা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। স্টেশনে পৌঁছানোর পরে এখান থেকে সহজেই সড়ক পথে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সহজে যাতাযা.ত করা যায।স্টেশনের পাঁচটি প্লাটফর্মের মধ্যে শুধু এক নম্বর প্লাটফর্মটিতেই এই মৈত্রী বা বন্ধন এক্সপ্রেস-এর মত আন্তর্জাতিক ট্রেন যাওযা.-আসা করে। অবস্থানগত সুবিধার জন্য এক নম্বর প্লাটফর্মটিকেই বেছে নেওযা. হযেছে কারণ এখানে কাস্টম চেকিং বা আন্তরাষ্ট্রীয .যাত্রীদের যাওযা. আসা সহজ হয।সাম্প্রতিক কালে কলকাতা স্টেশনটি ' ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অন্তর্ভুক্ত হযেছে। অপেক্ষাকৃত নবীন ওই টার্মিনাল স্টেশনটি ' ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অন্তর্ভুক্ত হওযায় এটি ভবিষ্যতে শহরের বাণিজ্যিক কেঃদ্র হিসেবেও গড়ে উঠবে। নিকটবর্তী শ্যামবাজার-হাতিবাগান বা খান্না পাইকারি বাজারও হযতো একসময. ঈর্ষাবোধ করবে কলকাতা স্টেশনের বিপণন সামগ্রীর লাস্যের কাছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এ ব্যাপারে বলেছেন, যেহেতু কলকাতা স্টেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগের কেঃদ্র হযে.উঠেছে, তাই এই সমস্ত নতুন সুযোগ-সুবিধাগুলি যাত্রীদের যাত্রা আরো সুখকর হবে বিশেষত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতাযা.তকারী যাত্রীদের।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

মালিগাঁও, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত রেলওয়ে. স্টেশনগুলির মধ্যে, অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে অসমের ধেমাজি রেলওয়ে.স্টেশনটি ০৬.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে.এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন।উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিযা. ডিভিশনের অধীনে ধেমাজি রেলওয়ে. স্টেশন হল আসামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন যা ধেমাজি টাউনের অধীনে থাকা জনসাধারণকে পরিষেবা প্রদান করে। এসি ওযেটিং হল সহ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। ফ্রি ওয়াই-ফাই, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প এবং শৌচালয়ের সুবিধা সহ অন্যান্য আধুনিক সুবিধা যেমন লিফটএসকেলেটর এবং এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ ও ব্যবসায়িক মিটিং-এর জন্য মনোনীত স্থানের পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপিংয়ের ব্যবস্থাও করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। চারপাশের সৌঃদর্যায়নের সাথে উন্নতমানের পার্কিং সুবিধারও

Existing

Proposed

পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য মার্বেল পাথর, টাইল্স ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পুনঃউন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন। উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার জন্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড স্থাপন, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে।এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র পূর্বাঞ্চলে যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ সহজ করে তুলবে।

৩.৭ প্রাবল্যের মৃদু ভূকম্প অসমে, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ বুধবার রাত ০৭টা ২৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে ৩.৭ প্রাবল্যের মৃদু ভূকম্পে কেঁপে উঠেছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি, মেঘালয়, ভূটান ও বাংলাদেশের একাংশ এলাকা। তবে ভূমিকম্পের ঘটনায় কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যারাতে সংঘটিত ভূকম্পের উসস্থল ছিল অসমের কামরূপ জেলার ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১৯ কিমি গভীরে ২৬.১০ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৯৮ও পূর্বে ছিল। নতুন ইংরেজি বছরের (২০২৪) প্রথম মাস জানুয়ারির তিন তারিখের পর ১৫, ১৭ এবং আজকের ভূমিকম্পে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে অসম সহ গোটা উত্তরপূর্ব জুড়ে। গত ৩ জানুয়ারি ভোররাত ১-টা ৩৬ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপেছিল মণিপুরের উখরুল জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা। সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ছিল ৩.০। এর পর ১৫ জানুয়ারি ৩.৬ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছিল অসমের কারবি আংলং, ডিমা হাসাও, হোজাই, নগাঁও, মরিগাঁও, কাছাড়, করিমগঞ্জ জেলা এবং

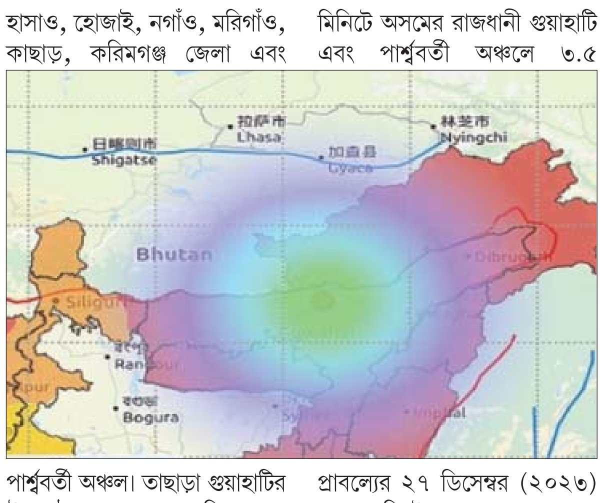

পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তাছাড়া গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরেও ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছিল। এদিন রাত ০৭টা ১২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল কারবি আংলং জেলার ২৫.৬৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৩৪ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ২৩ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে গত বছর ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর সকাল ৯টার দিকে ত্রিপুরায.৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর (২০২৩) ভোর ৫৪্২ মিনিটে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৩.৫ প্রাবল্যের ২৭ ডিসেম্বর (২০২৩) সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৪ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে অসমের বিশ্বনাথ জেলা। এছাড়া ২ অক্টোবর (২০২৩) সন্ধ্যারাত ৬-টা ১৫ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে কেঁপেছিল অসমের রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং মেঘালয়। সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৫.২ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১১ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ১ মিনিটে মণিপুরের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৫.০ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছিল।

গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৩

শান্তিরবাজার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার ট্রাইজংশন এলাকায় দুটি গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন।জানা গিয়েছে, বুধবার শান্তিরবাজার ট্রাইজংশন এলাকায় জাতীয় স।কে টিআর ০৮ এ ৩১৪৫ নম্বরের অটো ও টিআর ০২ এম ০৪৬৮ নম্বরের এক্সইউভি গা।রি মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করছেন। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিনিয়ত সাধারণ লোকজনের হয়ারানির লক্ষ্যে ও অর্থ আদায়ের জন্য শান্তিরবাজার থানার নীচে পুলিশবাবুরা কাগজপত্র চেকিং করতে বসেন।

ইয়েশমান দীপক লিমিটেড

CIN:L67120WB1975PLC029901 I T: 9839034442

রেজিঃ অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট ১ম তলা, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)

ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com: ইমেইলঃ yashmandeepakltdgmail.com

ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ শেষ হয়েছে। **(লক্ষ টাকায়)**

বিশেষ	কোয়ার্টারশেষ ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস থেকে তারিখ পরিসংখ্যান চালু ৩১.১২.২০২৩	অনুরূপ কোয়ার্টার শেষ ৩১.১২.২০২২
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৫৩.৫০	১৫২.১৭	২০.৯০
নিট লাভ(লোকসান) মেয়াদবছরের জন্য(করের আগে)	৪৫.৪৭	১৩২.০৪	-৭.৬৮
নিট লাভ (ক্ষতি) মেয়াদ বছরের জন্য (কর পরে)	৩৪.৫৪	৯৯.৩২	-৬.৩৯
মোট ব্যাপক আয়	৩৪.৫৪	৯৯.৩২	-৬.৩৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
শেয়ার প্রতি আয় (কারবার চালিয়ে এবং বন্ধ করার জন্য (প্রতিটি ১০-) বেসিক	৪.৯০	১৪.০৯	(০.৯১)
মিশ্রিত	৪.৯০	১৪.০৯	(০.৯১

মন্তব্য ঃ

১) উপরে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি অংশ তুলে ধরা হয়েছে। সেবি (লিস্টিং এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট গুলিতে **(www.yashmandeepak.com)** উপলব্ধ।

২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত Ind AS আর্থিক ফলাফল অডিট দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। কমিটি ১৪.০২.২০২৪ এবং পরবর্তীতে ১৪.০২.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের দ্বারা অনুমোদিত

৩) যেখানে প্রয়োজন সেখানে চিত্রগুলি পুনর্গঠিত এবং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
যশমান দীপক লিমিটেড
এসডি-(দীপক সেহগাল)ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00421767

স্থানঃ কানপুর
তারিখ ঃ১৪.০২.২০২৪

ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রোহিত ছাঁটাই

এমআই-এর ক্যাপ্টেন্সি বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন গাভাসকর!

মুম্বই, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ কার্যত বিনা নোটিশে রোহিত শর্মাকে ক্যাপ্টেন্সি থেকে ছাঁটাই করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দু'বছর পর হার্দিক পান্ডিয়াকে ফেরানো হয়েছে টিমে। তিনিই এ বার নীল জার্সির নতুন নেতা। এই সিদ্ধান্তের পর মাস দুয়েক পেরিয়ে গিয়েছে। তাতেও থামেনি বিতর্ক। মুম্বইয়ের ফ্যান ফলোয়ারে ধাক্কা লেগেছে। অনেকেই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। হার্দিকের টিমকে সমর্থন করবেন না, তাও জানিয়ে দিয়েছেন। রোহিত কিংবা হার্দিক কেউই এ নিয়ে মুখ খোলেননি। কিন্তু নানা বিশেষজ্ঞ নানা যুক্তি দিয়েছেন এই বিতর্ক নিয়ে। এ বার সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তন মুখ খুললেন মুম্বইয়ের ক্যাপ্টেন্সি বিতর্ক নিয়ে। কী বললেন তিনি? স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সানির যুক্তি, ''সব ফ্র্যাঞ্চাইজিই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। রোহিত শর্মার বয়স ৩৬। ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে ব্যাপক চাপের মধ্যে থাকে। সেই কারণেই রোহিতের কাঁধ থেকে কিছুটা বোঝা কমাতে চেয়েছে মুম্বই। তরুণ প্লেয়ার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে টিমের নেতৃত্ব ভার দেওয়া হয়েছে। ও কিন্তু গুজরাট টাইটান্সকে পর পর দু'বার ফাইনালে তুলেছে। একবার টিমকে খেতাব জিতিয়েছে। ওকে ক্যাপ্টেন করার পিছনে এটাই আসল ভাবনা।'' রোহিতের মতো সিনিয়র প্লেয়ারকে নেতৃত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়ার পিছনে ইতিবাচক দিক দেখতে পাচ্ছেন ৭৪ বছরের প্রাক্তন ওপেনার। গাভাসকরের কথায়, ''হার্দিকের হাতে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়ায় লাভ হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। এতে রোহিত অনেক বেশি স্বাধীনতা পাবে। খোলা মনে খেলতে পারবে। হার্দিক তিন কিংবা পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে আসবে। তাতে ২০০র বেশি রান তুলতে সুবিধা হবে।'' কিছু দিন আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ মার্ক বাউচার রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে ক্যাপ্টেন করার পিছনে ক্রিকেটীয় যুক্তিই তুলে ধরেছিলেন। যা নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। তিনি বলেছিলেন, টিম একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। তারা এই যুক্তি বুঝতে পারবে না। কিন্তু আবেগ সরিয়ে রেখে যদি বোঝার চেষ্টা করে, তা হলে ক্রিকেটীয় কারণ ধরতে পারবে। বাউচারের এই মন্তব্যের পাল্টা হিসেবে আবার রোহিত শর্মার স্ত্রী যা বলেছিলেন, তাতে বিতর্ক আরও বেড়েছিল।

চোট আটকাতে 'স্মার্ট' হচ্ছেন রবীন্দ্র জাডেজা

রাজকোট, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ চোট থেকে ফিরছেন রবীন্দ্র জাডেজা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে অনবদ্য পারফর্ম করেছিলেন। যদিও হায়দরাবাদে সেই ম্যাচটি হেরে যায় ভারত। রান আউট হয়েছিলেন জাডেজা। সেই রান কমপ্লিট করার সময়ই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লাগে জাডেজার। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি জাডেজা। পুরো সিরিজেই তাঁকে নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। বাকি তিন টেস্টের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে জাডেজাকে। তৃতীয় টেস্টের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এলেন জাড্ডুই। ইংল্যান্ড কি খুবই কঠিন দল? জাডেজা অবশ্য তা মনে করছেন না। বরং বলছেন, ''এটা খুবই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বলে আমি অন্তত মনে করি না। ভারতে এসে কোনও টিমের পক্ষেই সহজে জেতা সম্ভব নয়। হায়দরাবাদ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা কিছু ছোট্ট ভুল করেছিলাম। না হলে ওই ম্যাচ আমরা হারতাম না।'' হায়দরাবাদে ওই ম্যাচে হারটা যে অস্বস্তির, স্বীকার করে নিলেন জাড্ডু। ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডারের কাছে আরও বেশি অস্বস্তির ছিল নিজের চোট। টানা ক্রিকেটের ফলে চোটের পরিমানও বেড়েছে বলে মনে করেন। সে কারণে স্মার্ট হতে চান। জাডেজা বলছেন, ''এটা খুবই হতাশাজনক। তবে যে ভাবে ক্রিকেট বেড়েছে সেটা মাথায় থাকে। মাঠে নেমে চোটের কথা ভেবে খেলা যায় না। আমার ফিল্ডিংয়ের দিকে সকলের বাড়তি প্রত্যাশা থাকে। হতেই পারে অতিরিক্ত এফোর্ট দেওয়াটাও চোটের অন্যতম কারণ। টিমের তরফেও আমার উপর বাড়তি প্রত্যাশা থাকে। ভালো ফিল্ডিং করলে কিংবা দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিলে সকলেই খুশি হয়।'' চোটের পরিমাণ যতটা কমানো যায়, সে দিকে বাড়তি নজর দিতে চান রবীন্দ্র জাডেজা। সেই প্রসঙ্গেই বললেন, ''মাঠে সবসময়ই একশো শতাংশ দেওয়াই লক্ষ্য থাকে। তবে এ বার থেকে শরীর বাঁচিয়ে খেলারও চেষ্টা করব। খুব প্রয়োজন না হলে ডাইভ দেওয়া থেকে বিরত থাকব।''

নেট বোলার রোহিতকে দু'বার আউট করল!

রাজকোট, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে ভালো ফর্মে নেই অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁর ওপেনিং সঙ্গী যশস্বী জয়সওয়াল দু-ম্যাচেই ভালো পারফর্ম করেছেন। হায়দরাবাদ টেস্টে ৮০ রানের ইনিংস, বিশাখাপত্তনমে ডাবল সেঞ্চুরি। রোহিত ছন্দে থাকলে হায়দরাবাদ টেস্টের ফল ভারতের বিপক্ষে নাও যেতে পারত। স্বাভাবিক ভাবেই চাপ বাড়ছে রোহিতের উপর। রানে ফেরা খুবই জরুরি। রাজকোট টেস্টে এমনই প্রত্যাশা। যদিও প্র্যাক্টিস সেশন যেন আরও অস্বস্তিতে রাখল রোহিতকে। মঙ্গলবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারত-ইংল্যান্ড দু-দল। এ দিনও জোরকদমে অনুশীলন চলল। মূলত তরুণ ক্রিকেটারদের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছিল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে। রাজকোটে অভিষেক হতে পারে তরুণ কিপার ধ্রুব জুরেলের। দৌড়ে রয়েছেন সরফরাজ খানও। প্রথম দু-ম্যাচে খেলা আর এক কিপার শ্রীকার ভরতও প্রস্তুতি সারলেন। তরুণদের মাঝে নজর ছিল অধিনায়ক রোহিত শর্মার দিকেও। সেখানেই কিছুটা অস্বস্তি! তরুণ ক্রিকেটারদের নেটে দেখার পর নিজের প্রস্তুতিতে মন দেন রোহিত। টানা লো-স্কোরে কোনও ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে কীনা, সেটাই যেন পরখ করে নিতে চাইছিলেন রোহিত। তাঁর জন্য যেন সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এক নেট বোলার অনবদ্য একটি ইনসুইং ডেলিভারি করেন। মিডল স্টাম্প ছিটকে পাক খায়। তেমনই একটি ডেলিভারিতে ব্যাটের কানায়ও লাগে। একই নেট বোলার তাঁকে দু-বার আউট করেন। নেট বোলার অবশ্য রোহিতকে দু-বার আউট করেও 'সন্তুষ্ট' হয়ে পড়েননি। যতক্ষণ সুযোগ পেয়েছেন, রোহিতের মতো অন্যতম সেরা ব্যাটারের বিরুদ্ধে অনবদ্য বোলিং করে গেলেন।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

শেষ আটের পথে এগিয়ে গেল দাপুটে সিটি

কোপেনহেগেন, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ম্যাচের ফল সব সময় আসল চিত্রটা দেখায় না। যেমন আজ রাতে কোপেনহেগেনের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটি ৩-১ গোলে জেতা ম্যাচেও দেখা যাচ্ছে না। পুরো ম্যাচে একতরফাভাবে শুধু সিটিই খেলেছে। এই ম্যাচে সিটির ৭৯ শতাংশ বলের দখল রেখে ২৭টি শট নিয়ে ১৩টি লক্ষ্যে রাখা বলে দিচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা কতটা আগ্রাসী ফুটবল খেলেছে। যদিও আক্রমণের পর আক্রমণে গিয়েও জয়ের জন্য তিনটির বেশি গোল পায়নি সিটি। তবে এ জয়ে শেষ আটে যাওয়ার পথে দারুণভাবে এগিয়ে গেল পেপ গার্দিওলার দল। কোপেনহেগেনের মাঠে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় সিটি। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে একরকম কোণঠাসা করে ফেলে তারা। ৩ মিনিটের মাথায় আনমার্ক অবস্থায় থেকেও গোল করতে পারেননি ডি ব্রুইনা। ৬ মিনিটে গোলরক্ষক বাঁচিয়ে দেন কোপেনহেগেনকে। তবে শেষ পর্যন্ত আর বাঁচতে পারেনি আয়োজকেরা। ১০ মিনিটের মাথায় ফিল ফোডেনের সহায়তায় দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করে সিটিকে এগিয়ে দেন ডি ব্রুইনা। ম্যাচের প্রথম ১৫ মিনিটে সিটির দখলে বল ছিল ৮২ শতাংশ। এ সময় কোপেনহেগেন কোনো আক্রমণই গড়তে পারেনি। কোনোভাবে সিটির আক্রমণের ঢেউগুলো সামাল দিয়ে যাচ্ছিল তারা। ২৩ মিনিটে অল্পের জন্য গোল পায়নি সিটি। এর আগে ২১ মিনিটে জ্যাক গ্রিলিশের চোটে পড়লে তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন জেরেমি ডোকো। গ্রিলিশকে হারিয়ে কিছুটাও শক্তিও হারায় সিটি। কমে গিয়েছিল আক্রমণের ধারও। তবুও ম্যাচটা ছিল সিটির নিয়ন্ত্রণেই। তবে সিটিকে বড় ধাক্কা দিয়ে স্রোতের বিপরীতে ৩৪ মিনিটে সমতায় ফেরে কোপেনহেগেন। তবে এই গোলটিতে সিটি গোলরক্ষক এদেরসনের অবদানও কম নয়। তিনি বলটি তুলে দেন কোপেনহেগেনের মহম্মদ এলইউনুসির পায়ে। তাঁর শট সিটির রক্ষণে আটকে গেলেও পরে ম্যাগনাস ম্যাটসনের জোরাল শটে বল এদেরসনকে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়ায়। আচমকা গোল পেয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করে কোপেনহেগেন। কয়েকবার আক্রমণেও যায় তারা। যদিও দ্বিতীয় গোল মনে হচ্ছিল দূরের বাতিঘর। তবে সুযোগ নষ্ট করেনি সিটি। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে ডি ব্রুইনার কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে সিটিকে ফের ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। বিরতির পরও সেই দাপুটে সিটির দেখা মেলে। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষের ওপর ঝড় বয়ে দেয় তারা। কিন্তু সিটির কোনো আক্রমণই আলোর মুখ দেখছিল না। বারবার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছিল তাদের। সিটির দুই একটি আক্রমণ অবশ্য অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ফেরান কোপেনহেগেন গোলরক্ষক। আবার কখনো সিটি গোলবঞ্চিত হয়েছে পোস্টের কারণে। তবে সিটি তৃতীয় গোলটি শেষ পর্যন্ত পেয়েই যায়। যোগ করা সময়ে গোলটি করেন ফিল ফোডেন। এ জয়ের পর এখন শেষ আটে এক পা দিয়ে রাখল সিটি। ইতিহাদে ৭ মার্চই দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে দুদল।

অবিশ্বাস্য দিয়াজ-লুনিনে রিয়াল মাদ্রিদের জয়

স্যাক্সোনি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ চোটের কারণে জুড বেলিংহাম না থাকায় সুযোগটা পেয়েছিলেন ব্রাহিম দিয়াজ। আর সেই সুযোগ তিনি দারুণভাবে কাজেও লাগিয়েছেন। চোখধাঁধানো এক গোলে আরবি লাইপজিগের মাঠে মহামূল্যবান এক জয় এনে দিয়েছেন রিয়ালকে। রেড বুল অ্যারেনায় চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষালোর প্রথম লেগে রিয়ালের জয় ১-০ গোলে। রিয়াল যখন গোলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তখনই দলকে অসাধারণ গোলটি এনে দেন দিয়াজ। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে লাইপজিগের তিন খেলোয়াড়কে কাটান দিয়াজ। এরপর বক্সে ঢুকে আরও দুই ডিফেন্ডারের বাঁধা এড়িয়ে লক্ষ্যভেদ করেন দারুণ এক শটে। গোলের পর যে বেলিংহামের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন তাঁর মতো উদযাপনও করেন দিয়াজ। আর এ গোলই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছে রিয়ালকে। রিয়ালের এ জয়ে বড় কৃতিত্ব আছে গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিনেরও। এদিন ৯টি গোল সেইভ করেছেন এ গোলরক্ষক। ২০০৩-০৪ সালের পর চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্বিতীয় গোলরক্ষক হিসেবে ৯টি গোল সেইভ করলেন লুনিন। এর আগে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে লিভারপুলের বিপক্ষে ৯টি গোল সেইভ করেন থিবো কোর্তোয়া। ঘরের মাঠে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই লক্ষ্যভেদ করে লাইপজিগ। যদিও ভিএআরে পরীক্ষার পর বাতিল হয় সেই গোল। একটুর পর ফের অল্পের জন্য গোল বঞ্চিত হয় তারা। গোল না পেলেও শুরুতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলেই রাখে লাইপজিগ। তবে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে রিয়াল। এর মধ্যে ম্যাচের ৯ মিনিটে কাছাকাছি গিয়েও গোল পায়নি রিয়াল। তবে ১০ মিনিটের মাথায় গোলরক্ষক লুনিন ত্রাতা না হলে তখনই পিছিয়ে পড়তে পারত রিয়াল। এরপর দুদলই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে জমিয়ে তোলে ম্যাচটা। উভয়ে চেষ্টা করছিল আক্রমণের ধারা থেকে না সরে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার। রিয়াল পরপর কয়েকটি আক্রমণে কাঁপিয়ে দেয় লাইপজিগ রক্ষণকে, যদিও সেসব আক্রমণ গোলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অন্য দিকে লাইপজিগের জন্য বড় সমস্যা ছিল তাদের ফিনিশিং দুর্বলতা। নয়তো শুরুতেই একাধিক গোল করতে পারত তারা। এমনকি পরের দিকেও গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল লাইপজিগ। কিন্তু শেষ শটটা আর ঠিকঠাক নিতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল আদায় করতে পারেনি। বিরতির পরও লাইপজিগ প্রেস করে খেলার চেষ্টা করে। কিন্তু ৪৯ মিনিটে মিনিটে ম্যাচের রূপ বদলে দেয় দিয়াজের অবিশ্বাস্য গোলটি। তাঁর গোলটি দেখে ধারাভাষ্যকার নিজেই বলে ওঠেন, ''এইটা দেখে লিওনেল মেসি নিশ্চয় গর্বিত হবে।'' সত্যিকার অর্থেই এ যেন মেসিকে মনে করিয়ে দেওয়া এক গোল। একটু পর পোস্টের নিচে ফের লুনিনের চমক। তিনি দানি অলমোর শট ঠেকিয়ে দিলে গোল পাওয়া হয়নি লাইপজিগের। এ জয়ে দুই লেগের লড়াইয়ে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকল রিয়ালই। রিয়ালের মাঠে দ্বিতীয় লেগে দুই দল মুখোমুখি হবে আগামী ৭ মার্চ।

বাবাই জীবনের আসল হিরো, তাঁকেই টেস্ট ক্যাপ উপহার দিতে চান তরুণ কিপার

রাজকোট, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ২৩ বছরের তরুণের টেস্ট অভিষেক হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। উইকেটকিপার শ্রীকর ভরত প্রথম দুটো টেস্ট খেললেও সে ভাবে পারফর্ম করতে পারেননি। অন্তত ব্যাট হাতে ব্যার্থ হয়েছেন নিজেকে মেলে ধরতে। আর তাই এক তরুণ কিপারের অভিষেক হতে চলেছে ভারতীয় টিমে। প্রত্যাশিত অভিষেক হলে টেস্ট ক্যাপ কাকে উপহার দিতে চান ধ্রুব জুরেল? বাবাই তাঁর জীবনের আসল হিরো। তাঁকেই সেরা উপহারটা দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন ধ্রুব। রাজকোটে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট। হায়দরাবাদ টেস্টে হারের পর বিশাখাপত্তনম টেস্টে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় টিম। রোহিত শর্মারা সিরিজে সমতা ফিরিয়েছেন। রাজকোটেও স্পিনিং উইকেট থাকছে। তবে রানের সম্ভাবনাও থাকবে। বিরাট কোহলি প্রথম দুটো টেস্টের মতো বাকি সিরিজেও নেই। লোকেশ রাহুল চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন তৃতীয় টেস্ট থেকে। তবে, বিশাখাপত্তনম টেস্টের পর থেকেই ভরতের বদলি হিসেবে ধ্রুবকে খেলানোর কথা বলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। উইকেটের পিছনে যেমন ভালো পারফর্ম করে আসছেন, তেমনই ব্যাট হাতেও আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ সফল। ১৫টা ম্যাচ খেলে ৭৯০ রান করেছেন। ২৪৯ রান সর্বোচ্চ। তাই তাঁকেই ভারতীয় একাদশে দেখতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। যশস্বী জয়সওয়াল ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছেন, ভারতীয় টিম বাসে ওঠার সময় কী অনুভূতি চলছিল? ধ্রুব বলেছেন, ''ভারতীয় টিমে সুযোগ পাব, একবারও ভাবিনি। খুব নার্ভাস ছিলাম। বাসে বসব কী করে, কোথায় বসব, বুঝতেই পারছিলাম না। একজন এগিয়ে এসে বলেছিল, এখানে বসো। আমি ভেবে নিয়েছিলাম, সকাল ৮টায় যদি বাস ছাড়ে, আমি ৭টা ৫৫তে বাসে গিয়ে উঠব। যাতে সবাই যায়, ফাঁকা জায়গা দেখে আমি বসে পড়ব। টেস্ট ক্যাপ পেলে আমি বাবাকেই উপহার দিতে চাই। আমি কী করব, সেটা বাবাই ঠিক করে দেয়। বাবাই চিরকাল আমার হিরো।''

বাবর আজম, পোলার্ডদের ক্যাপ্টেন হলেন যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ এলসিটি সিজন ২-তে নিউইয়র্ক স্ট্রাইকার্সের ক্যাপ্টেন ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। তাঁর টিমে রয়েছেন বাবর আজম, রশিদ খান, কায়রন পোলার্ড, ইমাম উল হক, নাসিম শাহ, মাতিসা পাথিরানা, রহমানুল্লা গুরবাজ, আসিফ আলি এবং মহম্মদ আমিরের মতো তারকা ক্রিকেটাররা। এই টিমের শুধু নেতাই নন, আইকন প্লেয়ারও যুবরাজ সিং। এলসিটির প্রথম সংস্করণটি হয়েছিল ২০ ওভারের ফরম্যাটে। এ বার হবে ৯০ বলের ফরম্যাট। যুবরাজ সিংয়ের যোগ দেওয়া টুর্নামেন্টে আলাদা মাত্র যোগ করবে বলে মনে করে নিউ ইয়র্ক ফ্র্যাঞ্চাইজি। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'যুবরাজ যোগ দেওয়ায় আমাদের টিম আরও শক্তিশালী হবে। তাঁর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং লিডারশিপ দলের সম্পদ।' মার্চের ৭-১৮ তারিখ ৯০ বলের এই টুর্নামেন্টটি হবে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে। গত সংস্করণ হয়েছিল গাজিয়াবাদে। ফাইনাল ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় গত বার যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল ইন্দোর নাইটস এবং গুয়াহাটি অ্যাভেঞ্জার্সকে। ৯০ বলে এই ফরম্যাটে প্রতি দলের পাঁচ বোলার ৩ ওভার করে বোলিং করতে পারবেন। ৬০ বল পেরনোর পর কোনও এক বোলারকে চার ওভার করাতে পারে সেই টিমের অধিনায়ক। ভারতীয় ক্রিকেটেই শুধু নয়, বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডারের তালিকায় থাকবেন যুবরাজ সিং।

৫৬ বছর বয়সি প্রাক্তন প্রেমিকাকে হাতুড়ি পেটা করে খুন

যাবজ্জীবন সাজা ২৮ বছর বয়সী প্রাক্তন ফুটবলারের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

প্রাক্তন প্রেমিকাকে হাতুড়ি ও বেসবল ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি পেয়েছেন ইতালির প্রাক্তন ফুটবলার জিওভান্নি পাদোভানি। ২৮ বছর বয়সী প্রাক্তন এই সেন্টারব্যাক ইতালির চতুর্থ বিভাগের দল সানকাতালদেসের খেলোয়াড় ছিলেন। ২০২২ সালের আগস্টে ইতালির উত্তরাঞ্চলের শহর বোলোনিয়ায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ইতালির সংবাদমাধ্যম গাজেত্তা দেল্লো স্পোর্ত জানিয়েছে, আদালত মনে করেন, পাদোভানি পরিকল্পনা করে হত্যাকাণ্ড ঘটালেও এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ ছিল না। বিচারকাজের সময় পাদোভানি দাবি করেন, অপরাধটি করার সময় তাঁর নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খেয়াল ছিল না। মানসিকভাবে 'বিপর্যস্ত' ছিলেন এবং সেই অপরাধের পর থেকে পাদোভানি নিজেকে পাল্টে ফেলেছেন বলেও দাবি করেন। পাদোভানির ভাষায়, ''যদি আপনি মনে করেন, আলেসান্দ্রার মতো সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী কোনও মহিলাকে খুন করাটা আমার জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার, তাহলে যাবজ্জীবন সাজাই আমার প্রাপ্য। কিন্তু যদি এটা মনে করেন, যে অপরাধটি আমি করেছি, তার পেছনে (মানসিকভাবে) বিপর্যস্ত থাকাও একটি কারণ, তাহলে লোকের মতামত এড়িয়ে সবকিছু বিবেচনা করুন। আমি যেটা করেছি, সেটা ভয়াবহ ও ক্ষমার অযোগ্য।'' পাদোভানির ৫৬ বছর বয়সী প্রাক্তন এই প্রেমিকার নাম আলেসান্দ্রা মাত্তেউজ্জি। পাদোভানি তাঁকে জ্বালাতন করছেন, এ অভিযোগ করার কয়েক সপ্তাহ পর আলেসান্দ্রা খুন হন। তাঁকে হত্যার দায়ে গত পরশু আদালত পাদোভানির বিরুদ্ধে এ রায় দেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, বোলোনিয়ার ভিয়া দেল'আর্কোভেজ্জিও অঞ্চলে আলেসান্দ্রার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এই খুনের ঘটনা ঘটে। ঘটনার দিন নিজের বোন স্তেফানিয়ার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন আলেসান্দ্রা। এ সময় পাদোভানি-প্রাক্তন মডেলও-প্রথমে হাতুড়ি, এরপর নিজের মুষ্টি, বেসবল ব্যাট এবং অ্যাপার্টমেন্টের পাশের বাগান থেকে নিয়ে আসা বেঞ্চ দিয়ে পিটিয়ে আলেসান্দ্রাকে হত্যা করেন। তাঁর চিৎকার ফোনে শুনেছেন স্তেফানিয়া। মেল অনলাইন আরও জানিয়েছে, পাদোভানির দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন একটি অনুশীলন সেশনে না আসেন। এরপর পাদোভানি আলেসান্দ্রার বাড়ি যে অঞ্চলে, সেখানে যান এবং বাসার পাশে ওত পেতে ছিলেন। পরে আলেসান্দ্রাকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। স্তেফানিয়া এ সময় আলেসান্দ্রার চিৎকার এবং অন্যান্য কথাও ফোনে শুনেছেন। এর আগে স্থানীয় এক টিভি চ্যানেলকে স্তেফানিয়া এ ব্যাপারে বলেছিলেন, ''সে (আলেসান্দ্রা) গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করে বলছিল, না জিওভান্নি! না! তোমার সাহায্য ভিক্ষা চাইছি। আমি তখন ফোনের অপরপ্রান্তে ছিলাম। তক্ষণা পুলিশকে জানাই এবং তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।'' আলেসান্দ্রা ঘটনাস্থলেই মারা যাননি। শরীরে প্রচুর জখম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানে মারা যান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রায় এক বছরের মতো প্রেমের সম্পর্ক ছিল দুজনের। কিন্তু বেশির ভাগ সময় তাঁদের আলাদা বসবাস করতে হতো। আলেসান্দ্রা থাকতেন বোলোনিয়ায়, আর পাদোভানি থাকতেন সিসিলিতে। তাঁর প্রাক্তন ক্লাব সানকাতালদেস সেই অঞ্চলের। স্তেফানিয়া জানিয়েছেন, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে পাদোভানি আলেসান্দ্রার বাড়িতে বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর আলেসান্দ্রাকে ফোনে নানা রকম হুমকিমূলক বার্তা পাঠাতেন পাদোভানি। অত্যধিক জ্বালানোয় পাদোভানির বিরুদ্ধে সে সময় পুলিশেও অভিযোগ করেছিলেন আলেসন্দ্রা। তাঁর প্রতিবেশীরা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পাদোভানি আলেসান্দ্রাকে নানাভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছেন। আলেসান্দ্রার গাড়িতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করে রেখেছেন। বাড়ির বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছেন, এমনকি বারান্দা বেয়ে বাড়িতে ঢোকারও চেষ্টা করেছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা এ নিয়ে বলেছেন, ''সে (আলেসান্দ্রা) তাকে ভয় পেত। কারণ, সব সময় জ্বালাতন করত। বাসাতেও কোনও অবস্থায় ঢুকতে দিতে চাইত না।'' বোলোনিয়া আদালতের বিচারক দমেনিক্কিও পাসকুয়ারেল্লিও মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ে পাদোভানির জ্বালাতন করা, নাশকতামূলক ব্যবহার এবং পরিকল্পনা করে আক্রমণ আমলে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আদালত। রায় শুনে আদালতকক্ষ ছাড়ার সময় স্তেফানিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, ''আলেসান্দ্রা তো আর নেই। আমার বোনটা আর নেই।'' এ ঘটনা সে সময় ইতালিতে চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল। অনেকে অভিযোগ করেছিলেন, বিচারব্যবস্থা মহিলাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

অবসাদের চিকিৎসা

- সার্জারির সাহায্যে স্তন বাঁচিয়ে ক্যানসার চিকিৎসা
- হিমাচুরিয়া আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ
- কার্ডিয়াক এম. আর. আই.
- ডায়াবেটিসে হার্ট ডিজিজের প্রবণতা
- কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা
- নতুন বছরে রোবোটিক নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করে জীবনের আলোয় ফিরে আসুন
- মানসিক অবসাদ দূর করার উপায়
- অবসাদের বাহ্যিক প্রকাশ রাগ
- গ্লুকোমা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

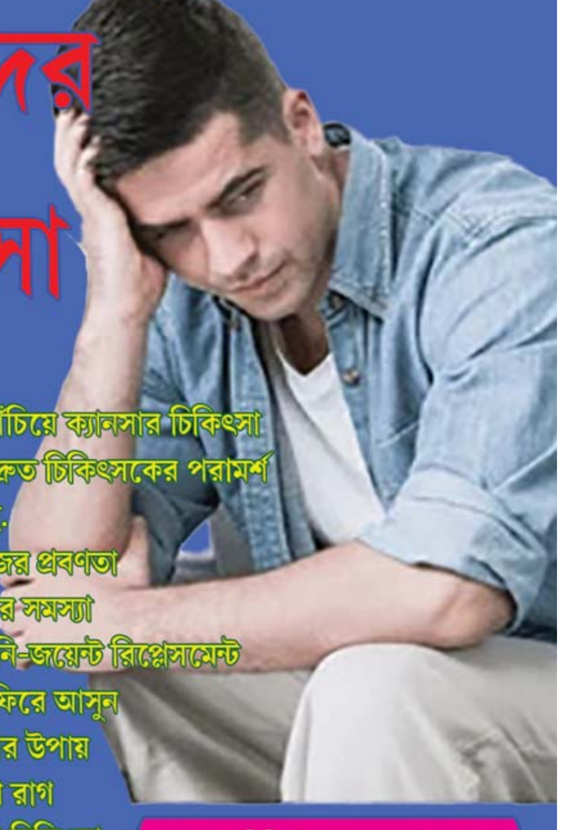

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com